বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ উদযাপন দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব চন্দন কুমার দে
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

ড. হুমায়রা সুলতানা অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
জনাব মো: মোতাছিম বিল্লাহ যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব আইরীন ফারজানা, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব নূরুন নাহার উপসচিব (বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
ড. গোলাম মোস্তফা উপসচিব (পরিকল্পনা-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন উপসচিব (প্রশাসন শাখা-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মো: আবু মনসুর উপসচিব (প্রতিষ্ঠান শাখা-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব আরিফুর রহমান সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত রায়, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য-সচিব

প্রকাশকাল
১২ অক্টোবর ২০২২
প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd
প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড ভিত্তিক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের পল্লী এলাকার জনগনের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারের নীতিমালা, নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে সামনে রেখে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নানামূখী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন প্রসুত 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বিভাগের অবদান মূল্যায়নে সহায়ক হবে। এ প্রতিবেদন প্রনয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি সরকারি দপ্তরের বার্ষিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর বাংলাদেশ আজ উদীয়মান গর্বিত জাতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অন্যতম সহযাত্রী। দেশের পল্লী এলাকার জনগণের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারের নীতিমালা, নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে সামনে রেখে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নানামূখী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বেকার সমস্যা, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিগত বছর গুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচনে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও মডেল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরসহ নীতি নির্ধারণী মহল সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র/বিবরণ তুলে ধরে জনসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের তথ্যচিত্র প্রকাশ করে। সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, গবেষক ও সুশীল সমাজের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের মাধ্যমে ক্ষুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ও নির্দেশিত পল্লী উন্নয়নে তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগ ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ধারনা দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিভাগ ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ তথ্য চিত্রের প্রকাশ এ বিভাগ সম্পর্কে জনমানসে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মোঃ মশির রহমান এনডিসি
সচিব

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সম্পাদকীয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/বোর্ড/একাডেমী/সংস্থা/ব্যাংক/ফাউন্ডেশন/ফেডারেশন এর ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশ করা হলো। প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এবং আওতধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের প্রতিচ্ছবি। প্রতিবেদন প্রণয়নে যাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রদান সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রাম ও শহরের বৈষম্য হ্রাস, সমবায় আন্দোলন জোরদারকরণসহ বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিভাগের অধীনস্থ সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এই প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংকলন হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ আগ্রহী সুধীজনের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে, এ প্রত্যাশা করি।

ড. হুমায়রা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান)
ও
সম্পাদক
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	পৃষ্ঠা নং
১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১-১৯
২.	সমবায় অধিদপ্তর	২০-৩৮
৩.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৩৯-৫৯
৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৬০-৮১
৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৮২-১০৩
৬.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	১০৪-১১১
৭.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১১২-১২৩
৮.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১২৪-১৩৮
৯.	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৩৯-১৫৪
১০.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	১৫৫-১৬৬
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	১৬৭-১৭৬
১২.	গণমাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৭৭-১৮৬

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন স্বপ্ন ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন; যেখানে তিনি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সমবায়কে। কারণ, তিনি জানতেন কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল ও শক্তিশালী রাখার ক্ষেত্রে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এ লক্ষ্যে সমবায় খাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি সমবায়ভিত্তিক কৃষক বান্ধব অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গাবন্ধুর দর্শনের আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় খাত-কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন এর মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দেশকে স্ব-নির্ভর এবং দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। রূপকল্প-২০২১' এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে 'পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, বাজার-সংযোগ সৃষ্টি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন এবং বহুমুখী সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মান এই বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা করা হয়ে থাকে। এই গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে।

বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের রূপকল্প (ςισσιον) এবং পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অভীলক্ষ্য (Μισσιον) বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরন্তর কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ যথা: সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং ৩টি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যথা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গাবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া, সমবায় সমিতিসমূহকে বিভিন্ন ধরণের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর (সমবায়)– পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সবচেয়ে বড় দপ্তর হলো সমবায় অধিদপ্তর। এ বিভাগের নির্দেশনা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থার সহযোগীতায় সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশের মাধ্যমে টেকসই সমবায় গঠনে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,৬৯২টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২০,৪২,০৯৫ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা, শেয়ার ও সঞ্চয় প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা, কার্যকরি মূলধন প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা এবং সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯ হাজার ৪ শত কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০

হাজার জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৪৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ০৯টি জেলার ১০টি গ্রামে এবং ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এ লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পটি যথাক্রমে মনিরামপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪১৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২১৯টি গৃহায়ণ সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহন সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ''দ্বি-স্তর'' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি কর্তৃক গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬১৬ টি সমিতি ও দলে ৪৯ লাখ ৬১ হাজার ৩৫ জন সদস্যভুক্ত করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। উক্ত সদস্যদের ৭ শত ৩৯ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান এবং ২০ হাজার ৬৫৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৭১ লক্ষ ৯৪ হাজার জনকে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২২ হাজার ৭৬৭ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২২ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৩২.২০ কোটি টাকা, সঞ্চয় জমা ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা, মোট মূলধন ৭৩৯.০৭ কোটি টাকা। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬ টি উন্নয়ন প্রকল্পের এডিপি'তে ৩৭৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদানের অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) এবং এ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে বার্ড কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের নানামুখী সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা বর্তমানে বার্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পল্লি উন্নয়ন দর্শন, উপকূল অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটির ভূমিকা, কৃষি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারসহ ইত্যাদি নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে ৮০৭১ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ২২৪৩ জনকে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেছে। তাছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ড ১৫৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬,৬০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)- দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) আরডিএ কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের নিমিত্ত আত্ম-কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, পরামর্শ সেবা ইত্যাদি আরডিএ কর্তৃক প্রদান করা হয়। আরডিএ ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৯ হাজার ২৬৮ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৩,১৪৯ জন পুরুষ এবং ৬,১১৯ জন মহিলা। একাডেমী কর্তৃক ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬,৬৪৮টি ব্যাচে মোট ৬,৪৪,১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৪: ২৬। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন,

২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৪৬টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আরডিএ কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং নন-এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরডিএ 'পল্লী জনপদ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ২,৬০,৫০০টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ৩৭,৯৪৮ একর জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। আরডিএ এর পরামর্শ সেবার মাধ্যমে ২৮৯টি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। আরডিএ ক্রেডিটের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৮৫টি উপ-প্রকল্প এলাকা মোট ২৯,৪০২ জন সদস্যকে মোট ১৬১.২৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের অভিলক্ষ্য (Μισσιον) নিয়ে ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে বাপার্ড এর যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রথমে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। পরবর্তীতে এটিকে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুন, ২০২২খ্রি: ভার্চুয়ালি বাপার্ড উদ্বোধন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ প্রশিক্ষণ, গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৮৮২ জনকে (আয়বর্ধনমূলক ১৫৯৮ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ১০৪৪ জন ও স্থানীয় ১২৪০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৮টি সেমিনার আয়োজন এবং কৃষি ও অকৃষি খাতে ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন এবং মৎস্য হ্যাচারী হতে ১.১০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা সুফলভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)- ১৯৯৯ সন থেকে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী-পুরুষদেরকে সংগঠিত করে নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আয় উৎসারি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নব সম্পদ সৃজনের অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান পল্লীর দারিদ্র্য সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, নবসম্পদ সৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৮.০২ লক্ষ সুবিধাভোগীকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০.৭৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৫.৫৭ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১৫২২৫ জন উদ্যোক্তাকে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর আওতায় ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও নারীদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২০,১০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৯০৬৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৩৮,০৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৪৪.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২১৪.১১ কোটি টাকা আদায় করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৪৪২.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১২২৮.৪৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.৩৭ ভাগ। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২২.৯০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১২৫.৭৯ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ১১,৩৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪,০৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৪৯,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৩৮,০৪১ জন সদস্যের মধ্যে ২,২৩,৭৫৮ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী

সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৩০.০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২১.৫৩ কোটি টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। ০১ জুন ২০২২ তারিখে একনেক সভায় "রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ -জুন ২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করেছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. (বিএসবিএল)- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. দেশব্যাপী সমবায়ী কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ সহায়তা, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পল্লী প্রকল্পে ৯% সরল মুনাফায় প্রকল্প ঋণ সহায়তা এবং গ্রামীণ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মাত্র ৮% সরল মুনাফায় মহিলা প্রকল্প ঋণ সহায়তা, সরকারী কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্সোনাল ঋণ সহায়তা ও অন্যান্য খাতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০২৫৯২ জন সুবিধাভোগীকে ৬১৬৮৮.৪৭ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)- দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদানভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে মিল্কভিটার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে মিল্কভিটা ৩টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং ৫৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে চালুকৃত ৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র চালু করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুরে গো-খাদ্য কারখানা এবং রায়পুর ও টেকেরহাট প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়াতে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন প্রকল্প এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী চরাঞ্চলে প্রায় ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ০৩(তিন)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন (বিএনসিএফআরডি)- পল্লীর কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-নির্ভর আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিসিএ গঠন ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করার অভিলক্ষ্যে (Μισσιον) বিএনসিএফআরডি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এটি সমবায়ীদের তথা কৃষক সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সহায়তাকরণ, ইউসিসিএ'র ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

www.rdcd.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

১.২ রুপকল্প (Vision):

বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৪ মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য:

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
৩. পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগি কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

১.৫ প্রধান কার্যাবলি:

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;

৩. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;
৫. পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৬. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
৭. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
৮. সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৯. পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

১.৬ সাংগঠনিক কাঠামো:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে- প্রশাসন ও বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ। অনুবিভাগ সমূহের অধীনে ০৩টি অধিশাখা, ১৪টি শাখা, ১টি আইসিটি ইউনিট এবং ১টি হিসাব কোষ রয়েছে। এবিভাগের মোট জনবল ১১২ জন (প্রথম শ্রেণি ৩০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ২৫জন, তৃতীয় শ্রেণি ২৮ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ২৯ জন)।

১.৭ জনবল:

বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি:

১.৭.১ প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, উপসচিব ৩ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ২ জন, সহকারী সচিব ১ জন, সিস্টেম এনালিস্ট ১জন, প্রোগ্রামার ১জন, সহকারী প্রোগ্রামার ১জন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১জন, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বিভাগের সাধারণ প্রশাসন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিরডাপ, সার্ক, নেডাক ও এএআরডিও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম;
- লাইব্রেরি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বিসিএস সমবায় ক্যাডারের প্রশাসন এবং সমবায় অধিদপ্তরের সংস্থাপন;
- সমবায় সংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণ, যেমন সমবায় আইন, সমবায় নীতি, সমবায় বিধিমালা প্রভৃতি প্রণয়ন;
- সমবায় সমিতি সংক্রান্ত বিবিধ আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক কার্যাবলী;
- আইসিটি সেলের যাবতীয় কার্যক্রম;
- এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১.৭.২ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ২ জন, সহকারী সচিব ১ জন, কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখাসমূহের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান
- উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ, প্রকল্প পরিচালক, বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- এ বিভাগ এবং অধীন সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

১.৭.৩ আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- আইন শাখা, প্রতিষ্ঠান শাখা-১, প্রতিষ্ঠান শাখা-২ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- রাষ্ট্রপতি কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা/সংস্থার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান।

১.৮ শূন্যপদ, নিয়োগ ও পদোন্নতি (২০২১-২২)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির ১০টি পদ এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গত ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ ২ জন অফিস সহায়ককে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ফটোকপি অপারেটর পদে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ ১জন ক্যাশিয়ারকে হিসাব রক্ষক পদে, ২জন অফিস সহায়ককে যথাক্রমে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ক্যাশ সরকার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

১.৯ মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য
১.	গ্রেড ১-৯	০২ জন	০	সেমিনার/কর্মশালা- ৪৪৫ জন, প্রশিক্ষণ- ৯০	০
২.	গ্রেড ১০	০	০	সেমিনার/কর্মশালা-২৫ জন, প্রশিক্ষণ- ১৫০	০
৩.	গ্রেড ১১-২০			প্রশিক্ষণ- ১৭৯	০
	মোট	০২ জন	-	৮৮৯ জন	০

১.১০ বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ-	অন্যান্য
১.	গ্রেড ১ ৯-	০৩ জন	১৫ জন	০	০
২.	গ্রেড ১০	০	০	০	০
৩.	গ্রেড ১১২০-	০	০	০	০
	মোট	০৩ জন	১৫ জন		

১.১১ বাজেট

২০২১-২২ অর্থ বছরের মূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৭৯১ কোটি ৩৬ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৬৫২ কোটি ০৩ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১১৩৯ কোটি ৩৩ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৪৫১ কোটি ৭৩ লক্ষ ০৩ হাজার (পরিচালন বাজেট ৬৩৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ০৩ হাজার ও উন্নয়ন বাজেট ৮১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ) টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২১-২০২২
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিবালয় অংশ)	১৬৭.৬৩
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	১৫৫৯.৩৭
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		১৭২৭.০০

(খ) বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২
পরিচালন বাজেট	৬৫২০৩.০০	৬৩৬৭৬.০৩
উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	১১৩৯৩৩.০০	৮১৪৯৭.০০ (১৯২৫.০০)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	১৭৯১৩৬.০০	১৪৫১৭৩.০৩ (১৯২৫.০০)

(গ) এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবালয় অংশ	১৭১২.০০	৫০৯৮.০০	৬৮১০.০০
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৭০.০০	-	৭০.০০
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২৭২৭৭.৫৫	৩৮৭১.০০	৩১১৪৮.৫৫
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২৮৮৪০.০০	৪৪৮৫৫.০০	৭৩৬৯৫.০০
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	২২৩৪.০০	২০৬৩৪.০০ (১৯২৫.০০)	২২৮৬৮.০০ (১৯২৫.০০)
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২৭৭১.০২	২৬৪৬.০০	৫৪১৭.০২
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৬৬৭.৫০	-	৬৬৭.৫০
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	২৮৫৯.০০	২৮৫৯.০০
০৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	১০৪.০০	-	১০৪.০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৬৩৬৭৬.০৭	৮১৪৯৭.০০	১৪৫১৭৩.০৭ (১৯২৫.০০)

বি. দ্র. : ২০২১-২২ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৮০৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার (জিওবি: ৭৮৯৯৭.৭৫ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১৭৩৮.৯২) টাকা ছাড় করা হয় এবং সর্বমোট ৭২৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮ টাকা ব্যয় হয়(ছাড়কৃত অর্থের ৯০.১২%)।

১.১২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব:

২০২১-২২ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২২ পর্যন্ত ব্যয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	২৯৯৯৮.০০ লক্ষ	৫০৯৮.০০ লক্ষ	৪৫১৯.৮১ লক্ষ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
২.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩১৪৮.০০ লক্ষ	১১৫২.০০ লক্ষ	৯১২.৯৪ লক্ষ
৩.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ	৩৮০০.০০ লক্ষ	৩৭৯৬.২০ লক্ষ
৪.	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৪১৭৭.০০ লক্ষ	১১৭৯.০০ লক্ষ	১১৭৮.৯০ লক্ষ
৫.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	২০৬৩৫.০০ লক্ষ	৬৯৫৬.০০ লক্ষ	৬৯৩০.৯৬ লক্ষ
৬.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায় (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ	৩৩১২.০০ লক্ষ	৩২৬১.১৩ লক্ষ
৭.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫)	৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ	২৮৪৫৬.০০ লক্ষ	২৭৮৭০.৯৬ লক্ষ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা				
৮.	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প(জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৪২৬৪.২০ লক্ষ	৫৯৮.০০ লক্ষ	৫৫৯.৮৭ লক্ষ
৯.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৪৮৫৫.০০ লক্ষ	২০৪৮.০০ লক্ষ	১৯৬৯.২৮ লক্ষ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
১০.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই,২০ ১৪ হতে জুন, ২০২২)	মোট ২৪৭৩০.০০ লক্ষ (জিওবি: ২১৪১৯.০০ উপকারভোগী: ৩৩১০.৯০ লক্ষ	৫৫০০.০০ লক্ষ	৩১৩৯.৪১ লক্ষ
১১.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩৯১০.৫৬ লক্ষ	২০০০.০০ লক্ষ	১৮৭৭.৬২ লক্ষ
১২.	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৫৫৫৬.০০ লক্ষ	৪২৬৪.০০ লক্ষ	৩২৪০.৪৫ লক্ষ
১৩.	সৌর শক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি	৩৯৮৯.০০ লক্ষ	৬১০.০০ লক্ষ	৫৯৯.২০ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২২ পর্যন্ত ব্যয়
	সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)			
১৪.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	২০৩২৪.৩১ লক্ষ	৫৯৩৮.০০ লক্ষ	৫২১৫.৭৪ লক্ষ
১৫.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় (জানুয়রি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪)।	৫৯৮৬.০০ লক্ষ জিওবি: ১৪৭৬.০০, প্রকল্প সাহায্য: ৪৫১০.০০ লক্ষ	২৩২২.০০ লক্ষ	২১০৬.৬০ লক্ষ
সমবায় অধিদপ্তর				
১৬.	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১- জুন, ২০২৩)।	৪৯৮০.০০ লক্ষ	৩৪১২.০০ লক্ষ	৩৩৬২.০২ লক্ষ
১৭.	বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)।	৪৯৯৩.১০ লক্ষ	৪৫৯.০০ লক্ষ	৪৫৭.৬২ লক্ষ
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশেন (পিডিবিএফ)				
১৮.	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৩)	৪৮৪৭.০০ লক্ষ	১৫৩৪.০০ লক্ষ	১৪৯৫.৯৭ লক্ষ
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)				
১৯.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ	২২০২.০০ লক্ষ	৪৪৬.১৩ লক্ষ
২০.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট ৪৭৯৪.২২ লক্ষ (জিওবি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবি: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ	৯৭৪.০০ লক্ষ	৪৮০.৩৩ লক্ষ
২১.	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) **দুই বছর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন**	মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ লক্ষ (জিওবি: ৩২৯৭৬.১৮ নিজস্ব তহবিল: ২৪৭৩.৫০)	২২৫৩.০০ লক্ষ	৪৬৫.৬১ লক্ষ

১.১৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২২ পর্যন্ত ব্যয়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
১.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায় (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬)	৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ	৩৩১২.০০ লক্ষ	৩২৬১.১৩ লক্ষ
২.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬)	৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ	২৮৪৫৬.০০ লক্ষ	২৭৮৭০.৯৭ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২২ পর্যন্ত ব্যয়
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
৩.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় (জানুয়রি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪)	৫৯৮৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ১৪৭৬.০০, প্রকল্প সাহায্য: ৪৫১০.০০ লক্ষ)	২৩২২.০০ লক্ষ	২১০৬.৬০ লক্ষ
সমবায় অধিদপ্তর				
৪.	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১ - জুন ২০২৩)	৪৯৮০.০০ লক্ষ	৩৪১২.০০ লক্ষ	৩৩৬২.০২ লক্ষ
৫.	বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪)	৪৯৯৩.১০ লক্ষ	৪৫৯.০০ লক্ষ	৪৫৭.৬২ লক্ষ

১.১৪ উদ্ভাবন:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অধীন "ডিজিটাল সাক্ষাৎকার" সেবাটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে দেশ/বিদেশ-এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোন সাধারণ মানুষ এ বিভাগের সচিব/অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব মহোদয়গণের সাথে অনলাইন প্লাটফর্মে সাক্ষাৎ করতে পারেন। যেহেতু সচিবালয়ে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং দেশের দূর প্রান্ত থেকে মানুষজনের আসার কষ্ট লাঘবের জন্য এটি একটি ভাল উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে চার (০৪)টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পাঁচ (০৫)টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। একইসাথে এ বিভাগ হতে "বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)" এবং "জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)" কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা হয়েছে।

১.১৫ সেবা সহজীকরণ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাগণের শ্রান্তি বিনোদন ছুটির আবেদন ও নিষ্পত্তি সহজিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে র‌্যাপিড ডিজিটাইজেশন (www.service.rdcd.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সেবা'র অধীন 'শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ও ছুটি মঞ্জুরীর আবেদন' নামক অনলাইন এ্যাপলিকেশন-এর সাহায্যে ই-নথির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসন-২ শাখা'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনুলিপি'তে তার উর্ধ্বতন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ'কে অবহিত রেখে সরাসরি এ বিভাগের সচিব বরাবর প্রেরণ করতে পারেন।

১.১৬ ডিজিটাল সেবা:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অধীন সেবা ডিজিটাইজেশনের জন্য র‌্যাপিড ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সেবার সকল ছুটি ("অর্জিত ছুটি (অভ্যন্তরীণ), (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুরের আবেদন", "নৈমিত্তিক ছুটির জন্য আবেদন", "অসাধারণ ছুটি", "অধ্যায়ন ছুটি", "সংগনিরোধ ছুটি", "প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন", "প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি", "অবসর-উত্তর ছুটি", "অক্ষমতাজনিত ছুটি", "চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরের আবেদন", "চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুর (বহিঃ বাংলাদেশ)", "বিশেষ অসুস্থতাজনিত ছুটি" ও "শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা ও ছুটি মঞ্জুরীর আবেদন"), "চাকুরী

স্থায়ীকরণের আবেদন” এবং “গাড়ী রিকুইজিশনের জন্য আবেদন” ডিজিটাইজ করা হয়েছে। নাগরিক সেবার “তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন” এবং “তথ্য প্রাপ্তির আপিল আবেদন” ডিজিটাইজ করা হয়েছে। ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহে আবেদনের জন্য এ বিভাগের কর্মচারীগণ www.service.rdcd.gov.bd এ প্রবেশ করে তাদের প্রয়োজনীয় আবেদন করে থাকেন।

১.১৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ সংক্রান্ত:

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২০ জুন ২০২১ তারিখ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে ২০টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৩৩টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই,২১- জুন,২২) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১৮তম স্থান অর্জন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছর এবিভাগের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৩.২৪।

১.১৮ ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত:

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৬টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৬টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায়** নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই,২১- জুন,২২) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার কমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

১.১৯ ২০২১-২২ অর্থবছরের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৫টি তথ্য প্রদানের আবেদন এবং ০৫টি আপীল আবেদন পাওয়া গেছে। ০৫টি আবেদন তথ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি আপীল আবেদনের তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে সরবরাহ করে আপীল আবেদনকারীকে প্রদানের মাধ্যমে আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১.২০ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত:

২০২১-২২ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোট ৩৬ টি অভিযোগ পাওয়া যায়।প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বিষয়ে সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে।

১.২১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পল্লী উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০২১ সাল থেকে সিরডাপ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আজিজ-উল-হক এঁর নাম অনুসারে "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট মেডেল- ২০২১" পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়;
- জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট মেডেল- ২০২১" পুরস্কার প্রদান করা হয়;
- ২১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP) এর 23rd Governing Council এর ডিজিটাল সভা অনুষ্ঠিত হয়; এবং
- ২৯ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখ NEDAC এর Committee on "Livestock Cooperatives"-এর প্রথম সভা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

১.২২ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম:

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে (Mitigation) ও অভিযোজনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া) মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যথা:

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে (Mitigation) কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে জৈবসার উৎপাদন এবং কেঁচো সার উৎপাদনে বিষয়ে প্রয়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে জৈব সার ব্যবহারের কারণে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমছে এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হচ্ছে। এ প্রযুক্তিটি দেশের অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনপ্রিয় করা হচ্ছে।

(খ) সৌরশক্তি নির্ভর অগভীর নলকুপ স্থাপন কৌশলের বিষয়ে প্রয়োগিক গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষি কাজে সেচ সুবিধা ও গৃহস্থালী কাজে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। ফলে এক দিকে যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভর সেচ ব্যবস্থার অবসান হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এক ফসলী/অনাবাদি জমি বছরব্যাপী চাষাবাদের আওতায় আসছে। দেশের ২৭টি এলাকায় প্রায় ৫৫০ একর জমিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এক মত্তসুমে গড়ে ১০,০০০-১৮,০০০ লিটার ডিজেল সাশ্রয় হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৯-২০ লক্ষ টাকা। জীবাশ্ম জ্বালানী সাশ্রয়ী এই প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২০৭ টি প্রকল্প এলাকায় ৩,২১০ জন সুফলভোগী কৃষকের মোট ১,০৭৫ একর জমি নিয়ে আসা হয়েছে। গবেষণালব্ধ উপাত্ত অনুসারে এডব্লিউডি (Alternate Wetting and Drying- AWD), রেইজড বেড (Raised Bed) ও এসআরআই (System of Rice Intensification-SRI) প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাক্রমে ২৫-৩০% , ৩০-৪০% , ২৫-৩০ % পানি সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। সেই হিসাবে গবেষণা এলাকার ১,০৭৫ একর জমির এক মওসুমে ন্যূনতম ১০,০০০ লিটার ডিজেল সাশ্রয় হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের (Adaptation) লক্ষ্যে চর ও নদী অববাহিকা অঞ্চলে ১,৬৮,০০০টি হতদরিদ্র পরিবারের বসতভিটা উচুঁ করে দেয়া হয়, যা তাদের পরবর্তী বছরগুলোতে ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। বসতভিটার পাশাপাশি টয়লেট, নলকূপ এবং গোয়ালঘরও উচুঁ করে দেয়া হয় যা বন্যাকালীন সময়ে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি থেকে হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে রক্ষা করে।

(ঙ) পাহাড়ী জনপদসহ দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সুফলভোগীদের মাঝে ফলের চারা বিতরণের মাধ্যমে ফলদ বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(চ) চরাঞ্চলের ১,৫৭,১২১ টি হতদরিদ্র পরিবারকে গরু ও ছাগল প্রদান করা হয়। এ সকল হতদরিদ্র পরিবারকে গবাদিপ্রাণী লালন-পালনের জন্য ৬-১৮ মাস মেয়াদে বৃত্তি, চিকিৎসা কূপন, প্রশিক্ষণ,লাগসই প্রযুক্তি প্রভৃতি প্রদান করা হয় যা তাদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে (Adaptation) সহায়ক ভূমিকা রাখে।

(ছ) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চরাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রির জন্য মার্কেট লিংকেজ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ১,২৪,০০০ পরিবারের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে আরও ৭৫,০০০ পরিবারকে এ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(জ) গ্রামের ভিটি উচুঁ করে সেখানে বীজতলা তৈরী করে বিভিন্ন ফসলের চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বন্যা পরবর্তী সময়ে ঐ বীজতলায় উৎপাদিত চারা বিক্রয় করে কৃষকগ লাভবান হচ্ছে।

১.২৩ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

সমবায় কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত, গতিশীল এবং উৎসাহিত করার জন্য ‘জাতীয় সমবায় পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। সমবায় অঙ্গনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সমবায়ী এবং সমবায় সমিতিকে ১০ টি ক্ষেত্রে ‘জাতীয় সমবায় পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। ০৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ ০৮টি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি এবং ০২টি শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে ‘জাতীয় সমবায় পুরস্কার -২০২০’ প্রদান করা হয়।

এছাড়া, ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক (২০১২-১৮) প্রদান করা হয়।

১.২৪ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। পল্লী উন্নয়নে নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকায়ন উন্নয়নে এ বিভাগ সর্বদা নিয়োজিত। এ লক্ষ্যে সারাদেশে সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে মোট ২৪ হাজার ৩৪৬ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠনসহ প্রায় ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ‘‘আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ;এর মাধ্যমে প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে ’’ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত উপকারভোগীদের সঞ্চয় এবং সরকার প্রদত্ত বোনাসের মাধ্যমে গঠিত মোট তহবিলের পরিমাণ ৫৪২৫.০০ কোটি টাকা। এসব অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনলাইন ব্যাংকিং প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, গোখাদ্য উৎপাদন কারখানা চালু করা হয়েছে। মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন এবং সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ কারখানা, চট্টগ্রামের পটিয়ায় ও ফরিদপুরে দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণার ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ ও বায়োটেকনোলজি, গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.২৫ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সুফলভোগীরা ক্ষুধামুক্ত হলেও সুদের উচ্চ হারকিস্তি পরিশোধের কঠিনশর্ত ও , বাধ্যবাধকতার কারণে কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতি দরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেণির একটি বড় অংশ এখনো দারিদ্র্যমুক্তি কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণউপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক , জীবিকায়নে নিয়োজিত করা একটি দুরূহ কাজ। এছাড়া কেন্দ্রীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা একটি বড় সমস্যা।

১.২৬ স্থির চিত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম পরিক্রমাঃ

চিত্র: পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট মেডেল- ২০২১” পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন সিরডাপ এর মহাপরিচালক ড. চার্ডস্যাক ভিরাপাত

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ" শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চিত্র: ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এ্যালিয়েন্স (আইসিএ) এশিয়া প্যাসিফিক এর আঞ্চলিক পরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সম্মানিত সচিব এর সাথে সমবায় কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময়

চিত্র: বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০' প্রদান

চিত্র: মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র টিসু কালচার ল্যাব কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

চিত্র: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ায় বিসিএস (সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চিত্র: মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রংপুর পল্লী জনপদ এবং বগুড়া পল্লী জনপদ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চিত্র: জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক-২০২১ প্রদান' অনুষ্ঠান

চিত্র: ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

চিত্র: মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া পরিদর্শন

চিত্র: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে পিডিবিএফ-এর কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন

চিত্র: ৩-৪ মার্চ ২০২২, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের পিডিবিএফ যশোর সদর কার্যালয় এর সমিতি পরিদর্শন ও প্রনোদনা ঋনের চেক বিতরন

চিত্রঃ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ২৩ জুন ২০২২ তারিখে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্রঃ "জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে জামানতবিহীন ঋণ ও রূপকল্প-২০৪১ এ এসএফডিএফ"শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চিত্র: জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মিল্ক ভিটার স্টল পরিদর্শন

চিত্র: মিল্ক ইউনিয়নের ইফতার মাহফিল আয়োজন

সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর

www.cd.gov.bd

প্রারম্ভিকা

সমবায় এর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিচার করে বলা হয়ে থাকে, 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন'। বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষণ থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরবিহণ, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় এ সমাজে সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। মহান স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,৬৯২টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২০,৪২,০৯৫ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪১৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২১৯টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহণ সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

২.২ রূপকল্প:

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

২.৩ অভিলক্ষ্য:

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

২.৪ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;
২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন;
৪. সমবায়ের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনে প্রচার ও উন্নয়ন প্রকল্প।

২.৫ কার্যাবলি(বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী/আইন) ::

১. দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সমবায় আদর্শে/দর্শনে উদ্ধুদ্ধকরণ;
২. নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;
৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
৭. গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
৯. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অভিলক্ষ্য অর্জন ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

২.৬ সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য, সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে (১) **'**দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ**'** শীর্ষক প্রকল্প এবং (২) **'**বঙ্গাবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গাবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা**'** শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে **'**বঙ্গামাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি**'** গঠনের কার্যক্রম হাতে **নেয়া হ**য়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করা হয়েছে। বর্তমানে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৭ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সমবায় কার্যক্রম সম্পাদনে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

২.৭.১ সমবায় কার্যক্রমে অর্জন:

সমবায় অধিদপ্তর হতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সমবায় কার্যক্রমে অর্জনসমূহ নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

সমিতির সংখ্যা: সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯২,৬৯২ টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৯১,২২৮টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২১০টি, জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি এবং দেশ ও বিভাগব্যাপি সমবায় সমিতি ২৩২টি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ

অবদান রেখে চলছে। বিগত দশ বছরে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,২০,৪২,০৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৯১,৫৬,৬৩৯ জন এবং মহিলা সদস্য ২৮,৮৫,৪৫৬ জন।

শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৭৭২.১৬ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৪০৬০.৬৪ কোটি টাকা ।

কার্যকরী মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২২৭৩০.০৫ কোটি টাকা ।

মোট সম্পদ: সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির সমষ্টিই হচ্ছে মোট সম্পদ। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা।

সমবায় সমিতির অডিট: সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান বিধিবদ্ধ দায়িত্ব হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বর্তমান অর্থবছরে জাতীয়, দেশব্যাপি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতি মিলে মোট ৭২,০৪৭টি সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ।

২.৭.২ প্রশাসনিক কার্যক্রমে অর্জন:

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন পরিচালনা, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব):

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ (রিটেনশনকৃত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। (মোট পদ সংখ্যা)	৫০৬৩	৩৯৪৮	১১১৫	-	**কর্মকর্তার রিজার্ভ পদ ১৫ টি**
মোট	**৫০৬৩**	**৩৯৪৮**	**১১১৫**		

শূন্যপদের বিন্যাস:

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	১৮	৫১	৬৫	৭৭৩	২০৮	১১১৫

নিয়োগ প্রদান/পদোন্নতি:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫২	৪৩৬	৫৮৮	-	২৩০	২৩০	-

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১০.০১ লক্ষ টাকা এবং অডিট ফি হিসেবে ৩৩৪.৪৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৪৪.৪৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৫০০.৮৮ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় হয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২) বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। সমবায় উন্নয়ন তহবিল যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে তা হলো- (ক) সমবায়ের নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সমবায় সমিতির সদস্যদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম (খ) সমবায় সমিতির উন্নয়ন (গ) সমবায় বিষয়ক কর্মকাণ্ড প্রচারণা, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণ (ঘ) সমবায় বিষয়ক গবেষণা (ঙ) সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ (চ) সমবায় বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠান ও দিবস পালন (ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কাজ।

২.৭.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা। সমবায় কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ২ মাস মেয়াদী পেশাগত প্রশিক্ষণ, নন-গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য ২মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ, ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেসার্স, নিরীক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য নিরীক্ষা ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য হিসাব সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ, সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ ছাড়াও কিছু কিছু আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

প্রতি অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণত্তোর মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি কিছু ব্যবহারিক বিষয়ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত থাকে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমবায় একাডেমিতে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। যেহেতু একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ আবাসিক সেজন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য দুটি তিনতলা হোস্টেল ভবন রয়েছে যেখানে প্রায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসনের সুযোগ আছে। একাডেমিতে রয়েছে ১০,০০০ এর বেশী পুস্তক-সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন রকমের বই আছে যেগুলোর মধ্যে একাডেমিক বই ছাড়াও সমসাময়িক সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় এমন বইও আছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ

প্রতিষ্ঠান সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	১৩৭	৩৪২৩
আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট	৪৬৬	১২৫১২
মোট	**৬০৩**	**১৫৯৩৫**

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ:

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায়ে ইন্সটিটিউট পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি (জুন ২০২২)

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২৭৩৩	৬৮৩০৫
আইজিএ	২২০	৫৫০০
মোট	**২৯৫৩**	**৭৩৮০৫**

ইনহাউজ প্রশিক্ষণ :

বর্তমান অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ০৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৭২ জন।

২.৭.৪ দুগ্ধ সমবায়:

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (ব্র্যান্ড নাম **মিল্কভিটা)** নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়।** পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড নাম **'মিল্কভিটা'**। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন,আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং,মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.৯৩ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারীগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।

২.৭.৫ আশ্রয়ণ সমবায়:

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন।** তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প নামে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ (ছয়শত আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত থাকলেও সমবায় অধিদপ্তর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ ফেইজ-২	আশ্রয়ণ-২	মোট
প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২৯৩	৭২২	২৭৯	১২৯৪
ব্যারাক সংখ্যা (টি)	১৯২৬	৫৭০৯	৪৫৪২	১২১৭৭
উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	১৯১২২	৫৫৫৬০	২৪৩৬০	৯৯০৪২
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৪১৪৬.৪৬	৬৫৯৪.৬৭	১৯০১.০৫	১২৬৪২.১৭
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৩১২৬.৭৯	৪৬৫৫.২৪	৮৮২.৮২	৮৬৬৪.৮৫
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	২৫৩.৯৫	৩৭০.৬১	৬৬.১৪	৬৯০.৭০
মোট আদায় সার্ভিস চার্জসহ(লক্ষ টাকা)	৩৩৮০.৭৪	৫০২৫.৮৫	৯৪৮.৯৬	৯৩৫৫.৫৫

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় অধিদপ্তর সমিতি গঠন ও নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৫০৮টি, যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,৫৭,৭৬৪ জন।

২.৮ সমবায় অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রম:

২.৮.১ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন:

১৫ আগস্ট, ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো: হারুন-অর-রশিদ এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবস পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে এক আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

২.৮.২ সমবায় অধিদপ্তরে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন:

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮ অক্টোবর, ২০২১ শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে

আগারগাঁও সমবায় ভবনে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৮.৩ পঞ্চাশতম (৫০তম) জাতীয় সমবায় দিবস পালন:

৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (এমপি) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য (এমপি)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: এর চেয়ারম্যান জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’। অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ বিতরণ করা হয়।

সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি শ্রেণিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় অতিথিবৃন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধির নিকট পদক ও সনদ তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২.৮.৪ সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও শপথ পাঠ:

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ মহান বিজয় দিবস পালন ও শপথ পাঠ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

২.৮.৫ অমর একুশে বই মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের বইয়ের স্টল:

১৫ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চেতনায় অমর একুশে বইমলো ২০২২ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ মেলার উদ্বোধন করেন। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’**। দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্র্যান্ডিং এবং বিক্রি/প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। মেলাতে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

২.৮.৬ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন:

১৭ মার্চ, ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

২.৮.৭ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন:

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ’ ২০২২ তারিখ সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে সকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো: হারুন অর রশিদ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মো: হারুন অর রশিদ বিশ্বাস, অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর ও সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

২.৯ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ:

২.৯.১ ‘দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প:

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা বিভাগাধীন যশোর ও মেহেরপুর জেলায় বাস্তবায়িত ‘দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯.৮০ কোটি টাকা। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রোটিন চাহিদা যোগান দেয়া। প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগী ৪,২০০ জন। আগামী ৩০ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার উক্ত ৪২০০ জন সুফলভোগীর প্রতি ১০০ জনের সমন্বয়ে মোট ৪২টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন, গরু পালনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রতি সুফলভোগীকে একটি শংকর জাতের বকনা বাছুর অথবা দুটি শংকর/দেশি ষাঁড় বাছুর ক্রয়ের লক্ষ্যে ৮০ হাজার টাকা ও গো-খাদ্য বাবদ ২৫ হাজার টাকাসহ মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি জেলার ০২টি উপজেলায় ৪২০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০টি সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক ২৯৫০ জন সুবিধাভোগীকে গাভীপালন ও সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৯৪০ জন সুবিধাভোগীকে একটি শংকর জাতের বকনা বাছুর অথবা দুটি শংকর/দেশি ষাঁড় বাছুর ক্রয়ের লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত অন্যান্য সমিতিতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ঋণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

২.৯.২ ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক পাইলট প্রকল্প:

জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তরের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক **‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’** পাইলট শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৭টি বিভাগের ৯টি উপজেলার ১০টি গ্রামের ৫০০০ জন উপকারভোগীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করার লক্ষ্যে ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে কৃষিখাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা;

- প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭ টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

বরাদ্দ:

প্রকল্পটির অনুকুলে এডিপিতে ৩৪৮৪.০০ লক্ষ (রাজস্ব বাবদ ১৯৫২.০০ লক্ষ ও মূলধন বাবদ ১৫৩২,০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ১ম কিস্তি বাবদ ৮০৫.৫৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের ব্যয় হয়েছে ৫.৩১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দ অর্থের ০.৬৬%।

প্রকল্পের অগ্রগতি

(১) সমিতি গঠন: ১০টি গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে;

(২) সদস্য সংখ্যা: সমবায় সমিতি সমূহের মোট ৩২৫৫ জন উপকারভোগীকে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

(৩) অংশীজন অবহিতকরণ সভা: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্ধুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১০টি উপজেলার অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

(৪) প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রকল্পের ৩০৬০ জন উপকারভোগীদেরকে উপজেলা প্রশাসন, সহকারী কমিশনার (ভুমি), ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, কৃষি, মৎস্য, যুব, মহিলা বিষয়ক, সমাজসেবা, প্রাণিসম্পদ, উপজেলা প্রকৌশলী, বন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রমের বিষয়ে একদিনের ৫১টি উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬০০ জন উপকারভোগীকে কৃষি, মৎস্য ও গাভীপালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে ৩দিন মেয়াদী ৪০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(৫) ঋণ বিতরণ: চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালন নির্দেশিকার আলোকে ৫৯১ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক (গাভী পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বেকারি, সেলাই কাজ ইত্যাদি) খাতে ৩.১৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

(৬) কমিউনিটি ভবন নির্মাণ: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহে ১৫ শতক জায়গা দেয়ার ব্যাপারে সমিতির সদস্যগণ উদ্যোগী হয়ে এ পর্যন্ত ৮টি গ্রামে জমি সমিতির অনুকূলে গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত জমিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১০ সমবায় অধিদপ্তর এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি ও সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ৩০ হাজার ৫৫২টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, প্রায় ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২২ হাজার ৯৩৩ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৭০ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২টি দুগ্ধ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত ১১০৮৮ জন মহিলা এবং ১৯৫২ জন পুরুষকে উন্নত জাতের গাভী পালনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ এবং ১৪১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা গাভী ক্রয়বাবদ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণগত ৫৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬৭৭৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। সমবায় সমিতিগুলোর পুঁজি বিনিয়োগ ও

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার জনের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে নিরীক্ষা ফি জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া এবং সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে নৃ তাত্ত্বিক-এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির **স্বমূল্যায়িত** অর্জিত নম্বর ৯৯। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মুল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর-৯৭.২৮। সমবায় অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

২.১১ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সমবায়কে উন্নয়নমুখী, টেকসই এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়ন এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা (সংশোধিত)-২০২০ উল্লেখযোগ্য। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ২৪ হাজার ৩৪৬ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, প্রায় ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২২ হাজার ৭৭৫ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৯২ হাজার ৩৮০ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণগত ৫৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬৭৭৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। সমবায় সমিতিগুলোর পূঁজি বিনিয়োগ ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার জনের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে নিরীক্ষা ফি প্রদান করা হয়েছে।

২.১২ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে সমবায় অধিদপ্তরের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরি হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে নিয়োজিত ১ লক্ষ ৯৬ হাজার সমবায় সমিতিকে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সমবায় সদস্যদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ সেক্টরে আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত। বিদ্যমান সমবায় সমিতির মধ্যে একটি বড় সংখ্যক সমবায় অকার্যকর। অকার্যকর হয়ে পড়া, জনবল অপ্রতুলতা, আইসিটি জনবল, অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়নে উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব অধিদপ্তরের অন্যতম সমস্যা।

২.১৩ স্থিরচিত্রে সমবায় অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিক্রমা:

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রদান

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

চিত্র: জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে দোয়া

শেখ রাসেল দিবস ,২০২১ উদযাপন উপলক্ষে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রানালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

চিত্র: মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় ’অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের শপথ পাঠ

চিত্র: অমর একুশে বই মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

চিত্র: জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ

চিত্র: সমবায় অধিদপ্তর নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সাথে সকল বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক ও অধ্যক্ষ ,বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চিত্র: প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে প্রকল্পের ঋণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

চিত্র: প্রকল্পে উপকারভোগীর ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গাভী পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

চিত্র: যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

চিত্র: জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মির্জা আজম, এমপি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

www.brdb.gov.bd

বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগন ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২, রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয় ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আইন ও বিধি, গৃহীত নীতি-কৌশল, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ''দ্বি-স্তর'' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৮৩,৬১৬টি এবং সদস্য অর্ন্তভূক্ত ৪৯.৬১ লক্ষ জন।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২২ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৩২.২০ কোটি টাকা, সঞ্চয় জমা ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা, মোট মূলধন ৭৩৯.০৭ কোটি টাকা। ৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন, পল্লী জীবিকায়ন ম্যাপিং, পল্লী এলাকার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ টেকসই ও সুষম উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিআরডিবিতে চাকুরিজীবি ও বিআরডিবি'র আওতাভূক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ২৩টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ২,৫৯,৮৮২ জন কর্মচারী এবং ৭১,০১,০৫৯ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সত্তর দশক ও তৎপূর্বে জামানত ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ ছিল না। তৎকালীন আইআরডিপি'তে জামানত ছাড়া তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্র ঋণ' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি ৫২,৪৯,৮৪৭ জন সদস্যের মাঝে ২০৬৫৩.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ১৮৭৪০.৮৬ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯৭%।

প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র সুফলভোগিদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি'র ৪টি প্রর্দশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসির অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে বিআরডিবি 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি হতে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতি গঠনমূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশীদারিত্বে বিআরডিবি ২২,৭৬৭ টি ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করে।

৮ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যতম সংস্থা হলো বিআরডিবি। গ্রামীণ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন, "লাইভলিহুড ভিলেজ" প্রতিষ্ঠা, পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রণয়ন, পল্লী এলাকায় তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ, পল্লী অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ইত্যাদিসহ সুষম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখিত উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বিনির্মাণের যে রুপকল্প নির্ধারণ করেছেন সে অনুযায়ী দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩.২ রূপকল্প (Vision):

মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী ।

৩.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

৩.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৩.৫ কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

৩.৬ সাংগঠনিক স্তর:

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত দুইস্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার অধীনে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর।

<u>সদর দপ্তর</u>

অবস্থান: বিআরডিবি'র সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগ: সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবল: প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্য: সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

<u>জেলা দপ্তর</u>

অবস্থান: দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল: উপপরিচালক জেলা দপ্তরের প্রধান। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০ টি জেলায়), একজন হিসাব রক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণএবং সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

<u>উপজেলা দপ্তর</u>

অবস্থান: বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪ টি।

জনবল: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও) উপজেলা দপ্তরের প্রধান। সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ।

কার্যক্রম: প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্নপ্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকারও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

৩.৭ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-চেয়ারম্যান

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- ভাইস- চেয়ারম্যান

৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ- সদস্য

৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)- সদস্য

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা- সদস্য

৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া- সদস্য

৭। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি- সদস্য

৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর- সদস্য

৯। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা- সদস্য

১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান- সদস্য

১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য- সদস্য

১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড- সদস্য-সচিব

৩.৮ বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম:

৩.৮. ১ মহাপরিচালক দপ্তর:

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে মহাপরিচালক এর দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ শাখাটি মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে:

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

৩.৮.২ প্রশাসন বিভাগ:

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;

- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে এসিআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পার্সোনেল শাখায় সরবরাহ;
- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন; এবং
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও যানবাহনের সঠিক ব্যবহার।

৩.৮.২.১ সম্পাদিত কার্যক্রম (অর্থবছর: ২০২১-২২):

(ক) চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান:

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ	পদোন্নতি
১	যুগ্মপরিচালক	-	০৩
২	উপপরিচালক	-	১৮
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	-	১৪
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	২	৪১
৫	লাইব্রেরিয়ান	-	১
৬	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩	৪০
৭	হিসাব রক্ষক	৫	-
৮	হিসাব সহকারী	১	-
৯	অফিস সহকারী/ইউডিএ	-	০৬
১০	গ্রাম সংগঠক	১	-
	মোট	১২	১২৩

(খ) পেনশন কার্যক্রম:

ক্রম	পদবী	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্মপরিচালক	০১	২
২	উপপরিচালক	০৫	৩
৩	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	২৫	২৩
৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	২১	২৬
৫	ম্যানেজার	০১	-
৬	উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী	-	৫
৭	মাঠ সংগঠক	১৬	৮
৮	অফিস সহায়ক/সহকারী বাবুর্চি/কেয়ারটেকার	৯	৮
৯	ড্রাইভার	২	-
মোট		৮০	৭৫

(গ) শৃঙ্খলা কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	মামলার ধরণ	২০২১-২০২২ সনের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০২১-২০২২সনের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	০১	১৯	১১৭
২	বিভাগীয় মামলা	১৫	১৪	৯
	মোট	১৬	৩৩	১২৬

৩.৮.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ:

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংক্রান্ত দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন এবং স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি); এবং
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংক্রান্ত দপ্তরে প্রেরণ।

৩.৮.৩.১ সম্পাদিত কার্যক্রম (অর্থবছর: ২০২১-২২):

(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে নিরীক্ষা কার্যক্রম:

ক্রম	**নিরীক্ষার ধরণ**	**২০২১-২২বছরে আপত্তির সংখ্যা**	**২০২১-২২ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা**	**জুন, ২০২২ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা**
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২০৪৭	৩৩	২০১৪
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৯১	১৬	৭৫
	মোট	**২১৩৮**	**৪৯**	**২০৮৯**

(খ) ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ, তহবিল প্রাপ্তি ও অর্থ ছাড়/অবমুক্তি:

ক্রম	প্রধান প্রধান খাতসমূহ	২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩অর্থবছরে সম্ভাব্য বাজেট
		বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	অর্থছাড়/অবমুক্তি	
	৩৬৩১ আবর্তক অনুদান			
১	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১২২২৫০০	১২২২৫০০	১২৭১৪০০
২	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮৩৩৮০০	৮৩৩৮০০	৮৭৫২০০
৩	৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৮৪৭০০	২৮৪৭০০	৩৩২১০০
৪	৩৬৩১১০৪-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৫০২০০০	৫০২০০০	৪৬০০০০
৫	৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২৫০০	২৫০০	২৫০০
৬	৩৬৩১১০৭- অন্যান্য অনুদান	০০	০০	৪০০০০
৭	৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান	৭০০০	৭০০০	১৩০০০
	উপমোট আবর্তক অনুদান	**২৮৫২৫০০**	**২৮৫২৫০০**	**২৯৯৪২০০**
	৩৬৩২-মুলধন অনুদান			
১	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০
২	৩৬৩২১০৩- যানবাহন বাবদ সহায়তা	-	-	
৩	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৮০০০	১৮০০০	১৮৮০০
৪	৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মুলধন অনুদান	১০০০০	১০০০০	১০০০০
	উপমোট মুলধন অনুদান	**৩১৫০০**	**৩১৫০০**	**৩২৩০০**
	মোট	**২৮৮৪০০০**	**২৮৮৪০০০**	**৩০২৬৫০০**

(গ) ২০২১-২২ অর্থবছরে অবসরজনিত ভাতাদি প্রদান:

ক্রম	বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা
১	পিআরএল ভাতা প্রদান	১৯০জন	৫৬৫.৮৩
২	অবসরজনিত ছুটিনগদায়ন ভাতা প্রদান	১৮৯জন	৫১৪.৩০
৩	অবসর জনিত পরিবার কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান	০৫জন	২৫.০০
৪	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	১০৪জন	৩০১৪.৯৬
৫	অবসরভাতা প্রদান	১,৮৮১জন	৩৫১৩.৫৮
৬	অবসর জনিত জিপিএফ অর্থ প্রদান	৭৬ জন	৬৫৯.৩৫
৭	অবসর জনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ প্রদান	৪৯জন	২০.৮৪
৮	গোষ্ঠী বীমা	১২জন	৮৬,১৮,০৮০/-

৩.৮.৪ সরেজমিন বিভাগ:

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলো: (১) সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ

শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে, যুগ্মপরিচালক অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে এবং উপপরিচালক শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। সরেজমিন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতন ভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা;
- অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি;
- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ছক প্রণয়ন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ;
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শন;
- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি প্রাণির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন; এবং
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্টসেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।

৩.৮.৪.১ সম্পাদিত কার্যক্রম (অর্থবছর ২০২১-২২):

(ক) ঋণ কার্যক্রম:

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ইউসিসিএ'র মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম:

১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-২০০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল, ভর্তুকীর অব্যয়িত তহবিল, টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল ২৫৫৩৪.০৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬৬২২.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;

২) ২০২১-২২ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলী) দেশের ১৭টি জেলায় ৪৮১২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ী) ৩টি জেলায় ২৫৯৮.০৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;

৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২টি জেলায় নিজস্ব তহবিল হতে ৪৩২৯.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি:

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০৩১

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

(গ) আদর্শ গ্রাম প্রকল্প -২:

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি:

১) প্রকল্প এলাকা : পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল ১৯৯২ হতে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, প্রদান আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

(ঙ) গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায়:

১) প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্দেশ্য : দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পূনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৩.৮.৫ পরিকল্পনা বিভাগ:

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলো: (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা)।

পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত আরএডিপি ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান;
- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ, অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ);
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা; এবং
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ।

৩.৮.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ:

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযোগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য ১জন উপপরিচালক, ২জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট:

স্বাধীনতা পূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'। সিলেট জেলার খাদিমনগরে বিআরডিটিআই অবস্থিত।

(খ) নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি):

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সনে নোয়াখালী জেলা শহরে নির্মিত হয়। ১৯৯২ সনে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ হতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভূক্ত হয়ে বিআরডিবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি):

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের দেওলাতে অবস্থিত।

(ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি:

বিআরডিবিভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষর্ণাথীর সংখ্যা	
			২০২১-২২	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	বিষয় ভিত্তিক আইসিটি ও সঞ্জিবণী	১০৬০	৯৮৫১২

বিআরডিবি বহির্ভূত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা(২০২১-২২)
১	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	বিষয় ভিত্তিক	২১ জন

বিআরডিবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষর্ণাথীর সংখ্যা(২০২১-২২)
১	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	২৪৩৬০ জন
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন	২৯,৬৪০ জন
৩	ভাসানচরে স্থানান্তরিত মায়ানমার নাগরিকদের প্রশিক্ষণ	১০০০ জন

(গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা (২০২১-২২)
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ	২৭৬০ জন
২	ই-নথি প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৩	সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৪	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৫	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৫ জন
৬	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত ১০-১৬ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০জন
৭	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩০জন
৮	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৩০জন
৯	বিআরডিবি সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ও এপিএমএস সফটওয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭৭জন
১০	Microfinance Information Data Base Management System (MFI-DBMS) শীর্ষক জাতীয় ডাটাবেজে বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ঋণের তথ্য সঠিকভাবে ইনপুট করার বিষয়ে অহহিতকরণ প্রশিক্ষণ	৪৫জন
১১	বিআরডিবিতে কর্মরত উপপরিচালক ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সমবায় আইন ও নীতিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪০জন
	মোট	৪৪৪২জন

৩.৯ বিআরডিবি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন:

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূলতঃ মাঠ কেন্দ্রীক। মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি সমবায় সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দল গঠন, সদস্য অন্তর্ভূক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর, উপজেলা দপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন নিম্নরূপ:

৩.৯.১ মানব সংগঠন সৃষ্টি:

সূচানালগ্ন থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবির কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৮৪ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৪৯.৬১ লক্ষ জন বিদ্যমান রয়েছে।

৩.৯.২ মূলধন সৃষ্টি:

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের নিয়মিত পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করে। শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩২.২৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা।

৩.৯.৩ ঋণ সহায়তা প্রদান:

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে এবং সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে বিআরডিবি। শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২০৬৫৩.৪৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৮৭৪০.৮৬ কোটি টাকা।

৩.৯.৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি মোট ৩২,২৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৩৮৭৭০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এছাড়া বিআরডিবির আওতায় উপকারভোগী প্রশিক্ষণের সংখ্যা প্রায় ৭১.৯৪ লক্ষ।

৩.৯.৫ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা:

পল্লী উন্নয়নে ‘কুমিল্লা মডেল’ এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবির সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টি। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৯৪৭.০১ কোটি টাকা।

৩.৯.৬ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি:

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী বাজার এবং উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নামে ৪টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি’র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

(ক) বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার -কারুপল্লী:

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। কারুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণে মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কর্মাস সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

(খ) উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র:

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো-নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশানের পোশাক প্রভৃতি। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি ৬তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৯.৭ গ্রামীণ ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন:

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভার আয়োজন করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিন ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৮০% (অনধিক ৮০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি- এর আওতায় এ ধরনের ২২,৭৬৭টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৯.৮ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি:

পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় অনানুষ্ঠানিক নারী সংগঠন গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দরিদ্র্য, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুজিঁ গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ৮২৫১৫টি মহিলা সংগঠন কে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ড যেমন-শাকসব্জি চাষ, ফলফুলের চাষ, কাপড় সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকঁশা, বাটিক, বুটিক, অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাশঁ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই কার্যক্রমে শেয়ার জমা হয় ৪৫০৯.৫৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা হয় ৩৩৫৮১.২৮ লক্ষ টাকা, এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ১২৩৯৬.৭১ কোটি টাকা।

৩.৯.৯ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি:

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে **ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম** চালু করা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে **ভার্চুয়ালি** সভা, মাসিক সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় অব্যহত রয়েছে। বর্তমানে এ জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে ৫০০ জন অংশগ্রহণকারী সমন্বিত লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি এবং এর আওতাভূক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়নে আপডেট করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে **অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার** তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৪২৪ (দুই হাজারচারশত চব্বিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিডিএস এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে পিডিএসকে Dynamic করার জন্য কারিগরি উন্নয়ন কাযক্রম চলমান রয়েছে। বিআরডিবি সদর দপ্তর সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০ টির বেশি **দাপ্তরিক ওয়েবমেইল** চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর শাখায় **ই-নথি কার্যক্রম** অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জেলা দপ্তরসমূহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করেছে। উপজেলা দপ্তরেও ই-নথি চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সদর দপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে **ই-বুলেটিন** হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে । এছাড়া প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে **ই-জিপি** কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখায় দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বদা নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখার চাহিদা মোতাবেক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারন কাজ চলমান রয়েছে। বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

৩.১০ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ:

বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৯ টি প্রকল্প, কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এগুলি হলো:

১. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
২. পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৩. উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৪. পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫. সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি (অন্যান্য মন্ত্রণালয়)
৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি
৮. আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৯. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

৩.১১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৬ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এগুলি হলো:

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২২ পর্যন্ত ব্যয়
১.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩১৪৮.০০ লক্ষ	১১৫২.০০ লক্ষ	৯১২.৯৪ লক্ষ
২.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ	৩৮০০.০০ লক্ষ	৩৭৯৬.২০ লক্ষ
৩.	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৫০৯৪.০০ লক্ষ	১১৭৯.০০ লক্ষ	১১৭৮.৯০ লক্ষ
৪.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	২০৬৩৫.০০ লক্ষ	৬৯৫৬.০০ লক্ষ	৬৯৩০.৯৬ লক্ষ
৫.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায় (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ	৩৩১২.০০ লক্ষ	৩২৬১.১৩ লক্ষ
৬.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৬)	৯২৮৮৮.২৯ লক্ষ	২৮৪৫৬.০০ লক্ষ	২৭৮৭০.৯৬ লক্ষ

৩.১৩ উদ্ভাবণী উদ্যোগ:

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যে কোন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

৩.১৪ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বিআরডিবি'র চলমান কর্মপ্রয়াসের অংশ হিসেবে গত তিন বছরে ৩,৮০০টি মানব সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে উন্নয়নের জন্য সংগঠিত করা হয়েছে। তার মধ্যে ১১.৮৫ লক্ষ জন সুফলভোগীকে ঋণ প্রদান করা, ১৩.৫৭ কোটি টাকা উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন গঠন করা এবং ১২.৪০ লক্ষ সুফলভোগীকে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মূলধন সহায়তা হিসেবে ৩৩০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা এবং আদায়যোগ্য ঋণ হতে ৩২৫২.০০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। চলমান প্রকল্পের আওতায় ৪১৬০টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূলকর্মসূচির পাশাপাশি মোট ০৬ টি বার্ষিক কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৩.১৫ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

অপর্যাপ্ত ঋণ তহবিল, সেবা মূল্যের উচ্চ হার, ব্যবস্থাপনার যথাযথ অনুশীলন নিশ্চিত না করা, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ তহবিল, সম্প্রসারণমূলক সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন না করা, অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র ঋণ নির্ভরতা, চলমান কার্যক্রম আইসিটি'র মাধ্যমে পরিচালিত না হওয়া, সমিতির সদস্য পর্যায়ে তথ্য ভান্ডার না থাকা, মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত (বেতনভুক্ত) জনবল না থাকা, সেবামূলক সংস্থা হয়েও আয় থেকে ব্যয়ের ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ, আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা, পারফরমেন্স অডিটের অভাব এবং তৃণমূল পর্যায়ে সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৩.১৬ স্থিরচিত্রে বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিক্রমাঃ

চিত্র: বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

চিত্র: ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

চিত্র: ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

চিত্র: এসএমই ঋণবিতরণে উপস্থিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয় রংপুর সদর, রংপুর

চিত্র: ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

চিত্র: ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: কোভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য

চিত্র: ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বিআরডিবি'র মাধ্যমে এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

www.bard.gov.bd

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে পথিকৃৎ। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বার্ড পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলসহ অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। পল্লীর জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ড যে সকল গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা থেকে যে সকল কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান রূপলাভ করেছে তার মধ্যে রয়েছে: দ্বিস্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে ক্রমবিকাশিত উপজেলা কমপ্লেক্স, থানা সেচ কর্মসূচির (টিআইপি) ধারণা স্নাত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী থেকে রূপান্তরিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি) থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি থেকে গৃহীত সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের জাতীয় কর্মসূচি (সিভিডিপি) । বার্ড কুমিল্লা পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৬০টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে ।

৪.১ রূপকল্প (Vision):

পল্লী উন্নয়নের শ্রেয় ভাবনা ও অনুশীলন (Better Ideas and Practices)-এর অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভূমিকা গ্রহণ ও পরিপালন।

৪.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদান।

৪.৩ একাডেমির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২) পল্লী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সমস্যা উত্তোরণের পন্থা নিরুপনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।

৩) প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন ধারণা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৪) পল্লী উন্নয়নের নীতি, কৌশল এবং নতুন ধারণা বিস্তারের ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.৪ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;

৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

৫. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;

৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৪.৫ একাডেমির কার্যাবলী:

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও তদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;

(খ) পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বুনিয়াদি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) উন্নয়নের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, ক্ষেত্রমত বাস্তবায়ন;

(ঙ) সরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;

(চ) দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পরিচালনা; এবং

(জ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

৪.৬ বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২১-২০২২):

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাসে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভিস্ট (এসডিজি) এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

৪.৬.১ বার্ডের চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম:

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
১.	Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
২.	Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
৩.	Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
৪.	Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh
৫.	Agro- forestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
৬.	Farmer’s Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
৭.	Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
৮.	Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
৯.	Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives.
১০.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিওর প্রভাব
১১.	Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh
১২.	জীবন ও জীবিকাঃ একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা
১৩.	Post Training Utilization of the Cow Rearing and Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project
১৪.	Problems and Prospects of Farmer's Cooperative Societies in Bangladesh

৪.৬.২ বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ:

ক্রঃনং	গবেষণার শিরোনাম
১.	Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
২.	Role of Agricultural cooperatives in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of some Selected Areas of Bangladesh
৩.	Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh
৪.	Governance through Gram Committee in Participatory Rural Development Project in Bangladesh
৫.	Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood
৬.	Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh
৭.	ঋষি দলিত উদ্যোক্তাঃ জীবন ও জীবিকায়ন
৮.	Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government

৪.৬.৩ বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ:

ক্রঃ নং	গবেষণার শিরোনাম
১.	Impact of River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
২.	Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages
৩.	কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপঃ প্রতিকার ও উন্নয়ন করনীয়
৪.	Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
৫.	Factors affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh
৬.	পল্লী এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বার্ডের করণীয়

৪.৭ বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন (২০২১-২০২২):

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ধারণা; নারী উন্নয়ন; সুশাসন; দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল; প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা; মনিটরিং ও ইভালুয়েশন; ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা; উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন; গাভী পালন; হাঁস-মুরগি পালন; মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ও এলজিইডি কর্মকর্তাদের জন্য ০২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স; বিসিএস বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্যোগে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ০৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ড সর্বমোট ১৫৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৬৬০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ড কর্তৃক সংগঠিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কোর্স/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

`ক্রঃ নং	কোর্সের ধরন	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		মোট	অংশগ্রহণকারী
			পুরুষ	মহিলা		
১	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ	২	১৮৮	৭২	**২৬০**	AARDO/সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ
২	আন্তর্জাতিক ওরিয়েনটশন/ ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কনফারেন্স/গাইড ভিজিট/সংযুক্তি	১	৭০	৩০	**১০০**	INSEARCH
৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (০৬ মাস এবং ০৪ মাস মেয়াদি)	৩	১১৬	৪৫	**১৬১**	বিসিএস (শিক্ষা) ও অন্যান্য ক্যাডার এর কর্মকর্তাবৃন্দ, MoPA, NAEM
৪	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (০২ মাস মেয়াদি)	৫	১৫৮	৬২	**২২০**	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এর কর্মকর্তাবৃন্দ, এলজিইডি প্রকৌশলীবৃন্দ
৫	সংযুক্তি কর্মসূচি (বুনিয়াদি + বিশ্ববিদ্যালয়)	১২	৪৮৯	১৭৫	**৬৬৪**	বিসিএস কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ
৬	স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত কোর্স	২	১৮	৮	**২৬**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগণ
৭	পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স (বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে)	৬১	১৪৫০	৪২১	**১৮৭১**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি
৮	ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম	১৪	৫৯২	১২৩	**৭১৫**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীগণ
৯	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কনফারেন্স	২১	৮৭৬	৭২১	**১৫৯৭**	সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগণ
১০	বার্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের কোর্স (সুফলভোগীদের জন্য)	২৮	২৬৯	৫৫৬	**৮২৫**	প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ
১১	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স	৫	১২৫	৩৭	**১৬২**	বার্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং নবনিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
মোট		**১৫৪**	**৪৩৫১**	**২২৫০**	**৬৬০১**	

৪.৮ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

৪.৮.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১৫৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬৬০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (৪৩৫১ জন পুরুষ ও ২২৫০ জন নারী) ।

৪.৮.২ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ:

প্রতিবেদনকালীন বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মোট ০৫টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে: ‘বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন ও আইসিটি (১টি)’ ‘শুদ্ধাচার (২টি)’ ‘জিআরএস (১টি)’ এবং Development Digital Skill and Office Discipline (১টি); উক্ত কোর্সে ১৬২ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (১২৫ জন পুরুষ ও ৩৭ জন নারী) ।

৪.৮.৩ সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ড জাতীয় পর্যায়ের ০২টি সম্মেলন, ১৩টি কর্মশালা ও ০৬টি সেমিনারসহ মোট ২১টি সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন আয়োজন করে যাতে ১৫৯৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন (৮৭৬ জন পুরুষ ও ৭২১ জন নারী) । সেমিনারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বার্ডের লালমাই অডিটোরিয়ামে ‘বঙ্গবন্ধু স্কুল অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সেমিনার’ এর আয়োজন করা।

৪.৯ বার্ডের প্রকল্প ও প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন কার্যক্রম (২০২১-২০২২):

প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৭৪ টি প্রকল্প ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বর্তমানে বার্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অর্থায়নে (১) “সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)” এবং (২) “বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন” বিষয়ক ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়াও বার্ড রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে।

বার্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ০৫ (পাঁচ)টি প্রকল্প প্রস্তাবনা যথা (১) টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ; (২) গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন; (৩) কুমিল্লা জেলার প্রান্তিক পেশাজীবি ও সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; (৪) ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে করোনা পরবর্তী গ্রামীণ জনগণের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প; এবং (৫) গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠানো হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম দু'টি বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪.১০ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

৪.১০.১ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত):

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কুমিল্লা দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির নবতর প্রয়াস হিসেবে টোটাল ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (টিভিডিপি) নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প ১৯৭৫ সালে বার্ডে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৩ সাল থেকে টিভিডিপি’র নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নামকরণ করা হয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি বা সিভিডিপি। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সিভিডিপি- ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বার্ড অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ৩৫টি উপজেলায় সিভিডিপি- ৩য় পর্যায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

- প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩ (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৬৪২০.৪৭ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্প এলাকা : বার্ড অংশ ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিধি:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

৪.১০.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন প্রকল্প:

- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত)
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৪,৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
- প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস।

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীরা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদ্যমান সুবিধাগুলি উন্নয়নের জন্য বার্ড সরকারি অর্থায়নে একটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আধুনিকায়ন প্রকল্প নামে পরিচিত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নত করা এবং BARD এর বিদ্যমান সুবিধাদির আধুনিকায়ন করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে দেশে ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৪.১১ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহ:

৪.১১.১ মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ):

- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৯৩ জুন ২০২২
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১০.০০ লক্ষ টাকা
- প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার ৫টি উপজেলাভুক্ত ২৪টি গ্রাম

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ নারীদের বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নারীর অন্তর্ভূক্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মনোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

৪.১১.২ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

- প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ : জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩
- প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২) : ৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা
- প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা : কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ জেলার প্লাবনভূমি

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য:

- প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং
- এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুণ ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.১১.৩ বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার:

প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৩
প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২) : ৫.৮২ লক্ষ টাকা
প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্য :

বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা এবং গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা। এছাড়া মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করাও এ প্রায়োগিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪.১১.৪ গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন:

- প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ : জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪
- প্রায়োগিক গবেষণার মোট বরাদ্দ (২০২১-২২): ৩৪.০০ লক্ষ টাকা
- প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা : কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, আদর্শ সদর ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য:

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে সৃজিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনসমূহের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।

৪.১১.৫ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প:

- প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২
- প্রায়োগিক গবেষোণা প্রকল্পের বাজেটঃ ১৩,০০০০০/- টাকা (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ সময় পর্যন্ত)
- প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের নোয়াপাড়া-ছনগাঁও গ্রাম এবং রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি, কুমিল্লা।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:

এই প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো আইলবিহীন জমিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে লাভজনক কৃষির মডেল উদ্ভাবন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

- ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে জমির আইল উঠিয়ে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের ব্যয় হ্রাস করা;
- আইলবিহীন জমিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও অধিক মুনাফা নিশ্চিত করা;
- উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

৪.১১.৬ মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের বাজেটঃ ৫,৫০,০০০/-
মেয়াদঃ (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ সময় পর্যন্ত)
প্রকল্প এলাকাঃ বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রায়োগিক গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাশরুম চাষের সম্ভ্যাব্যতাযাচাই ও উপযুক্ত জাত সনাক্ত করে গ্রামের কৃষক পর্যায়ে মাশরুম চাষ প্রচলনের মাধ্যমে তাদের আয়, পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। তাছাড়া, এই প্রায়োগিক গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

১) মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
২) বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৩) চাষী পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে মাশরুম উৎপাদন ও চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৪) উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজনক বিপণন নিশ্চিত করা।

৪.১১.৭ বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রকল্প:

প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের বাজেটঃ ২,০০,০০০/-
মেয়াদঃ (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ সময় পর্যন্ত)
প্রকল্প এলাকাঃ বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

আধুনিক পদ্ধতিতে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন করা এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের (কেঁচো সার) মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করা। এছাড়া হাইড্রোপনিক সেডে মাটিবিহীন চাষাবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ মূল্যের সবজি উৎপাদন করা এবং সবজি চাষ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করাও এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৪.১১.৮ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রকল্প:

মেয়াদ: জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩
প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা
অর্থায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

৪.১১.৯ বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম:

প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক, বার্ড
সহযোগী প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ সালেহ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড
অর্থায়নের ধরণ ও উৎস	:	বার্ড রাজস্ব
বাস্তবায়নকাল	:	২০১৯-২০২০ - ২০২২-২০২৩ অর্থবছর
অর্থ বরাদ্দ (২০২১-২০২২)	:	১.৫ লক্ষ টাকা

প্রয়োগিক গবেষণার মূল্য উদ্দেশ্য:

১) বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, ভেষজ ও মসলা বৃক্ষের জাত সংরক্ষণ করা;

২) মাতৃ বাগান সৃজনের মাধ্যমে মান সম্মত চারা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ করা; এবং

৩) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে ব্যবহারিক পাঠদান।

৪.১১.১০ পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ:

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩

প্রকল্পের মোট বরাদ্ধঃ ১৭.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাঃ সদর দক্ষিণ উপজেলা, কুমিল্লা এর সকল ইউনিয়ন পরিষদ ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের জনগণের ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য ইউনিয়ন খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী ও সংরক্ষণ, ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার সংযোজন । প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য হলোঃ
- ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য জিআইএস কোডিংসহ খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী এবং তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ;
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে পরীবিক্ষন, পর্যালোচনা এবং সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন তথ্য ভান্ডারসমূহকে একত্রিত করে উপজেলা খানা তথ্য ভান্ডার তৈরী ।
- ইউনিয়ন পরিষদ দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য অফলাইন ও অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ব্যবহার শুরু করা ।
- গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় তালিকা প্রণয়ন এবং ইউপি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৪.১১.১১ "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

"অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" সম্পর্কিত এই প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- কৃষকদের জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু আমন ধানের বীজ সরবরাহ করে চরে ধানের চাষাবাদ করা যেখানে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ধান গাছের বৃদ্ধি পায়;
- দুটি চরের দুটি গ্রামে ভাসমান বেড নির্মাণ করে হাইব্রীড জাতের লাল শাক, শসা, শালগম, করলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, বেগুন, ক্ষিরা, মূলা, ভূট্টা, উস্তা, বাদাম, সরিষা ইত্যাদি শীতকালীন ফসলের উৎপাদন চাষাবাদ করা;

- ইফকাস' (IFCAS -Integrated Floating Cage Aquageoponics System) বা ভাসমান খাঁচায় মাছ ও সবজি তিন স্তর বিশিষ্ট সমন্বিত পদ্ধতির চাষাবাদের প্রবর্তন করা। বর্ষাকালে চাষযোগ্য জমি তলিয়ে যাওয়ার ফলে দেশের চরাঞ্চলের অনেক কৃষক ও শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পরেন। একই ধরনের চিত্র বাংলাদেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান। তাই এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো চরাঞ্চল ও সমধর্মী এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দলগতভাবে কাজ করে স্বল্প সময়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইফকাস পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচলন ঘটানো যেখানে নীচের স্তরে ভাসমান খাঁচায় মাছ উৎপাদন করার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্তরে খাঁচায় উপরিভাগে প্লাস্টিক ট্রেতে উচ্চমূল্যের পাতা জাতীয় (লেটুস, পুদিনা ইত্যাদি) এবং তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন লতানো সবজি (লাউ, চালকুমড়া, করলা, শিম ইত্যাদি) উৎপাদন করা;
- সুফলভোগী নারী ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা বাড়ির আঙিনায় শীত ও গ্রীষ্মকালীন হাইব্রীড জাতের শাক-সবজির (লালশাক, পুইশাক, পালংশাক, পাটশাক, লাউ, ঢেড়স, করলা, উস্তা ইত্যাদি) চাষাবাদ এর পচলন ঘটানো;
- পুকুরে মাঁচা নির্মাণ করে ফাউমী জাতের মুরগি পালন ও পুকুরের পাড়ে ফলদ ও ভেষজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সর্জন পদ্ধতিতে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম শুরু করা।

৪.১১.১২ গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন:

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২২
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ২৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি করে মূলধন সৃষ্টি, গ্রাম সভা ও জনসচেতনতা মূলক সভা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। এ ছাড়া গ্রামের সাধারণ জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে ''আমার গ্রাম আমার শহর'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪.১১.১৩ বার্ড ডেইরি, পোল্ট্রি ও ছাগলের প্রদর্শনী খামার:

প্রাণিসম্পদ ও সমন্বিত কৃষি খামার এর আলোকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ডেইরি, পোল্ট্রি ও ছাগলের প্রদর্শনী খামার গড়ে তোলে। শুরুতে (২০১৫ সালে) বার্ড ও কোইকা বাংলাদেশ এর যৌথ প্রয়াসে খামারটি স্থাপন করা হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হতে আনীত ০৪টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের দুগ্ধবতী গাভী দিয়ে খামারটির যাত্রা হলেও বর্তমানে খামারটিতে ২৬টি সংকর জাতের গরু রয়েছে। তাছাড়া, গরুর পাশাপাশি ২০১৮ সালে খামারে একটি পোল্ট্রি ইউনিট ও একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ইউনিট স্থাপন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের খামারী উদ্যোক্তা পর্যায়ের প্রায় ৫০০০ জনকে এই প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খামারের উদ্দেশ্য:

১. আধুনিক পদ্ধতিতে গরু ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন ও প্রদর্শন;
২. প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাপরিচালনা; এবং
৩. মানসম্মত ও টেকসই প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪.১১.১৪ প্রায়োগিক গবেষণার শিরোনামঃ জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী বিষয়ক প্রকল্প:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ বলতে একটি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল (যেমনঃ বাংলাদেশে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম এবং শহর) পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করা । টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি বৃহৎ কর্মকান্ড। সরকার বা কারো একার পক্ষে বা অল্প কয়েকটি গোষ্ঠির সহায়তা নিয়ে এই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব নয়। এসডিজি বাস্তবায়ন ও গ্রামের উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে এসডিজি স্থানীয়করণের সম্পূর্ণ একটি কাঠামো বাংলাদেশে এখনও তৈরী হয় নাই। এমতাবস্থায়, বার্ড, কুমিল্লা পল্লী উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণের (Participatory Rural Development) অগ্রপথিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসডিজি স্থাণীয়করণে বাংলাদেশের জন্য উপযোগ্য একটি কাঠামো (Framework) তৈরীর জন্য নিজস্ব বাজেটে এই প্রায়োগিক গবেষণাটি পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।

প্রায়োগিক গবেষণার **এলাকা**	:	কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা
প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪
প্রায়োগিক গবেষণার ব্যয়	:	৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে

প্রায়োগিক গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য কাঠামো প্রণয়ন।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী;
- গ্রাম বা ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের জন্য সকল জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নির্ণয়; এবং
- উন্নয়ন কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের ধরণ (ব্যক্তিশ্রম, অর্থ, অন্যান্য সম্পদ) চিহ্নিতকরণ।

৪.১২ মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে গৃহ প্রদান:

মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে বার্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে নির্মিত চারটি গৃহ চারজন গৃহহীন অসহায় নারীকে প্রদান করা হয়। এই গৃহগুলো সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। চারটি গৃহের মধ্যে দুইটি গৃহ কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার দুইজন অসহায় নারীকে ও অপর দুইটি গৃহ লালমাই উপজেলার দুতিয়ার গ্রামের দুইজন অসহায় নারীকে প্রদান করা হয়।

৪.১৩ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা শীর্ষক প্রকাশনা:

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিবেদনাধীন সময়ে **বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা** শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। এতে বঙ্গবন্ধুর জীবন, রাজনৈতিক সংগ্রাম, চিন্তা চেতনা, উন্নয়ন ভাবনা, নেতৃত্ব, বাংলাদেশ বিনির্মানে পরিকল্পনা ইত্যাদি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১৪ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরিচালনা পর্ষদের ৭২তম সভা অনুষ্ঠান:

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৭২তম সভা বার্ডের লালমাই অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। সভায় বার্ড পরিচালনা পর্ষদের ১৬জন সম্মানিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনা পর্ষদের সভায় কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নে টেকসই মডেল প্রণয়ন, দেশের

আর্থসামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য পলিসি নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া পর্ষদের সভায় বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাসহ সার্বিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়।

৪.১৫. বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন হয়েছে, যথা-

- শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১
- শেখ রাসেল দিবস-২০২১
- মুজিববর্ষে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২
- বার্ডে গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২

৪.১৬ বার্ডের বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি (২০২১-২০২২):

১৪.১৬.১ আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২২:

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২২" লাভ করেছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)। আন্তঃমহাদেশীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সিরডাপ ২০২১ সালে সংস্থাটির প্রথম প্রধান নির্বাহী জনাব আজিজ-উল-হকের সম্মানে "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড" চালু করে। ২০২১ সালে উক্ত পদক লাভ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) করেন কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের 'কুমিল্লা মডেল' এর জন্য বার্ড দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করে।

১৪.১৬.২ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ২০১৩:

৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ২০১২-২০১৮ প্রদান করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য বার্ড জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক-২০১৩ অর্জন করে। বার্ডের পক্ষে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক-২০১৩ গ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। এছাড়াও প্রায়োগিক গবেষণায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক-২০১৫ লাভ করেন বার্ডের প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

১৪.১৭ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি নব প্রবর্তনার কারণে বার্ডের কর্মক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। এ কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান এবং লোকবলের পেশাগত উন্নয়ন বার্ডের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের অগ্রসর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমুহ তথা সেন্টারস অফ এক্সিলেন্সসমূহে অনুষদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বার্ডের গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে ভৌত ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্র প্রসারণও এমুহূর্তে একান্ত আবশ্যক । বিশেষ করে ষাটের দশকের সুচনায় স্থাপিত বার্ডের অধিকাংশ স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। পাঠকক্ষ, মিলনায়তন এবং হোস্টেল ও গেস্ট হাউজগুলো এবং বার্ডের আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও আবাসিক ভবনসমূহ সংস্কার করা একান্ত জরুরী। নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় বার্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে। সর্বোপরি বার্ড ক্যাম্পাসের ল্যান্ডস্কেপিং এবং নতুন এগ্রিকালচারাল ল্যাব এরিয়া সৃজনও একান্ত অপরিহার্য। করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বার্ডের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন।

১৪.১৮ স্থির চিত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ড এর কার্যক্রম পরিক্রমা

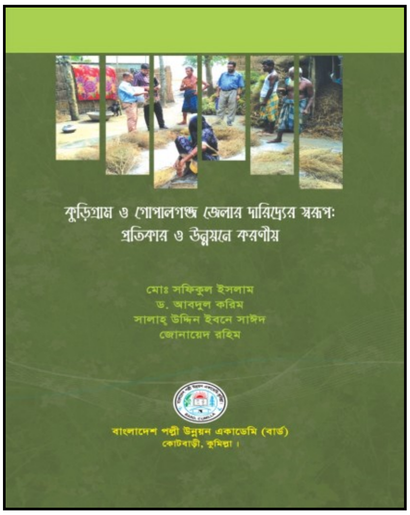

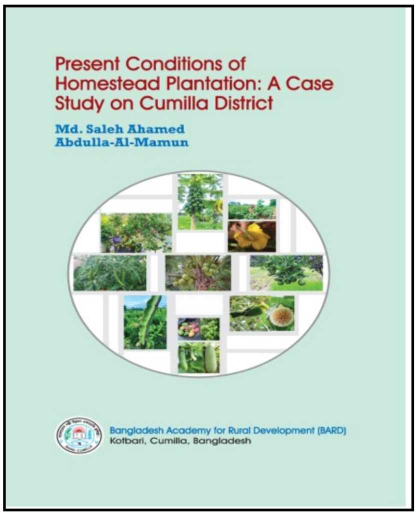

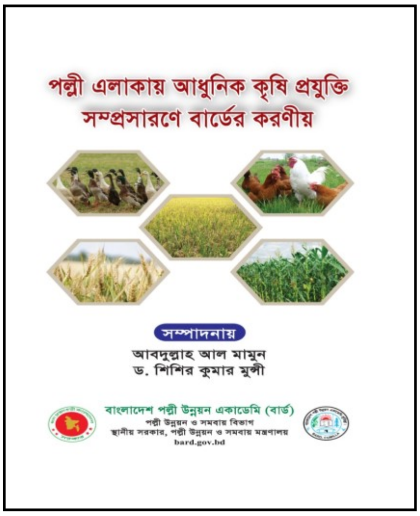

চিত্র: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের

চিত্র: ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

চিত্র: BARD ও AARDO এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে AARDO এর মহাসচিব ড. মনোজ নারদে সিং ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

চিত্র: 7th International Integrative Research Conference-এ আগত অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

চিত্র: বার্ডের ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, সভাপতি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র: বার্ডে আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি, সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, আমন্ত্রিত অতিথি এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক।

চিত্র: মশিআপুউ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারী-কে সেলাই মেশিন প্রদান করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহাজাহন।

চিত্র: গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা।

চিত্র: গ্রাম সংগঠনসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন জনাব খন্দকার আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

চিত্র: গত ১১ জুন ২০২২ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খন্দকার আতাউর রহমান

চিত্র: কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন্স ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশনের একটি মুহূর্ত

চিত্র: প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

চিত্র: গ্রাম সভা

চিত্র: ইফকাস’ (IFCAS -Integrated Floating Cage Aquageoponics System) বা ভাসমান খাঁচায় মাছ ও সবজি তিন স্তর বিশিষ্ট সমন্বিত পদ্ধতির চাষাবাদ

চিত্র: মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে গৃহ প্রদান

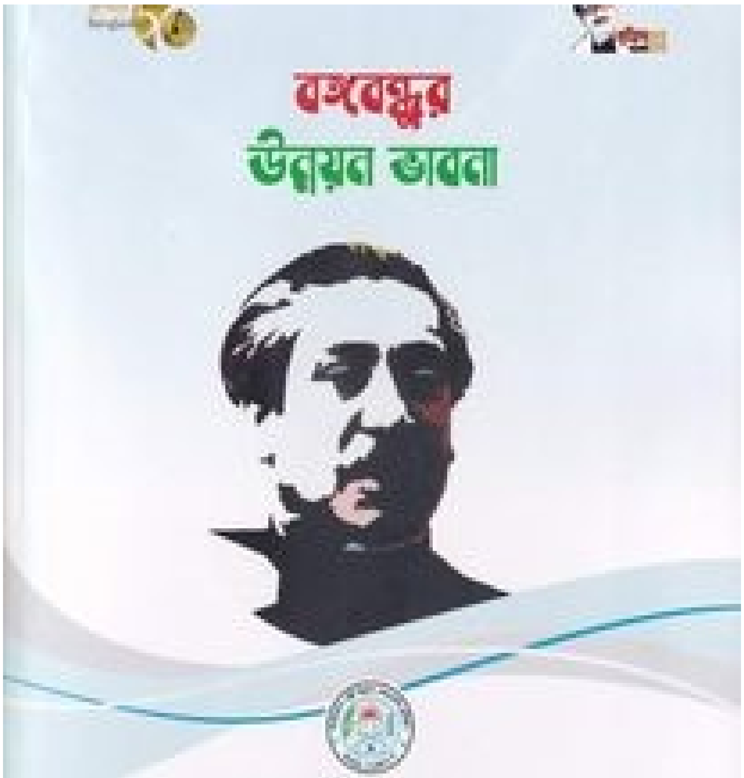

চিত্র: বঙ্গাবন্ধুর ইন্নয়ন ভাবনা মীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনের প্রচ্ছদ

চিত্র: বার্ডের পরিচালনা পর্ষদের ৭২ তম সাধারণ সভা

চিত্র: বার্ডের অনুকূলে প্রদত্ত পল্লী উন্নয়ন পদক

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

www.rda.gov.bd

পটভূমি

বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে পল্লী এলাকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আরডিএ'র মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করার মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৪.১ আরডিএ'র রূপকল্প (Vission):

পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

৪.২ আরডিএ'র অভিলক্ষ্য (Mission):

দারিদ্র্য দূরীকরণে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৪.৩ আরডিএ'র কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানব সম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা;
২. গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন;
৩. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেলসমূহের বিস্তার ঘটানো; এবং
৪. পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।

৪.৪ আরডিএ'র কার্যাবলি:

১. গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মডেল উদ্ভাবন ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
২. পল্লী উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করা;
৩. কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে পল্লী উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
৪. একাডেমীর মডেলসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা প্রদান।

৪.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

একাডেমী ১৯ জুন ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরডিএ প্রতিবছরই বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৩তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ২টি ব্যাচ (১৬৭ ও ১৭৬তম) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ২টি ব্যাচ, এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলীদের ২টি ব্যাচ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের ১টি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে “সেল্ফ হেল্প গ্রুপ” মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মডেলের আওতায় ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল মেকানিক্স, এসি ও ফ্রিজ মেরামত, হ্যান্ডি ক্রাফটস ও সেলাই এবং আউট সোর্সিং কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯৯৭৩ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরডিএ প্রতি বছর নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। ট্রেডগুলির মধ্যে নার্সারি ব্যবস্থাপনা, গবাদী প্রাণি ও খামার ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, জৈবসার উৎপাদন, টেকনিশিয়ান সৃষ্টি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষিজ কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তাদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অপর দিকে আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করে আসছে। আরডিএ’র আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ “পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিজিডিআরডি)” যা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পিজিডিআরডি’র ৬ষ্ঠ ব্যাচের গ্রাজুয়েশন কোর্স পরিচালিত হয়েছে।

২০২১-২২ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৮৬টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১৯,৩৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৩,১৪৯ জন পুরুষ এবং ৬,১১৯ জন মহিলা। একাডেমী কর্তৃক ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬,৬৪৮টি ব্যাচে মোট ৬,৪৪,১৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৪: ২৬। প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নের সারনীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রশিক্ষণের ধরণ অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ:

ক্রঃ নং	কোর্সের ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	২২৯	৬১৮৭	৩৭৮৬	৯৯৭৩	৬২৩১২
			৬২.০৪	৩৭.৯৬		
২	ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৫৩	১৭৬৮	৩৪৬	২১১৪	৯১১১
			৮৩.৬৩	১৬.৩৭		
৩	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	২১	৯০৭	৩৩৮	১২৪৫	৩১৬৭০
			৭২.৮৫	২৭.১৫		
৪	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স	১	৩৬	২৪	৬০	৬০০
			৬০.০০	৪০.০০		
৫	পিজিডিআরডি	১	২০	১০	৩০	১০৮০০
			৬৬.৬৭	৩৩.৩৩		
৬	ইন্টার্ণশীপ	৭	৫৯	২১.০০	৮০	৪৬২৩
			৭৩.৭৫	২৬.২৫		
৭	এক্সপোজার ভিজিট	৪২	২৩৬৯	১০২৯	৩৩৯৮	৭৩০৭
			৬৯.৭২	৩০.২৮		
৮	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	৩২	১৮০৩	৫৬৫	২৩৬৮	৩৯৯৫
			৭৬.১৪	২৩.৮৬		
মোট		**৩৮৬**	**১৩১৪৯**	**৬১১৯**	**১৯২৬৮**	**১৩০৪১৮**
			৬৮.২৪	**৩১.৭৬**		

৪.৬ গবেষণা কার্যক্রম:

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানন্নোয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, এসডিজি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৪.৬.১ গবেষণার বিষয়সমূহ:

- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (**Demography**), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, প্রাণি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ও লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৪৬টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা:

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
১	Study on tubificid Worm (Tubifex tubifex) Production and its Effect on Growth of Three Selected Ornamental Fishes at RDA, Bogura	Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA Macksood Alam Khan, Director (In-charge), RDA Dr. Md. Nurul Amin, Director, RDA	2018-19 to September, 2021
২	Food Security and Livelihood Improvement through e-learning of Women friendly Seed Technology in Northern Region of Bangladesh	Engr. Sk. Saeem Ferdous, Deputy Director, RDA AKM Zakaria, PhD, Former Director, RDA	2016-17 to September, 2021
৩.	Fish and vegetable production through	Macksood Alam Khan, Director (In-charge), RDA Md. Ashraful Alam, Assistant Director, RDA	2018-19 to September,

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
	Aquaponics system	Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-charge), RDA	2021
৪.	Role of Community Based Organization for the Management of Fish Sanctuaties in Chalan Beel Areas of Bangladesh	Macksood Alam Khan, Director (In-charge), RDA Md. Khalid Aurangozeb, Director (In-charge), RDA	2016-17 to September, 2021
৫.	Impact of M4C Interventions on the Livelihoods of Char Dwellers	Md. Aminul Islam, Former DG (Additional secretary), RDA Dr. Md. Nazrul Ialam, (Prof. of BAU) Dr. MA Matin, Former DG (In- Charge), RDA Dr. Md. Abdur Rashid, Former Director, RDA Md. Ferdous Hossain khan, Director, RDA Dr. Md. Abdul Majid, Joint Director, RDA Noor Mohammad, Assistant Director, RDA Maupiya Abedin, Assistant Director, RDA	2018-19 to September, 2021
৬.	Public-Private Partnership A New Avenue for Rural Development in Bangladesh	Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA	2018-19 to September, 2021
৭.	Vulnerability of Wheat Production to high temperature due to Global Warming: A review	Md. Mizanur Rahman, Director, RDA	21 January, 2020 - 31 August, 2021
৮.	Contribution of rural women to their household food utilization	Noor Muhammad, Assistant Director, RDA	21 January, 2020 - 19 August, 2021
৯.	Financial Autonomy of Union Parishad: A Study of Model Union Parishad	Maruf Ahmed, Assistant Director, RDA	20 February, 2020 - 31 August, 2021
১০.	Productivity and Profitability of Sonali Chicken: A case study at the Poultry Unit of Rural Development Academy, Bogura	Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA Md. Delwar Hossain, Joint Director, RDA Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA	17 January, 2019 - 09 August, 2021
১১.	Economic Empowerment of Rural Women through Community Based Indigenous Poultry Farming: piloting results based rural deshi chicken model in two villages of Bogura District	Abdullah Al Mamun, ADG, RDA Masrufa Tanzin, Deputy Director, RDA Muhammad Riazul Islam, Deputy Director, RDA Dr. Mohammad Mohiuddin (Prof. of BAU)	21 January, 2020 - 31 August, 2021
১২.	মাছ চাষের সহজপাঠ	মাকছুদ আলম খান, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আরডিএ মো: আশরাফুল আলম, সহকারী পরিচালক, আরডিএ অভিষেক কান্তি বর্মন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	১০ জুলাই, ২০২১ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২২
১৩.	পশুপাখি পালনের সহজপাঠ	মো: আব্দুল্লাহ আল আমিন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ ড. সমীর কুমার সরকার, পরিচালক, আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২১ – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
১৪.	ছাদকৃষির সহজপাঠ	ফখর উদ্দিন তালুকদার, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মো: খালিদ আওরঙ্গজেব, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), আরডিএ খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ	০৫ ডিসেম্বর, ২০২১ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
১৫.	পল্লী জনপদ- স্বল্প ব্যয়ের নিরাপদ ও সবুজ প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক আবাসনের একটি টেকসই মডেল	খলিল আহমদ, মহাপরিচালক, আরডিএ মো: ফেরদৌস হোসেন খান, পরিচালক, আরডিএ ড. মো: আরিফ হোসেন জুয়েল, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মনিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আরডিএ মো: আল মামুন, সহকারী পরিচালক, আরডিএ	১ জুলাই, ২০২১- ৩০ জুন, ২০২২
১৬.	The Village Kalsimati: lifting out of Multidimensional Poverty	Khalil Ahmed, Director General (Additional Secretary), RDA Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA	10 July 2021- 25 March 2022
১৭.	In Vitro Regeneration of Gerbera jamesonii through Callus Culture	Md A. Rashid, Former Director, RDA Md. Asaduss Zaman, Deputy Director, RDA Suvagata Bagchi, Deputy Director, RDA Rafiul kabir, Khulna University	1 August 2021- 10 January 2022
১৮.	Household Calorie Intake and Food Expenditure	Md. Shafiqur Rashid PhD, Joint Director, RDA ZayZay F. Silla, Ministry of Finance and Development	1 November 2021- 20 March

ক্রমিক নং	গবেষণার শিরোনাম	গবেষক/গবেষকবৃন্দের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	গবেষণার সময়কাল
	Relationship a Case in rural Liberia	Planning, Liberia	2022
১৯.	Communication in Creating Health Awareness of rural People: Insight of Northern Bangladesh	Nusrat Jahan, Assistant Director, RDA Md. Mohiuddin, Deputy Director, RDA	May, 2022
২০.	Reduction Mechanism of Post-Harvest Losses of Horticultural Crops	Md. Abdur Rashid PhD, Former Director, RDA Noor Mohammad, AD, RDA	March 2022

৪.৭ প্রায়োগিক গবেষণার নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন:

আরডিএ, বগুড়া বিগত প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আরডিএ কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং নন-এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক) ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

১.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প। (মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
২.	জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৩.	সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৪.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
৫.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (মেয়াদ: জুন ২০১৪ - জুন ২০২২ পর্যন্ত)
৬.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C) দ্বিতীয় পর্যায় (মেয়াদ: জানুয়ারী ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)
৭.	শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) ।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি বর্হিভুত বাস্তবায়নাধীন গবেষণা প্রকল্পসমূহ:

১.	ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
২.	RDA-IRRI কর্তৃক "Accelerating the Genetic Gains in Rice (AGGRi)" শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প।

৪.৮ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

৪.৮.১ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্ত রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮৭৭.৬২ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ১৩৪৩১.৮৭ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৫৬%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড:

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক আরডিএ, বগুড়া'র আদলে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে রংপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরণের অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা ছাড়াও বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলে প্রদর্শনী খামারকে NIRD এর আদলে একটি Technology Park হিসাবে গড়ে তোলা। সে আলোকে বিভিন্ন ধরনের ইউনিট যথা (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট; (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।

৪.৮.২ জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প:

দেশের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের (বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করার নিমিত্ত জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নে জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা
অনুমোদিত মোট প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪২৬৪.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩২৪০.৪৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩১১৩.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৪.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৭%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড :

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০.১০ একর জমি অধিগ্রহণ পূর্বক বিভিন্ন অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা। এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে বিভিন্ন ইউনিট গড়ে তোলা।

৪.৮.৩ সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

সেচযন্ত্র পরিচালনায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরশক্তি নির্ভর সেচ সুবিধা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি দেশের আট বিভাগের ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারণে সৌরশক্তি ভিত্তিক

সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের আট বিভাগের ৩২টি জেলায় মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬১০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৯৯.২০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩০৬৮.৬০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৬৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৯৩%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড:

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ (০.৫-১ কিউসেক) স্থাপন;
- আরডিএ উদ্ভাবিত মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী;
- সেচের পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) ও পানি বিতরণ কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন; এবং
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.৮.৪ কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

২০১১ সালের সর্বশেষ আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু'টিতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি অনেক বেশি। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আসলে তিনি অতি দ্রুত উল্লিখিত জেলা দু'টির দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ২০১৬ সালে জেলা দু'টির দারিদ্র্য হ্রাসকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেন এবং সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এটির মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)-এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত করার মাধ্যমে প্রকল্পটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প এলাকা	:	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৯৩৮ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫২১৫.৭৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০২৫৯.১০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.০০ % এবংআর্থিক অগ্রগতি ৬৩.১৭ %

প্রকল্পের মূল কার্যাবলি

- সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ১৮,৭৬১ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে গবাদি পশু (গরু) বিতরণ;
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১০টি উন্নত জাতের বুল/গাভি সংগ্রহ;
- ৮টি উপজেলায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য ৪.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা;
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র (চাল ও আটা মিল, মধু প্রক্রিয়া, চিলিং প্ল্যান্ট, ফ্রিজিং এ্যান্ড রেফ্রিজারেটর ইউনিট) স্থাপন;
- ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা;
- স্থানীয় পর্যায়ে লাইভস্টক এবং ফিসারিজ সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি;
- প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯,৫৭০ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি।

৪.৮.৫ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প :

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি মোট ৩৬২,৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের সাত বিভাগের ০৭টি এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র ৩টি বিভাগে (রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা) দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধন পূর্বক জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে সংশোধিত মোট ২১৪,১৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রংপুর, বগুড়া ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে একটি করে মোট ০৩টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩১৩৯.৪১ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৭১৭২.০৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি- ৮০.১৬%; বাস্তব অগ্রগতি- ৯৯.০৮%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- ৩টি এলাকায় বহুতল (৪র্থ তলা) বিশিষ্ট পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণ;
- সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৪.৮.৬ মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা চরস (M4C-২য় পর্যায়) প্রকল্প:

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং সুইসকন্ট্যাক্ট

বাংলাদেশ কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি কৃষকদের ধান, ভুট্টা, পাট, মরিচ, চিনাবাদাম, পিঁয়াজ, সরিষা, শাকসবজি চাষ, ছাগল ও দেশী মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং এর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছে। পাশাপাশি ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ। এছাড়াও প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে মৌসুমী কৃষি ও উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করেছে। ফলশ্রুতিতে চরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত কৃষকদের আর্থিক লাভের জন্য টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে চরের নারীদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৫,৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৪,৫১০.০০ লক্ষ; জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ)।
২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২,৩২২.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৯২৫.০০ লক্ষ; জিওবি-৩৯৭.০০ লক্ষ)।
চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	:	২,১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ; জিওবি-৩৬৭.৬৮ লক্ষ)।
জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২,১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ১,৭৩৮.৯২ লক্ষ; জিওবি-৩৬৭.৬৮ লক্ষ)।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

বাংলাদেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলার কমপক্ষে ৭৯,০০০ চর পরিবারকে (মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের সমন্বয়ে) উপকৃত করা এবং তাদের অতিরিক্ত আয় ১৪.৫ মিলিয়ন CHF (Swiss Franc/currency of Switzerland) বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

(ক) প্রকল্প এলাকার চরগুলিতে জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি কৃষি-ব্যবসা নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা (শস্য, প্রাণিসম্পদ খাত) যাতে করে চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি ঘটে এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(খ) স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নেয়া এবং এই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ভ্যালু চেইনে সম্পৃক্ত করা যেন তারা সবসময় চর পরিবারদের সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

(গ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের ভেতরে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ এর ক্যাপিটালাইজেশন ও সংস্থাপন ঘটানো।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

চরাঞ্চলে একটি কার্যকরী বাজার ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এমফোরসি এর ইন্টারভেনশন গুলোকে মূলত ০৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলঃ

(ক) চর অঞ্চলে ভালো মানের কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা;

(খ) কৃষি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) চর অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ব্যবসা সৃষ্টি করা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা; এবং

(ঘ) অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

৪.৮.৭ "শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প:

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যশোর জেলায় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বঙ্গমাতা শেখ

ফজিলাতুননেসার পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র পিতামহ শেখ জহুরুল হক যশোরে চাকরিকালীন সময়ে এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে অদম্য প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁকে যশোরে সমাহিত করা হয়েছে। শেখ জহুরুল হকের এ উদ্যোগের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষ্যে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ঠেঁটে কামালপুর ও মাচনা মৌজায় ৫০ (পঞ্চাশ) একর ভূমিতে চার বছর মেয়াদে (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত) মোট ১৯৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে “শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্পটি আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/৫/২০২২ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নরুপঃ

- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন (১০ তলা)।
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেস্ট হাউজ (৬ তলা) ভবন।
- পুরুষ হোস্টেল (৬ তলা) ভবন।
- মহিলা হোস্টেল (৩ তলা) ভবন।
- টেকনিক্যাল এবং জেনারেল স্কুল ও কলেজ ভবন (২ তলা)।
- ডিজি বাংলো (ডুপ্লেক্স) ভবন।
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার (৩ তলা) ও স্টাফ কোয়ার্টার (৩ তলা)।
- মেডিক্যাল সেন্টার (২ তলা) ভবন।
- আরডিএ, বগুড়ার আদলে ৬টি ফার্ম ইউনিট (ফসল, ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য, টিস্যু কালচার এবং ফুল গবেষণা/নার্সারী) প্রতিষ্ঠার
- সীমানা প্রাচীর, গেইট, গার্ড সেড, করিডোর, মসজিদ, রাস্তা ও ড্রেনেজ সিস্টেম ইত্যাদি নির্মাণ।

৪.৯ এডিপি বর্হিভূত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

৪.৯.১ ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপণ্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশে অনেক ফলমূল শাকসবজি উৎপাদন হলেও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে তা পুরোপুরি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না। তাছাড়াও প্রায় অধিকাংশ কৃষিজাত পন্য উৎপাদিত পণ্য সময়ভিত্তিক হওয়ায় সারাবছর এসব পণ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের পণ্য সংরক্ষণ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাঁঠাল, কলা ও টমেটো উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে সেভাবে দেশে এসব ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নাই বরং হলেও তা সীমিত আকারে চলমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে বগুড়া ও ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর এসব ফসলের চাষাবাদ হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভুটান সার্কভুক্ত আটটি দেশের এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ হতে অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটির মোট অর্থায়ন ইউএস ডলার ২১২,০৫৪.০০ যার মধ্যে এসডিএফ গ্রান্ট ইউএস ডলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-কাইন্ড ফান্ড হিসেবে ইউএস ডলার ২৭,৭৪০.০০ সহযোগিতা দিচ্ছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প এলাকা:

(১) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কালশিমাটি, রামনগর ও কানুপুর এবং বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলা আমরুল গ্রাম। (২) গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর, ধরপাড়া, ধলিসূতা চাঁনদুন ও বেপারি বাড়ি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট প্রসেসিং প্লান্টের ও মেশিনারিজের উৎপাদিত পন্যের দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রকল্পের মূল র্কমকান্ড:

- প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প এলাকায় মাঝারি আকারের কৃষি পণ্য প্রসেসিং, প্রিজারভেশন ও বাজারজাতকরণ ইউনিট গড়ে তোলা।
- নির্বাচিত ১০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ০৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২৫ জনের একটি করে মোট ৪টি কৃষক উৎপাদনকারী দল গঠন।
- প্রতিটি গ্রুপ প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে ০২ বছর যুক্ত থাকবে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

৪.৯.২ Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) শীর্ষক যৌথ প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ও National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan এর আর্থিক সহায়তায় "Impact of Mechanized Systems of Rice Intensification in Bangladesh (GRIPS-RDA) শীর্ষক যৌথ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমটি আগস্ট-২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২২ মৌসুম যৌথভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১ম পর্যায় সফলতার সাথে শেষ করেছে।

এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সমূহ:

- দেশের ০৫টি জেলার ০৫টি (পাবনা জেলার চাটমোহর, টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ, রংপুর জেরার মিঠাপুকুর ও বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া) উপজেলায় আধুনিক যান্ত্রিকিকরণ MSRI ও SRI পদ্ধতিতে ধান চাষের প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অবলোকন, কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা;
- দুইটি পদ্ধতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কৃষকের আগ্রহের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক উপায়ে MSRI মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। ব

বর্তমানে MSRI পদ্ধতিটি কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় আগামী বোরো মৌসুম হতে কৃষক পর্যায়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পদ্ধতিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারিভাবে এ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এপ্রিল-২০২২ থেকে মার্চ-২০২৩, ২য় মেয়াদে নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বতর্মান অর্থ বছরের (২০২১-২০২২) অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ৫৩৬১৪৮০/- (59572 USD) টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

৪.১০ দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা:

দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিকভাবে একটি সচ্ছল পরিবারের ঘর, স্যানিটেশন, পানি, স্বাস্থ্য, জ্বালানির ব্যবহার অনুন্নত হলে এবং শিক্ষা না থাকলে সেই পরিবারকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) অনুসারে দরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গবেষণার আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার তিনটি গ্রামে (কালশীমাটি, কানুপুর এবং দরিবাংড়া) বেইজলাইন সার্ভে করে এমপিআই স্কোর নির্ণয় করা হয়। গ্রামগুলোর মধ্যে কালশীমাটি গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে যাদের এমপিআই স্কোর ০.৩৩ এর অধিক, তাদেরকে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন (প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও সম্পদ) বিতরণ/প্রদান করা হয়। কানুপুর গ্রামটিকে গবেষণার কন্ট্রোল গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে; যার ফলে কালশীমাটি গ্রামে বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের প্রভাব পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছে।

কালশীমাটি গ্রামে এমপিআই স্কোর অনুসারে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয় যেমন: কমিউনিটি ভিত্তিক ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভিং এন্ড মেকানিক্স, পুষ্টি নিরাপত্তা গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে কমিউনিটিভিত্তিক দেশি মুরগি পালন, আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি, আধুনিক নার্সারি প্রযুক্তি, হাউস কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ, পার্লার প্রশিক্ষণ, এবং ইলেকট্রিক্যাল (রেফ্রিজারেটর ও এসি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৯০ জন পুরুষ ও মহিলা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে (৩ বেড, কিচেন, টয়লেট বিশিষ্ট) ৩টি আধুনিক মানের পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ৩টি বাড়ি নির্মাণাধীন রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৫টি ইনকিউবেটর, ৩৪০০ টি হাইব্রিড পেঁপে চারা, ১৫টি ছাগল, ৪০,০০০ তেলাপিয়া মাছের পোনা, ২০০০টি মুরগির বাচ্চা, ৪টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উৎপাদন বিষয়ক পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার শূণ্যের কোটায় আনায়নে মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত মডেলটি আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে "দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১১ আরডিএ প্রদর্শনী খামার কেন্দ্রিক প্রায়োগিক গবেষণা:

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের সমন্বয়ে সরকারি পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Demonstration Farm গড়ে তোলা হয়েছে। ইউনিটগুলি হলোঃ

(১) ফসল ইউনিট;
(২) নার্সারী ইউনিট;
(৩) পোলট্রি ইউনিট;
(৪) ডেইরী ইউনিট;
(৫) মৎস্য ইউনিট;
(৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট;
(৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; এবং
(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

প্রতিটি ইউনিটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিকের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার, প্রদর্শনী, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ট্রায়াল দেয়া হয়। পাশাপাশি উন্নতমানের আলু ও ধান উৎপাদন করে বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ স্কীমের আওতায় জাতীয় বীজ গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

৪.১২ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে আরডিএ, বগুড়া:

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিট বর্তমানে ৩১টি পণ্য পল্লী ব্র্যান্ডে (কাঠালের চিপস, আমের আচার, রসুনের আচার, বরই আচার, তেতুল চাটনি, জিনজার চাটনি, ঘি, মধু, সরিষার তেল, কেক, ব্রেড, প্যাটিশ, ড্যানিশ, বিস্কুট, কলার চিপস ও টমেটো সস, দই ইত্যাদি) তৈরি ও সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে যাচ্ছে।

৪.১৩ আরডিএ, বগুড়া'র বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম:

আরডিএ, বগুড়ার বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণার অর্জিত সাফল্য যেমন- কৃষি, পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি/মডেল দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একাডেমীর বিভিন্ন বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল সেন্টারসমূহের মধ্যে ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে আরও ৬টি বিষেশায়িত সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টারগুলি হলোঃ

(১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার;
(২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার;
(৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার;
(৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং

(৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার;   (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার ।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থায়নে, দেশিয় প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে একাডেমীর কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়কসহ দারিদ্র্য বিমোচনধর্মী প্রকল্পগুলিকে প্রোগ্রামেটিক এ্যাপ্রোচে পরিচালনা করে সেন্টারসমূহের মাধ্যমে কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে উন্নয়নের ধারা চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.১৩.১ "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)"

একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্জিত সাফল্যসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেন্টার ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিআইডব্লিউএম এর উদ্দেশ্য:

- একাডেমী পরিচালিত বিগত সময়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রাখা;
- উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ, খাবার পানি, উদ্যান-নার্সারী উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পানি সরবরাহকরণ এবং এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- সরকারী/বেসরকারী সংস্থার অর্থে পরিচালিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা; এবং
- 'আরডিএ ক্রেডিট' শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৪.১৪ চলমান উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

চলতি অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে আওতায় ১৫টি এলাকায় মডেল সম্প্রসারণের কাজ চলমান। চলমান এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

(১) গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (৫০০ শয্যা), মানিকগঞ্জ ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ২৫ ঘ: মি:/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন কাজ চলমান।

(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লি:, নলকা, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজারর্ভারসহ ক্যাসকেড ট্রে, পাম্প হাউস ও ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ চলমান।

৩) উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে "প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় সুয়েজ ওয়াটার ও পঁচনশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ভূ-গর্ভে রিচার্জিং বা পুনঃভরণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ" এর মাধ্যমে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজউক, উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট (৬৬৩৬টি ফ্ল্যাট) ক্যাম্পাসের পঁচনশীল সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসটিপি স্থাপন এবং জৈবসার উৎপাদনসহ ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটের বৃষ্টি পানি সংগ্রহ ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিশোধন পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরে পূনঃভরণ করা হবে। প্রকল্প এলাকার বাসাবাড়ি হতে উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্য নির্দ্ধারিত স্থানে পৃথকীকরণের পর পঁচনশীল বর্জ্য পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তথা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও উন্নতমানে জৈবসার

উৎপাদনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েষ্ট জোনে উন্নীত করে 'গ্রীন ও ক্লিন' সোসাইটিতে রুপান্তরিত হবে যা বর্তমান সময়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪) আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈবসার উৎপাদন করে প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েস্ট জোনে রুপান্তরিত করা।

৪.১৫ আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের (এসএফডিপি, সিভিডিপি, সেপা, এমভিআরডি) সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে **''আরডিএ ক্রেডিট''** নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সমাপ্তকৃত এডিপি প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও সার্ভিস চার্জ এর অর্থ আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ভারসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য পরিশোধে সক্ষম করে তোলাই আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

৪.১৫.১ আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি: আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের ১২১৬ জন সুফলভোগীর মাঝে ৯.৯৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ২৯২৫১ জন সুফলভোগীর মাঝে মোট ১৬০.৪০ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো:

আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের এক নজরে অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	বিবরণ	অগ্রগতি
১.	মোট উপ-প্রকল্প এলাকা (সংখ্যা)	৩৮৫
২.	মোট সীড ক্যাপিটাল বাবদ প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়)	৫৪১৭.৬৮
৩.	ক্রমপঞ্জিত বিতরণকৃত (লক্ষ টাকায়)	১৬০০৪.৮০
৪.	ঋণ কার্যক্রমে জড়িত মোট সদস্য (সংখ্যা)	২৯২৫১
	ক) পুরুষ (জন)	১৭৫১৯
	খ) মহিলা (জন)	১১৭৩২
৫.	সার্ভিসচার্জসহ মোট আদায়যোগ্য ঋণ (লক্ষ টাকায়)	১৬৬৮৬.৭৬৮৭
৬.	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৫২৫৪.৬৮
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	১৩৭২.৯৬
	খ) সার্ভিস চার্জ (লক্ষ টাকায়)	১৫১১.৭৩
৭.	মাঠে ঋণ স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	২৫১০.৬৫
	ক) মূল টাকা (লক্ষ টাকায়)	২২৬১.৮৪
	খ) সার্ভিসচার্জ (লক্ষ টাকায়)	২৪৮.৮০
৮.	আদায়ের হার (%)	**৯১.৪২**

৪.১৬ আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ:

আরডিএ ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ জাতীয় শিক্ষাঙ্গনে একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামীণ এলাকার গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ও একাডেমীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের লেখা-পড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

- এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে।
- ২০২০ সাল পর্যন্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছে। প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%।
- ২০১৯ সালে প্রকাশিত পিইসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৫১জন (৮১.১৮%)।
- ২০২০ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০২১ সালে পিইসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৫৯জন (৬৮.৫৩%) ।
- ২০২০ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস ।
- ২০২১ সালের জেএসসি পরীক্ষা অটোপাস।
- ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ২১৬জন (৯৪.০০%)।
- ২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+২১৭ জন (৮৬.৮%)
- ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%,A+ ১৫৩জন (৬৬.৫২%)।
- ২০২১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% A+২৮৪ জন (৭৭.৮০%)
- ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৬ জন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট, চুয়েট, টেক্সটাইল ও ময়মনসিংহ প্রকৌশল কলেজ), ২ জন এমবিবিএস কোর্সে, ৫জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৯ জন বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৫ জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েসহ শতাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
- প্রতিষ্ঠানটিতে ৭৫জন শিক্ষক ও ৪৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

৪.১৭ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

প্রতিষ্ঠালাভের পর থেতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সমবায় সমিতির সদস্য, একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী, পল্লী অঞ্চলের বেকার মহিলা ও যুবক, ভূমিহীন কৃষক, এনজিওকর্মী, ইমাম, শিক্ষক, দেশী-বিদেশী সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ ও বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। গত তিন বছরে মোট ৩৯,১৩৩ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তরিত করা হয়েছে; গবেষণার আওতায় মোট ৬৫টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে ও ১৭টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত মডেলসমূহের মধ্যে আধুনিক ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, ভূগর্ভস্থ: সেচনালা, দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা, স্বল্পমূল্যে গৃহ নির্মাণ, কমিউনিটি ভিত্তিক দেশী মুরগী পালন পদ্ধতি এবং জমিতে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় একাডেমী ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ট্রাইকোকম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে একাডেমী কাজ করে যাচ্ছে।

৪.১৮ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

একাডেমী সর্বদাই আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার কাজ করে থাকে কিন্তু উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল বা একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলসমূহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে না। একাডেমীর অনুষদ সদস্যবৃন্দকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উদ্ভাবিত মডেলসমূহ সংশ্লিষ্ট পল্লীবাসীর কাছে দ্রুত পৌছানোই একাডেমীর মূল চ্যালেঞ্জ।

৪.১৯ স্থিরচিত্রে আরডিএ এর কার্যক্রম পরিক্রমাঃ

চিত্র: ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি

চিত্র: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ প্রাঃ লিঃ, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে গত ২৬-২৮ মে ২০২২ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত “১০ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার” উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

চিত্র: একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মশিউর রহমান, এনডিসি

চিত্র: একাডেমীর নিজস্ব অর্থায়নে আয়োজিত সেল্ফ হেল্প গ্রুপ এর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন একাডেমীর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব খলিল আহমদ।

চিত্র: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি কর্তৃক আরডিএ, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

চিত্র: "সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী"

উপ-প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের সাথে উঠোন বৈঠক করছেন আরডিএ, বগুড়া'র মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব খলিল আহমদ

চিত্র: উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুফলভোগীদের মাঝে গরু বিরতণ করছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাবেক এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক জনাব খলিল আহমদ (অতিরিক্ত সচিব)

চিত্র: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় কালসীমাটি গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক টেকসই ছাগল খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চিত্র: প্রশিক্ষণ পরবর্তী গাইবান্ধায় বেড পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন মরিচ, ফুলকপি ও বেগুনের চারা উৎপাদন

চিত্র: আরডিএ, বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে ‘দারিদ্র্যমুক্ত মডেল গ্রাম প্রায়োগিক গবেষণা’র আওতায় কালশীমাটি গ্রামের একটি অসহায় পরিবারের জন্য আরডিএ মডেলে স্বল্প ব্যয়ে পাকা বাড়ি “ভালোবাসা” নির্মাণ করে দেওয়া হয়

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

www.bapard.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি’ সংক্ষেপে ‘বাপার্ড’ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্ত রূপ BAPARD. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে পরবর্তীতে ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স’-টিকে ‘একাডেমি’-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর, ২০১১ খ্রি: তারিখে ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)’-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ১৪ নং আইন বলে বাপার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬ জুন, ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি বাপার্ড উদ্বোধন করেন। মূলত: দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬.২ রূপকল্প (VISION):

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা।

৬.৩ অভিলক্ষ্য (MISSION):

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

৬.৪ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র :

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি;

২. পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন;

৩. প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ উপকরণ বিতরণ ;

৪. বাপার্ড অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং

৫. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেবার মানোন্নয়ন/পরামর্শমূলক সেবা ।

৬.৫ বাপার্ড-এর প্রধান কার্যাবলি (Main Functions of BAPARD):

(১) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা ;

(২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

(৩) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(৪) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;

(৫) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;

(৬) সুফলভোগী ও অংশীজনদের চাহিদা মোতাবেক পরামর্শ প্রদান ;

(৭) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা; এবং

(৮) গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা।

৬.৬ বাপার্ডের বর্তমান জনবল:

বাপার্ডের জন্য ০১ জন মহাপরিচালক ও ০৩ জন পরিচালক, ৪ জন যুগ্ম পরিচালক, ৬ জন উপ পরিচালকসহ রাজস্ব বাজেটে মোট ১০০ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৮২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বাপার্ডের জন্য রাজস্ব বাজেটে আরো ১১৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি পাওয়া গেছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১১৩টি পদের মধ্যে অর্থমন্ত্রণালয় ৫৩টি পদ অনুমোদন করেছেন। বাকী ৬০টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে।

৬.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার ইত্যাদি কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। আয়োজক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিসিএস বুনিয়াদি কোর্সের মাঠ সংযুক্তি কোর্স চলমান আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৮৮২ জনকে (আয়বর্ধনমূলক ১৫৯৮ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ১০৪৪ জন ও স্থানীয় ১২৪০ জন) বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে ৮টি সেমিনার আয়োজন এবং কৃষি ও অকৃষি খাতে ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। বাপার্ড মৎস্য হ্যাচারী হতে ১.১০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা সুফলভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৬.৮ গবেষণা কার্যক্রম:

একাডেমির প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। কৃষিউপকূলীয় ও জোয়ারভাটা ,শিক্ষা , সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা। এছাড়া কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু-এলাকার আর্থ শ্রম নিরসন ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা হয়। ইতোমধ্যে বাপার্ড ১৭টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও বাপার্ড২০২ এ-১-২২ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ০৮টি গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে:

ক্রঃ নং	Research Title	Researcher’s Name
1.	Varietal effect on the yield and yield components of lentil (*lens culinaris l.)*	Md. Tojammel huq, dd (agriculture)
2.	Effect of sowing date on growth and yield performance of pea (*pisum sativum l.*)	Md. Tojammel huq, dd (agriculture)
3.	Evaluation of growth and yield performance of important three tomato varieties released by Bangladesh agricultural research institute.	Md. Tojammel huq, dd (agriculture)
4.	Effect of fertilizers on the yield and yield components of lentil ***(Lens culinaris l).***	Md. Tojammel huq, dd (agriculture)
5.	Epidemiological Investigation of Gastrointestinal (GI) Parasite at BAPARD Cattle Farm, Gopalganj in Bangladesh.	Md. Rafiul Islam Ad (Livestock)
6.	Epidemiological investigation of Paramphistomiasis in cattle at Kotalipara Upazila of Gopalganj district.	Md. Rafiul Islam Ad (Livestock)
7.	Fattening practices in upgraded Holstein Friesian bulls through grass-based ration At BAPARD in Gopalganj.	Md. Rafiul Islam Ad (Livestock)
8.	A Comparative Study between Heifer (Repeated Breeder) and Holstein-Friesian bulls for Beef production at BAPARD Gopalganj of Bangladesh.	Md. Rafiul Islam Ad (Livestock)

৬.৯ গত ০৩ বছরের অর্জিত সাফল্যসমুহ:

নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা বাপার্ডের অন্যতম দায়িত্ব। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ‘বাপার্ড সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন’ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করাসহ ১০ তলা প্রশাসনিক ও হোস্টেল ভবন, ০৬ তলা বিশিষ্ট একটি অফিসার্স কোয়ার্টার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার্সের নির্মাণ কাজ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং বাপার্ড ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত ০৩ বছরে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার, সেলাই, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়ারিং ইত্যাদি আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সরকারি/বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট ১০,৬৯৮ জন সুফলভোগিকে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৬.৯ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

২০১৫ সালে প্রণীত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপার্ড-এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৯ সালে ৮ জন কর্মকর্তাসহ ৪৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নব নিয়োগপ্রাপ্ত অনুষদবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাপার্ড-এর জন্য নির্মাণকৃত ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য জনবলের অপ্রতুলতা রয়েছে।

৬.১০ স্থির চিত্রে বাপার্ড এর কার্যক্রম পরিক্রমা

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি বাপার্ড উদ্বোধন

চিত্র: মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কমকর্তাবৃন্দ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

চিত্র: মহাপরিচালক, বাপার্ড ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সুফলভোগীদেরঝে মাছের পোনা বিতরণ

চিত্র: বাপার্ড-এর মৎস্য হ্যাচারীতে মাছের কৃত্রিম প্রজনন উদ্বোধন

চিত্র: "বাপার্ড পরিচালনা বোর্ড এর ৪র্থ সভা উদ্বোধন ও বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য"

চিত্র: বাপার্ড-এর কৃষি খামারে ডিজিটাল ইন্ট্রিগ্রেটেড সেচ ব্যবস্থাপনা

চিত্র: বাপার্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু’র মূর‌্যাল

চিত্র: দারিদ্র্য বিমোচনে বাপার্ড শীর্ষক ”সম্ভাবনা ও করণীয় ;সেমিনার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য”

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

www.pdbf.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১-এর পরিপূর্ণ রূপায়ণের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় ঋণের সুষম প্রবাহ নিশ্চিতকরণে একটি অমুনাফামুখী স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি অব্যাহতভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে অনানুষ্ঠানিক দল ও ব্যক্তি গ্রাহক পর্যায়ে পরিসেবা প্রসারণের মাধ্যমে সংগঠিত করে সৃজনশীল উদ্যোগে সম্পৃক্ত করছে। আয়-উৎসারি, বৃত্তিমূলক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ ও প্রনোদনা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্তিমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান করছে।

৭.২ রূপকল্প (Vision):

পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ সমতার বিকাশের লক্ষ্যে আর্থিক পরিসেবা প্রসারণ ।

৭.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী-পুরুষদেরকে সংগঠিত করে নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আয় উৎসারি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন,স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নব সম্পদ সৃজন।

৭.৪ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. পল্লীর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির সদস্যদের সংহতি দলে অন্তর্ভূক্তি ও সমিতি সৃজন;
২. সুফলভোগীদের সঞ্চয় আহরণ ও সঞ্চয়ের পরিবৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও নব সম্পদ সৃজন;
৩. সুফলভোগী সদস্যদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান;
৪. দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন ও আয় উৎসারি কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. আয় উৎসারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৭.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping) ও দারিদ্র্য নিরুপন (Poverty Tracking) এর মাধ্যমে সুফলভোগী নির্বাচন ও অন্তর্ভূক্তি;
২. সংহতি দল/সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিনির্মাণ;
৩. সঞ্চয়ের পরিবৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন ও নব সম্পদ সৃজনের ক্ষেত্র রচনা;
৪. সদস্যদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৫. পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধিদের/অংশীজনের প্রশিক্ষণ;
৬. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর প্রধান কার্যালয় ও অঞ্চল পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালা;
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন;
৮. সামাজিক উন্নয়ন ও আয় উৎসারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান;
৯. সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয়ের তথ্যাদি ডাটাবেজ এ সন্নিবেশিতকরণ এবং হালনাগাদকরণ।

৭.৬ পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের বিস্তৃতি:

কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪২৩৩
সমিতি	৩১৪১৫
দল	২৩১৪৪৩
মোট সদস্য	১২৭০৭৬৮
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	৪৮১৫২
নারী উদ্যোক্তা	৫০৫৪০
প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি	১৪৮৬৯
ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগী	৮৪৫

৭.৭ ঋণ কার্যক্রম

বিবরণ	**২০১৯-২০**	**২০২০-২১**	**২০২১-২২ (লক্ষ্যমাত্রা)**	**২০২১-২২ (অর্জন)**
ঋণ বিতরণ				
ক্ষুদ্র ঋণ	**১০১৬**	**১০৬১**	**১২০০**	**১০৩৮**
নারী উদোক্তা ঋণ	**২৩১**	**২৬৩**	**২৫০**	**৫৪৮**
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ	**৫১৭**	**৫৪৬**	**৭৫০**	**৩৩১**
প্রণোদনা ঋণ	**-**	**-**	**-**	**২৯৩**
মোট:	**১৭৬৪**	**১৮৭০**	**২২০০**	**২২১০**
ঋণ আদায়				
ক্ষুদ্র ঋণ	**১১০৫**	**১১৩৫**	**১৩৬৯**	**১১৭৯**
নারী উদোক্তা ঋণ	**১৬০**	**২৬১**	**৩১৫**	**৬১০**
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ	**৫৫৯**	**৬১২**	**৮০৬**	**৩২২**
প্রণোদনা ঋণ	**-**	**-**	**-**	**৬২**
মোট:	**১৮২৪**	**২০০৮**	**২৪৯০**	**২১৭৪**

৭.৮ সঞ্চয় কার্যক্রম:

পিডিবিএফ-এর সঞ্চয় কার্যক্রম বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুঁজি গঠনে এক অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যগণ প্রায় ১৩৫৫ কোটি টাকার নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। সঞ্চয়ের পরিমাণ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পিডিবিএফ-এর অবস্থান সর্ব শীর্ষে।

পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যগণ তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিকাঠামো সংহতকরণ ও নবসম্পদ সৃজনের মাধ্যমে 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' থেকে বেরিয়ে এসে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

বিবরণ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
সাধারণ সঞ্চয়	৩৬৭.৫৮	৩৯৯.৪৯	৪১৬.১৬
সোনালী সঞ্চয়	৩২৩.৮৩	৩১৫.৪৫	৩০৩.১৯
মেয়াদী সঞ্চয়	১৫৫.১০	১৯৩.৬৪	২২৬.২৫
লাখ টাকা সঞ্চয়	১৩৮.০৪	১৮৯.০৪	২৪৬.৮৫
নবজাতক সঞ্চয়	৪০.৮৩	৮৩.৬৩	১৩৫.৬৫
নিরাপত্তা সঞ্চয়	০.১৩	০.১১	০.০৬
মোট	১০২৫.৫১	১১৮১.৩৬	১৩৫৫.৮৫

৭.৯ জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রম.	গ্রেড	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা
		স্থায়ী জনবল	অস্থায়ী জনবল	
১.	১ম-৯ম	৫২১		৫২১
২.	১০ম	৪১৯		৪১৯
৩.	১১ তম - ১৪ তম	২৩৫৪		২৩৫৪
৪.	১৫ তম - ২০ তম	১২৪		১২৪
৫.	চুক্তি ভিত্তিক		৪১৩	৪১৩
৬.	দৈনিক ভিত্তিক		২৯১	২৯১
৭.	সৌর শক্তি কর্মসূচী		১১১	১১১
মোট		৩৪১৮	৮১৫	৪২৩৩

৭.১০ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি উপকারভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, আয় উৎসারি বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগীগণ দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বিগত ২২ বছরে পিডিবিএফ ৫.৬৫ লক্ষ উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ক্রমপুঞ্জিত)- ৫৬৫০৭৭ জন
- কর্মী প্রশিক্ষণ- ৬৪৭৫৩ জন দিবস

৭.১১ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিল	সময়কাল

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিল	সময়কাল
১.	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫১৫৮.৭৯	এডিপি	জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
২.	গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমণ হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০০.০০	বিসিসিটি	অক্টোবর ২০২০- জুন ২০২২
৩.	''জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প।	২৫০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২২
৪.	"গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।	১০০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩
৫.	"গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।	২০০.০০	বিসিসিটি	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩

৭.১২ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন:

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ পযর্ন্ত পল্লী উন্নয়ন কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে যথা:

- ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদযাপন;
- ১০ জানুয়ারি ২০২২ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন;
- ৭ মার্চ ২০২২,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ;
- ৮ মার্চ ২০২২, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা আয়োজন;
- ১৭ মার্চ ২০২২ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন;
- ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে সুফলভোগী সদস্য ও শিশুদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২নতারিখে ভাষা শহিদদের প্রতি পিডিবিএফ পরিবারের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন;
- ২৬ মার্চ ২০২২, পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন।

৭.১৩ কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি:

সম্প্রতি সরকার কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ-এর অনুকূলে সানুগ্রহে ৩০০ কোটি টাকা অনুদান বরাদ্দ প্রদান করেছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৯৩.২০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কোভিডজনিত সংকটকালে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য এ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য গত ১৭ জুন ২০২১ তারিখে জাতির পিতার জন্মস্থান টুঙ্গীপাড়া, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা মনিরামপুর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তৎকালীন সচিবের নিজ এলাকা মিঠাপুকুরের সাথে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এ ঋণদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এভাবে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসের পাশাপাশি ক্রান্তিকালে সংবেদনশীল কার্যক্রমের সাথেও পিডিবিএফ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

৭.১৪ আয় ব্যয়ের রেখাচিত্র:

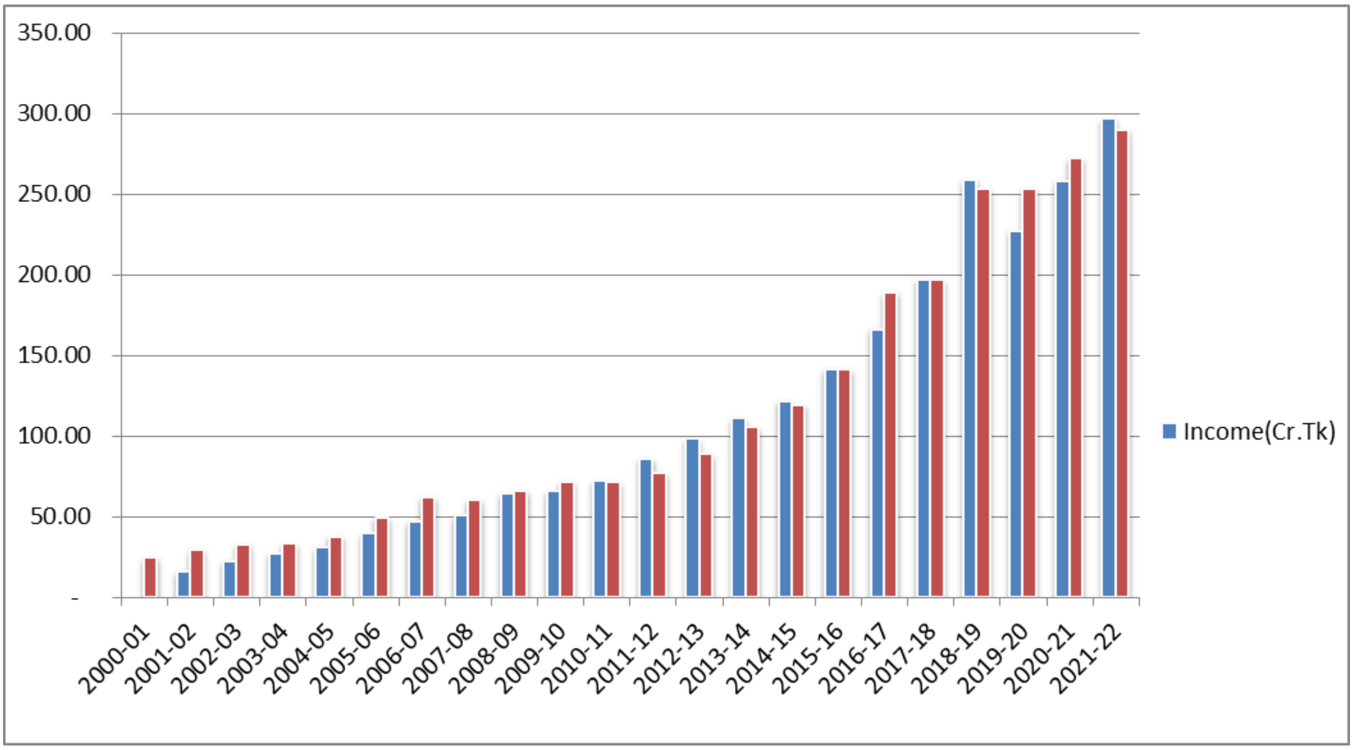

৭.১৫ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ কর্তৃক গ্রামীণদরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিগত ০৩ বছরে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার সুফলভোগী সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪১৮৭ কোটি টাকা, ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। সুফলভোগী সদস্যদের জমাকৃত মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১২৭৫.৬২ কোটি টাকা এবং গত গত ০৩ বছরে সুফলভোগী সদস্যদের নীট সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৯৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এ কার্যক্রমে প্রায় ৯ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় উৎসারি কর্মকান্ড যেমন-গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, শাকসবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিগত ০৩ বছরে ১৭৬৯৬টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। পিডিবিএফ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সুফলভোগী সদস্যদের সম্পদ সৃজনে সহায়তার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৭.১৬ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

পিডিবিএফ বর্তমানে ৫৫টি জেলায় এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অবশিষ্ট ৯টি জেলা এখনও পিডিবিএফ এর দারিদ্র্য মুক্তি কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি জেলার সকল উপজেলাও পর্যায়ক্রমে সকল গ্রামে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও মূলধন তহবিলের ঘাটতি রয়েছে। পিডিবিএফ নিজস্ব আয় দ্বারাই প্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যয় ও আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। সুফলভোগী সদস্য/উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আয় উৎসারি কর্মকান্ড সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তাদের সম্পদ সৃজনের লক্ষ্যে সরকার থেকে অন্তত ৫৫০ কোটি টাকা মূলধন তহবিল (Seed Capital) সহায়তা প্রয়োজন। প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন উপজেলা কার্যালয়ে পিডিবিএফ এর নিজস্ব কোন ভবন নেই। প্রধান কার্যালয়ের জন্য সরকারী জমি বরাদ্দসহ নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে জমি বরাদ্দ ও অফিস ভবন নির্মাণ, আবাসিক সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

৭.১৭ স্থিরচিত্রে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পরিক্রমাঃ

চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০২১, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্সের বিদায়ী ও নবাগত চেয়ারপারসন মহোদয়গণের বিদায়ী ও শুভাগমন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা সভা।

চিত্র; পিডিবিএফ ঢাকা অঞ্চলের পল্লবী কার্যালয়ের সুফলভোগী সদস্যদের গণশুনানি

চিত্র: সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ৩-৪ মার্চ ২০২২ তারিখে পিডিবিএফ যশোর সদর কার্যালয় এর সমিতি পরিদর্শন

চিত্র: পিডিবিএফ কোভিড-১৯ প্রনোদনা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রনোদনা ঋনের চেক প্রদান, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

চিত্র: ৫ মার্চ ২০২২, পিডিবিএফ সিলেট অঞ্চলের সুফলভোগী সম্মেলন

চিত্র: সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ-এর এর ১১ মার্চ ২০২২, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় কোভিড ১৯ প্রনোদনা ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র: ২৭-২৯ মার্চ ২০২২, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)

চিত্র: আঞ্চলিক পর্যায়ের উপ-পরিচালকগণের সাথে ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এবং পিডিবিএফ-এর ১০০তম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

চিত্র: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে ২৩ জুন ২০২২ তারিখে পিডিবিএফ এর এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: পিডিবিএফ ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ব্যাংকিং সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.sfdf.gov.bd

প্রারম্ভিকা:

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ৮টি দেশে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে। যার মূল পর্যবেক্ষণ ছিল প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি) নামক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া কর্তৃক ১৯৭৬-১৯৮০ সময়ে এবং ১৯৮০-১৯৮৪ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ১৯৮৫ হতে ২০০৪ পর্যন্ত বার্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে একে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)" নামে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশন গঠনের প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে গঠিত 'টাস্কফোর্স' কর্তৃক সুপারিশকৃত আবর্তক ঋণ তহবিল নিয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগের ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং 'রূপকল্প-২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২৭টি উপজেলাসহ মোট ২০০টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৮.২ রূপকল্প (Vision) :

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

৮৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

৮.৪ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১ .পল্লীর ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;

২ .কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি;

৩. প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাইজেশনকরণ।

৮.৫ ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;

২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ;

৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

৭. ই-গর্ভান্যান্স /উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

৮. অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান্নোন্নয়ন;

৯. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

১০. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

১১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

৮.৬ কার্যাবলি:

- গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
- সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ;
- সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান;
- করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

৮.৭ প্রতিবেদনাধীন ২০২১-২০২২অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

৮.৭.১ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় এর অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়। ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯

টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলাসহ দেশের ৩৬টি জেলার ১৭৩ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১০০.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে ২৪২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এবং সার্ভিস চার্জ প্রবৃদ্ধিসহ সর্বমোট ২৫৭.৪৫ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ২০২১-২০২২ অর্থ বছর ও জুন ২০২২ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২২ পর্যন্ত):

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থবছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২২ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	-	১৭৩টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন(সংখ্যা)	:	১৯৪৮	৯০৬৮
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্যভুক্তি(জন)	:	২০১০০ জন	২,৩৮,০৪২
৬। বিদ্যমান সদস্য (জন)	:	-	১,১৭৮১২
৭। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা	:	২২.৯০ কোটি টাকা	১২৫.৭৯কোটি টাকা
৮। সঞ্চয় স্থিতি	:	-	৩৬.৩১কোটি টাকা
৯। রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪.০০ কোটি টাকা
১০। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮.১৮ কোটিটাকা
১১। রাজস্ব খাত ও ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	২৪১.৮১ কোটিটাকা
১২। সার্ভিস চার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১৫.২৭কোটি টাকা
১৩। কোভিড-১৯তহবিল প্রাপ্তি		৫০.০০ কোটি টাকা	৫০.০০ কোটি টাকা
১৪। সর্বমোট কোভিড-১৯তহবিলপ্রাপ্তি	:		১০০ কোটিটাকা
১৫। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল			২৫৭.৪৫ কোটিটাকা
১৬। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (সার্ভিস চার্জসহ)	:	২৪৪.৭১ কোটি টাকা	১৪,৪২.০৩কোটি টাকা
১৭। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)	:	২১৬.৬৩ কোটি টাকা	১,২২৮.৪৩কোটি টাকা
১৮। ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	২১.৫৮ কোটি টাকা	১৫৩.৮১ কোটি টাকা

বিবরণ		২০২০-২০২১ অর্থবছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২২ পর্যন্ত
১৯। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	২১৪.১০কোটি টাকা
২০। সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগে আছে	:	-	২৬.৯৬কোটি টাকা
২১। খেলাপি স্থিতি	:	-	৪০.৬৩ কোটিটাকা
২২। অনলাইনমনিটরিংব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়
২৩। ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭.৩৭%

৮.৭.২ প্রশাসনিক কার্যাদি:

ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস(মোট পদ সংখ্যা)	১০২২	৭১৫	৩০৭	-	
মোট	১০২২	৭১৫	৩০৭	-	

* ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় সরকার প্রদত্ত আবর্তক ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের আয়ের মাধ্যমে জনবলের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্যতা বিবেচনায় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ১০২২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত তহবিল অনুযায়ী বর্তমান নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৭১৫। বিনিয়োগের জন্য আবর্তক ঋণ তহবিলের সংস্থান হলে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে।

খ) শূন্যপদের বিন্যাস :

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৭	৮	২৮৮	৪	৩০৭

* ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় সরকার প্রদত্ত আবর্তক ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের আয়ের মাধ্যমে জনবলের বেতন ভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্যতা বিবেচনায় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ১০২২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিনিয়োগকৃত তহবিল অনুযায়ী বর্তমান নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৭১৫। বিনিয়োগের জন্য আবর্তক ঋণ তহবিলের সংস্থান হলে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে।

গ) নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২	১৭	৩৯	৪	৩	৭	

ঘ) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা:

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে(২০২১-২২) পুঞ্জিভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১০	১	৩	১	৫	৬ ১। ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনিষ্পন্ন -০১টি ২। ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনিষ্পন্ন - ০৫টি

৮.৭.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন:

ক) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩১	৮৪১

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য:

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১	৮৬ জন

গ) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন:

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি -না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-	২০৩	১৭৩

৮.৮ অডিট আপত্তি:

প্রতিবেদনাধীন বছরে (০১জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) ফাউন্ডেশনের কোন অডিট আপত্তি নেই।

৮.৯ কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২০,১০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৯০৬৯ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৩৮,০৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।

৮.১০ ঋণ বিতরণ ও আদায় :

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৪৪.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২১৪.১১ কোটি টাকা

আদায় করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৪৪২.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১২২৮.৪৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.৩৭ ভাগ।

৭.১১ পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে মাসিক ৫০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২২.৯০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১২৫.৭৯ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

৭.১২ প্রশিক্ষণ:

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ১১,৩৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪,০৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৪৯,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭.১৩ নারীর ক্ষমতায়ন :

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৩৮,০৪১ জন সদস্যের মধ্যে ২,২৩,৭৫৮ জন নারী সদস্য রয়েছে । নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৩০.০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২১.৫৩ কোটি টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি সমিতি/কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৪৪,২৮৬ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ও শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

৮.১৪ কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত রাখার জন্য করণীয় বিষয়:

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে করোনা সংকট মোকাবিলায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এসএফডিএফ-কে গত ২৩।০২।২০২১ তারিখে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ০৬।০৪।২০২১ তারিখে প্রথম ৫০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত এ ৫০ কোটি টাকা ৩৭৩৫ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অবশিষ্ট ৫০ কোটি টাকা গত ১৭।১০।২০২১ তারিখে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে অবমুক্ত হয়। তদপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৫০৯ জন সদস্যের মাঝে যথাযথভাবে ১০০ কোটি টাকা

বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (আসল) আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট অনাদায়ী ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্বল্প হারে ৪% সার্ভিস চার্জে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮টি সমান কিস্তিতে ২ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ঋণ প্রদানের ফলে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮.১৫ ১.২০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (GAIN)-এর মধ্যে বুধবার, ৩০শে মার্চ ২০২২ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা দু'টি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও সকল স্তরের ভোক্তাদের উন্নত পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার জন্য কাজ করবে।

এসএফডিএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং GAIN-এর পক্ষে ড. লরেন্স হাদ্দাদ, নির্বাহী পরিচালক সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, জনাব মো: মশিউর রহমান, এনডিসি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া GAIN-এর পক্ষে ডাঃ রুদাবা খন্দকার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এসএফডিএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টিকর খাদ্য ভেল্যু চেইন ইত্যাদি কর্মসূচি এই সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উভয় সংস্থা বাংলাদেশের নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ও বয়স্কদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতির জন্য সহযোগিতা ও পরিসেবাগুলো লক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করবে যাতে করে National Plan of Action for Nutrition (NPAN2)-এর লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে। পাশাপাশি এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-২ (ক্ষুধা মুক্তি), এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ), এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা) ও এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৮.১৬ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন:

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ পযর্ন্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে যথা:

- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজন;
- ১৭ মার্চ'২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২
- ২৬ মার্চ'২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা আয়োজন।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন আওতাধীন ১০০টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- মুজিববর্ষ কর্মপরিকল্পনায় জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে জামানতবিহীন ঋণ ও রূপকল্প-২০৪১ এ এসএফডিএফ শীর্ষক সেমিনার গত ০২।০৪।২০২২ইং তারিখে আয়োজন করা হয়।

৮.১৭ সাম্প্রতিক বছরসমূহের বছর ৩)) প্রধান অর্জনসমূহ:

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এর প্রধান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে দেশের ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় গত ০৩ বছরে গ্রাম পর্যায়ে ৫৭৪টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৩৫ হাজার ৯৭০ জন নারী/পুরুষকে সদস্যভূক্ত করা হয়। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ সময়ে মোট ৪৪৮.৯০ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র উদোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময়ে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ৪২৮.০৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭.১০ ভাগ। সদস্যগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ সময়ে মোট ৩৮.১০ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। একই সময়ে ২২৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ২৮৬৯০ জন সুফলভোগীকে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম এবং উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৫ ভাগই নারী।

৮.১৮ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক জীবিকায়নে নিয়োজিত করা একটি দুরূহ কাজ। তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা একটি বড় সমস্যা। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য সরকার অর্থ প্রদান করে না। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক ঋণ তহবিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% সার্ভিস চার্জ দিয়ে কর্মকতা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে কভিড-১৯ এর কারণে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্বাহ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনে কোন প্রকল্প চলমান নেই। যার ফলে ফাউন্ডেশনে আবর্তক তহবিল সংকট দেখা দিচ্ছে।

৮.১৯ স্থিরচিত্রে এসএফডিএফ এর কার্যক্রম পরিক্রমাঃ

চিত্র: SFDF ও GAIN এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

চিত্রঃ ২৬ মার্চ’২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন

চিত্র: দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়নে ও বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে কেন্দ্র পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভা

চিত্রঃ সুফলভোগীর গরুর খামার

চিত্রঃ সুফলভোগীর পেঁপে চাষ

চিত্রঃ সুফলভোগীর মুরগীর খাঁমার

চিত্রঃ সুফলভোগীর তাঁতশিল্প

চিত্রঃ সুফলভোগীর নার্সারির বাগান

চিত্রঃ সুফলভোগীর পেঁয়াজ উৎপাদন

চিত্রঃ সুফলভোগীর কারুশিল্প

চিত্রঃ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

www.bsbl.bd.org

প্রারম্ভিকা:

পাকভারত উপমহাদেশে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কৃষকদের ঋণের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে গরীব কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার জন্য “সমবায় ঋণদান সমিতি” গড়ে উঠে। ১৯০৪ সালে বৃটিশ ভারতে সমবায় সমিতি আইন জারির পর বৃটিশ ভারতের সর্বত্র কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন শুরু হয়। সমবায় আন্দোলনে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে সমবায় সমিতি আইন প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে সমবায় ঋণদান সমিতি সৃষ্টি হলেও মাঝারি ও বড় চাষীদের প্রয়োজনে আর্থিক চাহিদা মেটানো দুঃসাধ্য হয়। সরকারী উদ্যোগে ১৯২২ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার সদর দপ্তর হয় কোলকাতায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯১২ সালের আইনকে সংশোধন করে দা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯৪০ প্রণয়নের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করার বিধান সৃষ্টি করে। ১৯৪০ সালের দা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ০১-০৪-১৯৪৮ তারিখ হতে সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন জনশন রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে ৩/১০ জনশন রোডে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মালিকানাধীন ভবনটি ক্রয় করে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৫৯ সালে ৯-ডি, মতিঝিল এলাকায় ৮.৭৬ কাঠা জমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট হতে ৯৯ বছরের জন্য লীজ গ্রহণ করে ১৯৬২ সালে ৯ তলা বিশিষ্ট সমবায় ব্যাংক ভবন তৈরী করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই ব্যাংকটি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড নামকরণ করা হয়। পরবর্তীসময়ে ১৯৭৮ সালে উপ-আইন সংশোধন করে এই ব্যাংকটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. (বিএসবিএল)। প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাংকের নিবন্ধন নং ছিল ৩, তারিখ ৩১-০৩-১৯৪৮ খ্রি.। পরবর্তীতে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা নতুনভাবে জারী হওয়ার পর ২০০৫ সালে উপ-আইন সংশোধিত আকারে নিবন্ধন করা হয়। সংশোধিত নিবন্ধন নং ০১ বি, তারিখ ০৯-০৩-২০০৫ খ্রি.।

৯.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী:

- সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- সমবায় ভিত্তিক আর্থসামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনায় বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা; এবং
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের উপ-আইন মোতাবেক এর সদস্যসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯.৩ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর লক্ষ্যসমূহ:

- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সমবায় খাতের একমাত্র অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ব্যাংকের শক্তিশালী আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা;
- সমবায় সমিতি ও সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অব্যাহত অর্থায়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
- ব্যাংকের সকল সেবা ও কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে ডিজিটাইজ করা;
- নারীর ক্ষমতায়নে মহিলা সমবায় সমিতিতে ৮% সরল মুনাফায় ঋণ প্রদান করা;
- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এই ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৯.৪ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর অঙ্গীকার:

- দেশ ও জাতির প্রতি;
- সদস্যের প্রতি;
- গ্রাহকের প্রতি;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি; এবং
- সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি।

৯.৫ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর উপ আইন অনুযায়ী প্রধান উদ্দেশ্যাবলী:

(ক) বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা;

(খ) বিজ্ঞান সম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতিসমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;

(গ) ঋণ গ্রহিতা কেন্দ্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতি সমূহের আর্থিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সেই সমস্ত সমিতিকে অথবা তাহাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদাম অথবা ওয়্যার হাউজ, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

(ঙ) সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা;

(চ) সকল উপায়ে সদস্য সমিতিসমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ, সহায়তা ও সমন্বয় সাধন করা; এবং

(ছ) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং এই সকল উপ-আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা।

৯.৬ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর প্রধান কার্যাবলী:

(ক) সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ বা অর্থ প্রদান, চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু, প্রত্যাহারকরণ, শর্ত সাপেক্ষে আমানত বা অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ;

(খ) ব্যাংকের ব্যবসার উদ্দেশ্যে উহার সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ;

(গ) বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুকরণ, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রেখে ঋণ প্রদান, যেকোন কনজুমার্স ক্রেডিট পরিচালনা করা;

(ঘ) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্লেজ (Pledge), বন্ধক, হাইপোথিকেশন (Hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (Assignment) গ্রহণ করা;

(ঙ) উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ, কৃষি ঋণ, শস্য ঋণ, শিল্প ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এবং জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা;

(চ) বিভিন্ন প্রকার ক্রেডিট কার্ড, রেডিক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ইস্যু ও বাজারজাত করণ;

(ছ) হাউজিং/রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসা করা ও এর বিপরীতে অর্থায়ন করা;

(জ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, ডিবেঞ্চার, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্টি সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হোক বা না হোক এমন

অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ করা, বিতরণ করা, ক্রয় করা, বিক্রয় করা ও সংগ্রহ করা এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদন, ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা;

(ঝ) শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারন, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং এদের দায় গ্রহণ ও লেনদেন এবং বন্ড, শেয়ার স্ক্রিপ্ট ও অন্যান্য সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা;

(ঞ) ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা, সর্বপ্রকার বন্ড, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে রাখার জন্য গ্রহণ;

(ট) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা;

(ঠ) সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা করা;

(ড) ক্রয়, ইজারা, বদলা, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা;

(ঢ) ট্রাস্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ করা এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাস্টি অথবা নির্বাহক হওয়া;

(ণ) কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ ও ধারণ করা;

(ত) ব্যাংকের তহবিল দ্বারা কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ বা ধারণ করা;

(থ) যে কোন সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার স্টক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে উদ্যোগী হওয়া, চালু করা, বীমা করা, নিশ্চয়তা দেওয়া, অবিক্রিতগুলি ক্রয় করতে অঙ্গীকার করা এবং এতদউদ্দেশ্যে টাকা ধার দেওয়া;

(দ) ব্যাংকের আয়ত্বাধীন যে কোন সিকিউরিটির টাকা আদায়ের সহায়তার জন্য অথবা এর সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা দায় রোধ অথবা কমানোর জন্য ব্যাংক উপযুক্ত মনে করলে অথবা আয়ত্ব করতে সহজতর হলে যে কোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্ব, ইজারা, ভাড়া করতে পারবে এবং সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দায় মিটানোর জন্য ব্যাংকের আয়ত্বাধীন ঐ সমস্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং আদায় করতে পারবে;

(ধ) ব্যাংকের উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনে ভবন/মার্কেট আয়ত্ব করা, নির্মাণ করা, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা;

(ন) যে কোন সমবায় সমিতির এজেন্ট হিসাবে কাজ করা; এবং

(প) ব্যাংকের ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য আনুষাঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন।

৯.৮ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর ব্যাংকিং সেবাসমূহ:

৯.৮.১ চলতি হিসাব:

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি আমানত হিসাব খোলাসহ ব্যাংকিং কার্য সময়ে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া এবং তোলার সুবিধা।

মুনাফা: চলতি আমানত হিসাব জমার উপর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করা হয় না ।

সরকারি, আধা-সরকারি অথবা দাতব্য সংস্থার নামে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব হতে কোন চার্জ আদায় করা হয় না।

৯.৮.২ সঞ্চয়ী হিসাব:

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকা লেনদেনের সুবিধার্থে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুবিধা পাওয়া যায়।

মুনাফা: সঞ্চয়ী হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

৯.৮.৩ স্থায়ী আমানত হিসাব”

বিভিন্ন মেয়াদে আকর্ষনীয় বিভিন্ন প্রকল্পে স্থায়ী আমানত জমা রাখার সুবিধা ।

মুনাফা: স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা টাকার উপর প্রতিযোগীতামূলক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়।

ডিপিএস: **বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: এর ব্যবসা সম্প্রসারণ লক্ষ্যে ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কীম) চালু করেছে।**

৯.৮.৪ MICR ইন্সস্ট্রুমেন্ট:

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে নিরাপদভাবে লেনদেনের জন্য MICR (Magnetic Ink Character Recognition) Code আধুনিক সম্বলিত চেক/পে- অর্ডার ইস্যু করা হয়।

৯.৮.৫ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ:

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য পদ লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে আমানতকারীগণ যাতে সারাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বল্প সময়ে ও নিরাপদ লেনদেন করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে BACH এর আওতায় BACPS ও BEFTN এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৯.৯ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর বিনিয়োগ সেবাসমূহ:

৯.৯.১ স্বল্প মেয়াদী ঋণ:

- আউশ, আমন, বোরো ঋণ;
- গম/আলু , রবি শস্য/শীতকালীন শাক-সবজি ঋণ;
- ভূট্টা/পাট/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ঋণ;
- ইক্ষু ঋণ;
- গভীর নলকূপ ঋণ;
- অগভীর নলকূপ ঋণ; এবং
- হস্তচালিত নলকূপ/রোয়ার পাম্প/ট্রেডল পাম্প ঋণ।

৯.৯.২ মধ্যম মেয়াদী ঋণ:

- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ;
- মৎস্য চাষ ঋণ;
- গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ;
- গাভীপালন /দুগ্ধ খামার ঋণ;
- ছাগল/ভেড়া খামার ঋণ; এবং
- হাঁস/মুরগি খামার ঋণ।

৯.৯.৩ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ:

- কৃষি ভূমির উন্নয়ন ঋণ;
- সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ; এবং
- হালের গরু/মহিষ ক্রয় ঋণ।

৯.৯.৪ অকৃষি ঋণ:

- ক্ষুদ্র ঋণ, মহিলা ও যুব কর্মসংস্থান ঋণ;
- সমবায় গৃহায়ণ ঋণ;
- প্রকল্প ঋণ;
- স্বর্ণ আমানত ঋণ;
- ক্যাশ ক্রেডিট;
- পল্লী প্রকল্প ঋণ;
- কনজুমার্স ঋণ (সরকারি ও আধাসরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য); এবং
- পার্সোনাল ঋণ (শুধুমাত্র সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য)।

৯.১০ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সর্বমোট ১১৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি এবং ঋণ গ্রহণকারী সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে;
- ব্যাংকের সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক আখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিক সমবায়ী সদস্যদের মধ্যে কৃষি ঋণ (স্বল্প/মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী), কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে কৃষি ঋণ প্রদান;
- ব্যাংকের সদস্য নয় এমন সমবায় সমিতির সদস্যদেরও আয়-বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে পল্লী প্রকল্প ঋণ (মৎস্য চাষ, গবাদী-পশু পালন, হাঁস মুরগি পালন, কুটির শিল্প) প্রদান;
- মহিলা সমবায়ী সদস্যদের জন্য স্বল্প মুনাফায় স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রকল্প ঋণ প্রদান;
- কনজুমার্স ও পার্সোনাল ঋণ প্রদান;
- স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার বন্ধকী ঋণ প্রদান;
- কনজুমার্স ও পারর্সোনাল ঋণ এবং প্রকল্প ঋণ, এসএমই ঋণের মুনাফা ৯% এ কার্যকর;
- ব্যাংকের কর্মচারীদের গৃহ-নির্মাণ, মোটর গাড়ী ও কম্পিউটার ক্রয় ঋণ প্রদান;
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং ঋণ গ্রহীতা সদস্যগণকে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরগুলোতে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবীক্ষণের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর সদস্যভুক্ত ৭৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং ৫৮টি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লি. এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোড নম্বর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৯.১১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর বিভিন্নমুখী সেবা ও কার্যক্রম:

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। এই ব্যাংকের নিবন্ধিত উপ আইন অনুযায়ী সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য সদস্য সমবায় সমিতি এবং অসদস্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তি সদস্যদের কৃষি ঋণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে পল্লী প্রকল্প ঋণ প্রদান

করা। এছাড়া ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনজুমার্স লোন, পার্সোনাল লোন, স্বর্ণ বন্ধকী লোন ইত্যাদি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০৭৮ জন এবং এ পর্যন্ত মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫২৩৭৩।

৯.১১.১ কৃষি ঋণ:

এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫২ সাল হতে সরকারী গ্যারান্টির বিপরীতে প্রতিবছর বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য এই ব্যাংককে স্বল্প সুদে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতো। এই ব্যাংকের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি. সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক (বর্তমানে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক), কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ ইত্যাদি। এই সকল কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি সমবায়ী কৃষক সদস্যদের এই নিয়মিত ভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ঋণ প্রদান করে আসছিল। ১৯৮৮-১৯৮৯ অর্থ বছর পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।

১৯৮৮-১৯৮৯ অর্থ বছরের পর সরকারী গ্যারান্টি প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আর কোন কৃষি ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫,০০০/- টাকা পযর্ন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ এর ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে সমবায় খাতে বিতরণকৃত কৃষি ঋণ মওকুফের আওতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু সাধারণ সমবায়ী কৃষক সমাজ সরকারী ঘোষণা বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত কৃষি ঋণের আসল ও সুদ/মুনাফা পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে এই ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত কৃষি ঋণের বিরাট অংশ মাঠ পর্যায় হতে আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একই সাথে সরকারী গ্যারান্টি প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ সহায়তা প্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এহেন অবস্থায় এই ব্যাংক ব্যাপক ভাবে আর্থিক সংকটে পড়ে এবং সমবায়ী কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণে অসামর্থ্য হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, মাঠ পর্যায়ে কৃষি সমবায় সমিতিসহ অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলি ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর আর্থিক দৈন্যতা ও মাঠ পর্যায়ে অনাদায়ী কৃষি ঋণের কথা বিবেচনা করে এই ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মাঠ পর্যায়ে অনাদায়ী কৃষি ঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে পর্যায়ক্রমে সরকার কৃষি ঋণের সুদ ও দণ্ডসুদের ভর্তুকি বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করে এবং আসল বাবদ পাওনা অর্থ পুনঃতফসিল করে পাঁচ বছরে আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমান সরকারের সহায়তার ফলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. প্রান্তিক কৃষকদের নিকট পাওনা সুদ ও দণ্ডসুদ সমন্বয় করলেও আসল বাবদ পাওনা অর্থ পুনঃতফসিল করে দিলেও সমুদয় পাওনা আসল আদায় করতে পারেনি। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে আসল বাবদ ব্যাংকের প্রায় ১৪৭১.৬৪ কোটি টাকা অনাদায়ী হয়েছে।

১৯৯০-১৯৯১ অর্থ বছর হতে এই ব্যাংক সদস্যদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও মুনাফা হতে গঠিত তহবিল দ্বারা নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই ব্যাংকটি এর সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি. সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক (বর্তমানে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক), কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সমবায় সমিতি ও প্রান্তিক সমবায়ী কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৯% সরল মুনাফায় রোপা-আমন, গম, রবি-শস্য, ভূট্টা, শীতকালীন শাক-সবজি, ইরি-বোরো, আউশ-বোনা আমন, পাট ও গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি আবাদে স্বল্প-মেয়াদী কৃষি ঋণ এবং সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, হাঁস/মুরগী পালন, ছাগল/ভেড়া পালন, মৎস্য চাষ ও নার্সারি উন্নয়নের জন্য মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ খাতে প্রদান**,** আদায়যোগ্য অর্থ**,** আদায় ও পাওনার বিবরণী নীচের ছকে প্রদান করা হলো:

ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ খাতে প্রদান, আদায়যোগ্য অর্থ, আদায় ও পাওনার বিবরণী:

ক. নিজস্ব তহবিল ঋণ:

(লক্ষ টাকা)

ব্যাংক/ সমিতির নাম	০১-০৭-২০২১ তারিখে পাওনা/বকেয়া			বিতরণ ২১-২২	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আদায়যোগ্য (মামলা বাদে)			আদায় ২০২১-২০২২ অথবছরে			আদায়ের	৩০-০৬-২০২২ তারিখে পাওনা/বকেয়া		
	আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট	অর্থ বছর	আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট	আসল	মুনাফা ও দন্ডমুনাফা	মোট	হার	আসল	মুনাফা ও দন্ড মুনাফা	মোট
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ	৪২১.৯৮	২৯৪.৭৭	৭১৬.৭৫	০.০০	৩৫৬.০০	১৯৮.৯০	৫৫৪.৯০	৪৮.৫৪	১৬.১২	৬৪.৬৬	১১.৬৫%	৩৭৩.৪৪	৩১৪.৪০	৬৮৭.৮৪
কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি লিঃ	০.৫৭	০.২৩	০.৮০	০.০০	০.৫৭	০.২৩	০.৮০	০.০১	০.০১	০.০২	২.৫০%	০.৫৬	০.২৮	০.৮৪
উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	১.৫৩	১৩.৭৮	১৫.৩১	০.০০	১.৫৩	১৩.৭৮	১৫.৩১	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.৩৩%	১.৫৩	১৩.৭৩	১৫.২৬
সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ	৬৯২.৫৪	৭২১.১০	১৪১৩.৬৪	০.০০	৬১২.২৭	৬৪৯.১৬	১২৬১.৪৩	৫১.৯৫	২০.৮৫	৭২.৮০	৫.৭৭%	৬৪৩.১৯	৭৫৩.১২	১৩৯৬.৩১
মোটঃ	**১১১৬.৬২**	**১০২৯.৮৮**	**২১৪৬.৫০**	**০.০০**	**৯৭০.৩৭**	**৮৬২.০৭**	**১৮৩২.৪৪**	**১০০.৫০**	**৩৭.০৩**	**১৩৭.৫৩**	**২০.২৫%**	**১০১৮.৭২**	**১০৮১.৫৩**	**২১০০.২৫**

বি.দ্র. পাওনা ঋণের মধ্যে মামলাযুক্ত ৪টি সমিতির নিকট আসল ৪৬.৯২ লক্ষ টাকা, মুনাফা ১৬৭.৫৫ লক্ষ টাকা মোট ২১৪.৪৪ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

খ. পুনঃতফসিলকৃত ঋণ:

(লক্ষ টাকার)

ব্যাংক/ সমিতির নাম	০১-০৭-২০২১ তারিখে মাঠে পাওনা			২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আদায়	সর্বমোট হালনাগাদ আদায় (৩০.০৬.২০২২ পর্যন্ত)	৩০.০৬.২০২২ তারিখে মাঠে পাওনা		
	আসল	মুনাফা	**মোট**	আসল	আসল	আসল	মুনাফা	**মোট**
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি.	১১৩১.৮৭	০.০০	১১৩১.৮৭	৪.৪৪	৩৩৯৫৮.৩৬	১১২৭.৪৩	০.০০	১১২৭.৪৩
কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি লি.	১০৬.৫৯	০.০০	১০৬.৫৯	০.৭১		১০৫.৮৮	০.০০	১০৫.৮৮
উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি.	১১৬.৩৮	০.০০	১১৬.৩৮	০.৩১		১১৬.০৭	০.০০	১১৬.০৭
সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লি.	১২২.৩৫	০.০০	১২২.৩৫	০.০৯		১২২.২৬	০.০০	১২২.২৬
সর্বমোটঃ	**১৪৭৭.১৯**	**০.০০**	**১৪৭৭.১৯**	**৫.৫৫**	৩৩৯৫৮.৩৬	**১৪৭১.৬৪**	**০.০০**	**১৪৭১.৬৪**

বি.দ্র. পাওনা ঋণের মধ্যে মামলাযুক্ত ১০টি সমিতির নিকট আসল ৩৬০.৪০ লক্ষ টাকা টাকা পাওনা রয়েছে।

গ. অন্যান্য কৃষি ঋণ (স্বাধীনতাপূর্বকালীন সময়ের দাদনকৃত):

(১) ১৯ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিকট পল্লী প্রকল্প/USAID ঋণ বাবদ আসল ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা, মুনাফা ২৩২.৭৩ লক্ষ টাকা মোট ২৯১.১৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

(২) ১৮ টি সমবায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিকট Bank Own Fund খাতে আসল ১২.০৫ লক্ষ টাকা, মুনাফা ৭৯.৩৮ টাকা মোট ৯১.৪৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

উক্ত সমিতিগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সমিতি অকার্যকর ও অস্তিত্বহীন। এছাড়া ঋণ গ্রহিতা সদস্যগণও বেঁচে নেই।

৯.১১.২ অকৃষি পল্লী প্রকল্প ঋণ (মহিলা):

এই ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। সেই লক্ষ্যে এই ব্যাংকের সদস্য এবং সদস্য নয় এমন মহিলা সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ও উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে জামানতবিহীন ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক ৯% সরল মুনাফায় হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প, হাঁস/মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ইত্যাদি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মহিলা সমবায় সমিতিতে কোন দাদন করা হয়নি। এ পর্যন্ত ৩০টি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৯২৯ জন মহিলাকে ০৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঋণ দাদন করা হয়।

৯.১১.৩ পার্সোনাল লোন:

সরকারী বেতন ভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সাজসজ্জা/মেরামত, চিকিৎসা (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের), শিক্ষা (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের), মটরযান ক্রয়, বিবাহ সংক্রান্ত (নিজের অথবা পরিবারের সদস্যের) খাতে ৯% সরল মুনাফায় সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণের সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৮৩ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৫৪১৮ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ১৩০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৪৮.৯২%।

৯.১১.৪ স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ:

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঋণ দাদনের পরিমান ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ৩০-০৬-২০২২ তারিখ পর্যন্ত এ ঋণের স্থিতি ২৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ও গ্রাহক সংখ্যা ২০৪০ জন। ১% বীমাসহ এ ঋণের মুনাফার হার ১৮% (সরল সুদ)।

৯.১১.৫ কনজুমার্স ঋণ:

স্বল্প আয়ের সরকারী/আধা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও গৃহ সাজ-সজ্জা বাবদ সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ঋণের মুনাফার হার ৯% (সরল মুনাফা)। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কনজুমার্স ঋণের দাদন নেই। এ পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২৪৮৯ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ৪৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৭৯.০৫ %।

৯.১১.৬ পল্লী প্রকল্প ঋণ কার্যক্রম:

সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এর সদস্যভুক্ত সমবায় সমিতি, অ-সদস্য সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি/কর্মকান্ডে জামানতবিহীন ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা/চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা হারে দুই বছর মেয়াদী মাসিক/ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধের শর্তে ৯% সরল মুনাফায় হাঁস মুরগী, গাভী পালন, পাট ও পেয়াজ, হস্ত শিল্প, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, তরমুজ চাষ, বাশঁ ও বেত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কচু ও কচুর লতি চাষ ইত্যাদি খাতে এই ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯৫ টি সমবায় সমিতি হতে আসল বাবদ ১০২৩.৩২ লক্ষ টাকা, মুনাফা বাবদ ২৪৬.৭২ লক্ষ টাকা সর্বমোট ১২৭০.০৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। বিভাগওয়ারী পল্লী প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায়ের বিবরণ সংক্ষেপে নীচে উপস্থাপন করা হলো:

বিভাগওয়ারী পল্লী প্রকল্প ঋণ দাদন ও আদায়ের সারসংক্ষেপ (৩০শে জুন/২০২২ ইং পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	ঋণ দাদনের পরিমাণ	সমিতির সংখ্যা	সুবিধা ভোগীর সংখ্যা	আদায়যোগ্য		আদায়		মাঠে পাওনা		আদায়ের হার
					আসল	মুনাফা	আসল	মুনাফা	আসল	মুনাফা	
১	ঢাকা	৪২৪	২৯	১১৬৮	৪২৪.০০	১৪৮.২১	৩২০.৬৯	৮৫.২৯	১০৮.২৫	৮১.৯৩	৭১%
২	চট্টগ্রাম	৪৪.০০	০২	৮৮	৪৪.০০	১৮.৫৫	৩০.৬৫	৮.০০	২০.৪৬	১৯.১৯	৬১%
৩	রাজশাহী	৪৮৯.০৫	২৪	৫৬৪	৪৮৯.০৫	২২০.৬৬	২৯৯.৯৩	৪২.৩৬	২০৩.০১	১৮৬.২০	৪৮%
৪	খুলনা	১৩৩.৩০	০৯	৩২১	১৩৩.৩০	৮৬.৬৪	৬৫.৩৩	৩১.০৮	৭৩.৪৩	৭০.৭৮	৪৫%
৫	বরিশাল	১৪.২৫	০২	৩৬	১৪.২৫	৮.৪৯	১০.১৫	৩.৯৩	৫.০১	৬.১৮	৬২%
৬	রংপুর	২৬৬.৯০	১৩	৫৯৬	২৬৬.৯০	১৩৮.৩৭	১৬২.৫৯	৩৮.৬৪	১০৮.৭০	১১৯.৭০	৫০%
৭	সিলেট	২২.৪০	০৩	৬০	২২.৪০	১৩.৯৫	১৩.৭৭	৪.৭৬	১০.৭৮	১২.৬৭	৫১%
৮	ময়মনসিংহ	১৪৮.৭০	১৩	৩৪১	১৪৮.৭০	৪৮.৯৫	১২০.২১	৩২.৬৬	২৮.১৭	২৫.৩৪	৭৭%
	মোটঃ	১৫৪২.৬০	৯৫	৩১৭০	১৫৪২.৬০	৬৮৩.৮২	১০২৩.৩২	২৪৬.৭২	৫৫৭.৮১	৫৩১.৯৯	৫৭.০৪%
সর্বমোট					২২২৬.৪২		১২৭০.০৪		১০৮৯.৮০		

৯.১২ ব্যাংকের খেলাপী ঋণ আদায় ও মামলা নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. হতে ঋণ গ্রহীতা বিভিন্ন সমবায় সমিতির সঙ্গে খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে অনেক আগে থেকে বিভিন্ন মামলা চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের শুরুতে ডিসপুট, মানিজারী, রীট পিটিশন, সিভিল রিভিশন এবং প্রকল্প, কনজুমার্স ও পার্সোনাল ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ৭৬ টি। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৩৩ (তেত্রিশ) টি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। যেহেতু ঋণ খেলাপী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সকলেই আমাদের সদস্য শেয়ার হোল্ডার প্রতিষ্ঠান সেহেতু বিগত বছরের ন্যায় আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরও ০৫ টি মামলা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং ০৪ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এই অর্থ বছরে বিভিন্ন সমবায় সমিতি প্রকল্প, কনজুমার্স ও পার্সোনাল ঋণ খেলাপী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ ৮০.১৫ লক্ষ টাকা।

৯.১৩ কর্পোরেট তথ্য:

প্রতিষ্ঠানের নাম		বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.
আইনগত সত্তা	:	১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লি. ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. নামে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী পরিচালিত। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে।
প্রতিষ্ঠাকাল	:	৩১ মার্চ ১৯৪৮খ্রি.
কার্যক্রম শুরুর তারিখ	:	০১ এপ্রিল ১৯৪৮খ্রি.
অনুমোদিত মূলধন	:	১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা
পরিশোধিত মূলধন	:	৭,৪৯,১৬,৬৬৩.০০ টাকা (৩০-০৬-২০২২ তারিখ পর্যন্ত)

শেয়ারের মালিকানা	:	সরকার ১৮.৬৯%, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান ৮১.৩১%।
সদস্য সংখ্যা	:	৪৪৭ টি
পরিসম্পদ	:	৪৮১,০৯,১৬,১৮১.০৯ টাকা
প্রতি শেয়ারের মূল্য (Face value)	:	১০০০ (এক হাজার) টাকা।
কার্যক্রমের ধরণ	:	সমবায় সমিতিসমূহকে কৃষি ঋণ, প্রকল্প ঋণ, সরকারি/আধাসরকারি চাকুরিজীবীদের কনজুমার্স ঋণ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পার্সোনাল ঋণ, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ প্রদানসহ সকল পর্যায়ে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
সভাপতি	:	ড. হুমায়রা সুলতানা (অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)।
	:	
মহব্যবস্থাপক: (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা)	:	জনাব ঝর্ণা প্রভা দেবী (ভারপ্রাপ্ত)
প্রধান কার্যালয়	:	৯-ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
আন্তর্জাতিক সংস্থা	:	২০১৫ সালে International Co-operative Alliance (ICA) এবং ২০১৯ সালে International Co-operative Banking Association (ICBA) এর সদস্যপদ লাভ করেছে।
অডিট দলনেতা (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	:	জনাব রাশিদা মুসতারীন, যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
আয়কর উপদেষ্টা	:	জনাব এ.কে.গোলাম কিবরিয়া (এফসিএ)
আইন উপদেষ্টা	:	জনাব এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	:	অনুমোদিত-৩৩২ জন, কর্মরত-২২৭ জন (১৬-০৮-২০২২ পর্যন্ত)।
দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর	:	০২২২৩৩৮৪৬২৮, ০২২২৩৩৮৭৮০০, ০২২২৩৩৫৬২৪০, ০২২২৩৩৮৮৪২২
ব্যাংকের ওয়েব সাইট	:	www.bsbl.org. bd
ব্যাংকের ই-মেইল	:	bdbsbl_bank@yahoo.com bsblrdcd@gmail.com

৯.১৪ স্থির চিত্রে সমবায় ব্যাংক এর কার্যক্রম পরিক্রমা

চিত্রঃ ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, ব্যাংকের গত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

চিত্রঃ ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি

চিত্র: ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, ব্যাংকের গত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা

চিত্র: ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ব্যাংকের কর্মকর্তা

চিত্র: ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন একজন সমবায়ী প্রতিনিধি

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ব্যাংকের কমর্কর্তাবৃন্দ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পন

চিত্র: ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-২০২২ জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন এই ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কমর্কর্তাবৃন্দ

চিত্র: ১০-০৩-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রম অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

www.milkvita.org.bd

পটভূমি:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের ''আমূল'' পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়।

১০.২ ভিশন (Visson):

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

১০.৩ উদ্দেশ্য:

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১০.৪ প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম:

জনবল কাঠামো- বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর জনবল কাঠামো-২০২০ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতি এবং ১১ (এগার) জন সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত। বর্তমান জনবল কাঠামো মোতাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০১ (এক) জন (প্রেষণে যুগ্ম-সচিব), মহাব্যবস্থাপক ০৪ (চার) জনের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত ২ জন (প্রেষণে ০১ জন উপ-সচিব পর্যায়), অতি: মহাব্যবস্থাপক ০৬ (ছয়) জনের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত ০৩ জন (প্রেষণে ০১ জন সমবায় অধিদপ্তর হতে) এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১০৭৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং চিঠিপ্রাপ্ত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক ৮০৭ জন কর্মরত রয়েছেন।

জনবল নিয়োগ: ২০২০-২১ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের শূন্য পদে কোন নিয়োগ হয়নি।

পদোন্নতি প্রদান: ২০২১-২২ অর্থ বছরে জনবল কাঠামো-২০২০ অনুমোদনের আলোকে দীর্ঘদিনের পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ২৬ জন কর্মকর্তা এবং ২৩৯ জন কর্মচারী মোট ২৬৫ জনের পদোন্নতি হয়েছে।

১০.৫ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সমিতি গঠন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

(ক) প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা:

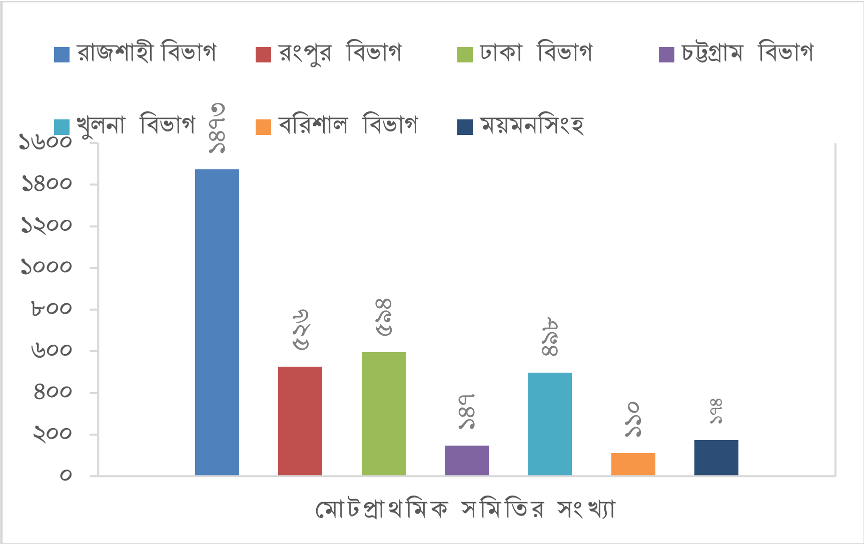

সর্বমোট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যাঃ ৩৫১৯ টি

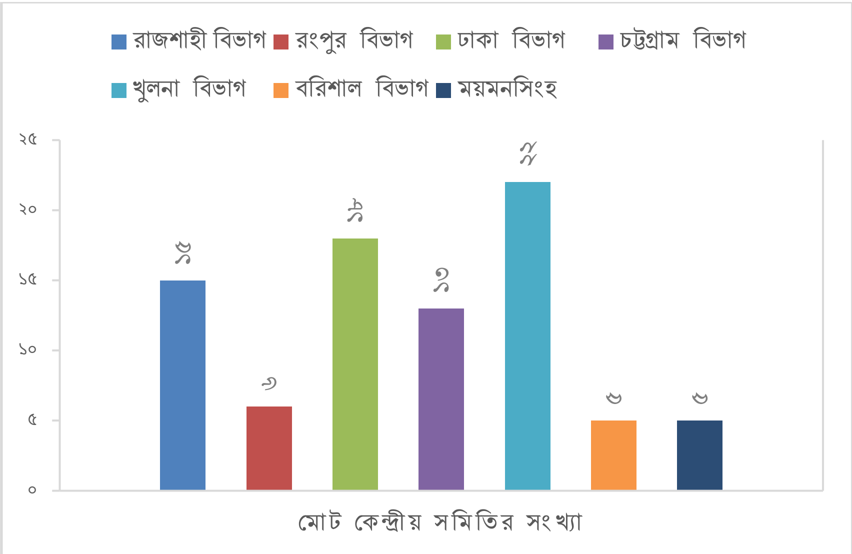

সর্বমোট কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাঃ ৮৪ টি

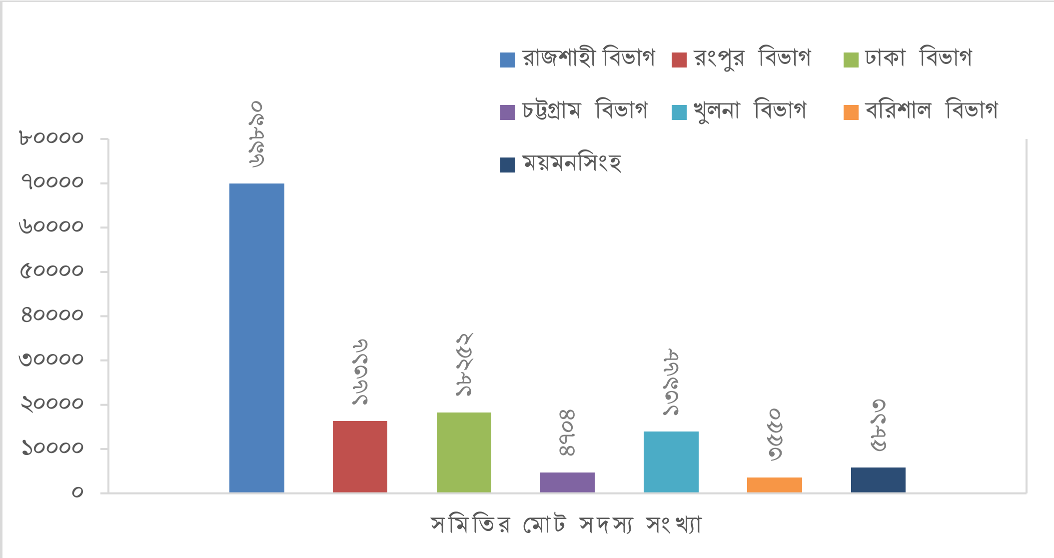

সমিতির মোট সদস্য সংখ্যাঃ ১,৩২,৪৯৩ জন

(খ) **কার্যকরী এলাকা:** দেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪২টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ৬৬৫টি ইউনিয়নে মোট ৩২৫০টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) **দুগ্ধ সংগ্রহ:** ২০২১-২০২২অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র মোট দুগ্ধ ও সংগৃহীত দুধের পরিশোধিত মূল্য সংক্রান্ত তথ্যসমূহ:

অর্থবছর	মোট দুগ্ধ সংগ্রহ (লিঃ) (লক্ষ লিটার)	প্রতি লিটার দুধের গড় দাম (টাকা)	মোট দাম (কোটি টাকা)
জুলাই, ২০২১ হতে জুন ২০২২	৩৮৯.৯৪	৪৩.১১	১৬৮.১১

ঘ) **২০২১-২২ অর্থবছরে চালুকৃত দুগ্ধ শীতলীকরণ সমূহ:**

১.	স্থান	ঠিকানা		ধারণ ক্ষমতা ক্ষমতা (লিটার)	চালুর তারিখ
		উপজেলা	জেলা		
২.	বৈরাতিরহাট	মিঠাপুকুর	রংপুর	২,০০০	১৪ আগস্ট, ২০২১
৩.	ভোলা	ভোলা সদর	ভোলা	৫,০০০	২৫ আগস্ট, ২০২১
৪.	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি	২,০০০	২৫ আগস্ট, ২০২১
৫.	চরভদ্রাসন	চরভদ্রাসন	ফরিদপুর	২,০০০	১৫ সেপ্টে,২০২১
৬.	আলফাডাঙ্গা	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২,০০০	০১ ডিসেম্বর,২০২১
৭.	ফুলপুর	ফুলপুর	ময়মনসিংহ	৩,৫০০	২৫ মার্চ'২০২২

১০.৬ আর্থিক বিবরণী:

নং	বিবরণ (৩০শে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত)	কোটি টাকায়
১	সরকারী ইক্যুইটি	৪১.৫০
২	সমবায়ীদের শেয়ার মূলধন	৪৯.০৮
৩	সরকারী ঋণ	২৬.২০
৪	আবর্তক তহবিল	৫.০০
৫	স্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে) (প্রকল্প বাদে)	১০৩.৪১*
৬	অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য (প্রকল্প সহ)	৪৬৯.৭৯*
৭	নীট লাভ (২০২০-২০২১) (অনিরীক্ষিত)	০.৭৫
৮	বাৎসরিক টার্ণওভার	৩১৭.৩৩
৯	সামাজিক কল্যাণ খাতে (CSR) বাৎসরিক অনুদান	০.০৬
৯	স্থায়ী আমানত	৬৯.১৯
১০	চলতি তহবিল	৩২.০০ (প্রায়)
	(অনিরীক্ষিত)	
	*তথ্য আপডেট ৩০/০৬/২১ পর্যন্ত	

১০.৭ সমিতি বিভাগের ২০২১-২০২২ বৎসরের তথ্যাবলী:

১.	দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমান (লিটার)	-	৩.৯৫ কোটি লিটার, বিক্রয়: ৩.১৭ কোটি লিটার
২.	মোট গবাদিপশুর সংখ্যা	-	৩.৯৭ লক্ষ টি
৩.	জরুরী ও ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা	-	১১০,০০০ টি
৪.	মোট টীকা দান	-	২.৫০ লক্ষ ডোজ
৫.	কৃত্রিম হিমায়িত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ	-	১,১৯,৭৪২ ডোজ
৬.	কৃত্রিম প্রজনন	-	১,১১,৮৮৯ ডোজ
৭.	শংকর জাতের গো-শাবক জন্ম	-	৩৮,৬৩৯ টি
৮.	মোট ব্রিডিং বুলের সংখ্যা	-	০৮টি
৯.	উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ (একর)	-	২৫০০ একর
১০.	উচ্চ ফলনশীল ঘাসের বীজ বিতরণ	-	১০ টন
১১.	বাথান জমি বিতরণ (একর)	-	১০৬২.৯৬ একর
১২.	বাথান জমি ভোগকারী সমিতির সংখ্যা	-	৪৪ টি
১৩.	ভ্যাকসিন, ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ	-	২০ লক্ষ টাকা
১৪.	নাইট্রোজেন গ্যাস সরবরাহ	-	৩৬০০ লিটার
১৫.	গো-খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ	-	৩০০০ মে: টন
১৬.	গাভী ঋণ বিতরণ (আবর্তক,সিডিএফ)	-	২,৭৪,০০,০০০.০০
১৭.	মোট পশু চিকিৎসক	-	৪১ জন
১৮.	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	-	১২ জন
১৯.	সমিতি সংগঠক	-	৬৮ জন
২০.	এল.এফ.এ.আই	-	১৮৯জন
২১.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	-	২২১ জন

১০.৭ বিপণন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড মিল্কভিটা ব্রান্ডে প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন পণ্য তৈরি/নামে চলমান পণ্যের মান উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বর্তমানে মিল্কভিটা ব্রান্ডে ২২ ধরণের পণ্য বিপণন করা হচ্ছে যা নিচের চার্টে বিশদ উপস্থাপন করা হ'ল:

পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী (লক্ষ টাকায়):

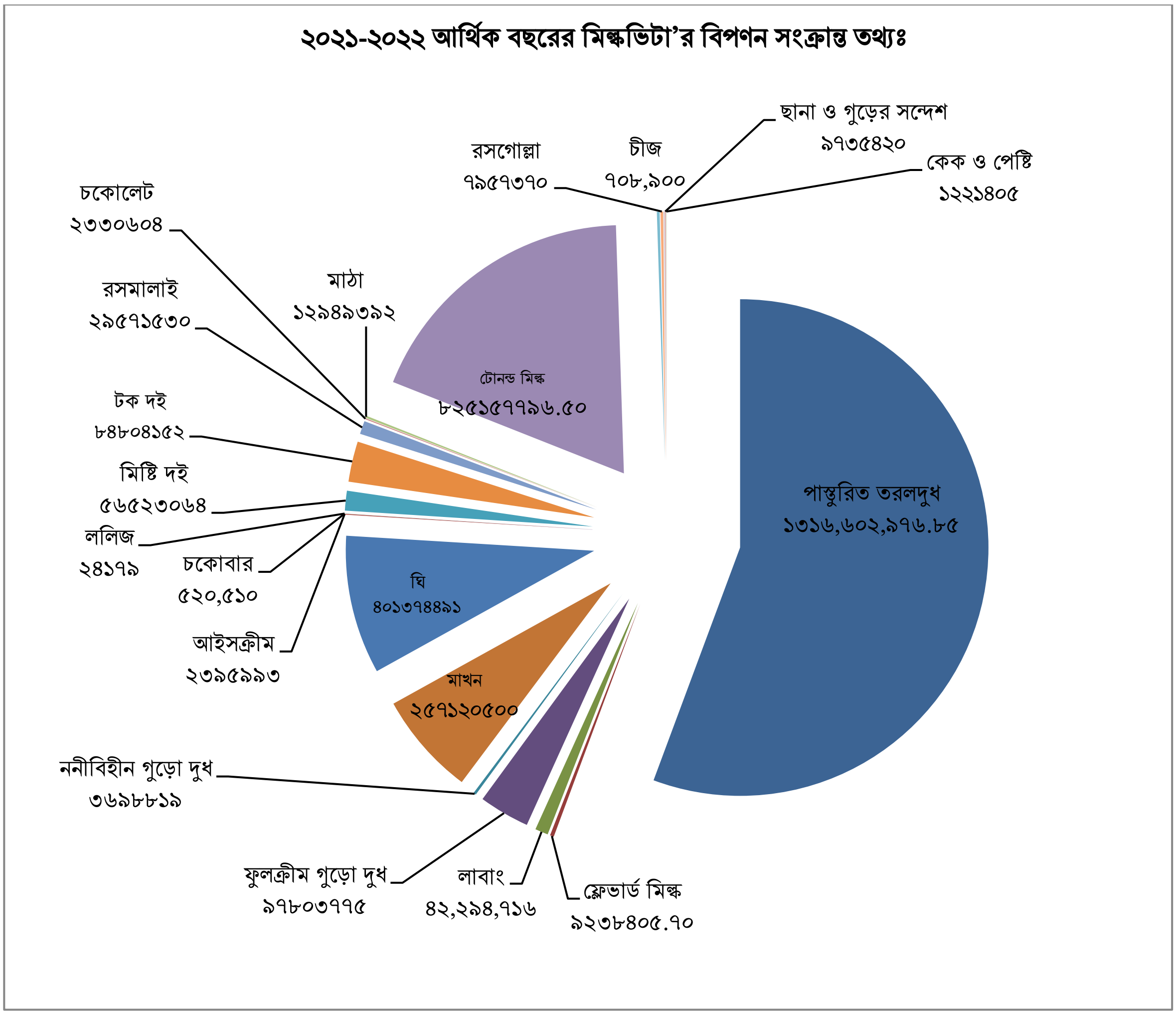

সর্বমোট বিক্রয়: ৩,১৬৬,৯২১,০৯৪.০৫ টাকা

১০.৮ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

ক) মিল্ক ইউনিয়নে 'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন:

১৮ অক্টোবর ২০২১ 'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপনের অংশ হিসেবে ০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিশুদের মাঝে ফ্লেভার্ড মিল্ক ও চকোলেট বার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

খ) মিল্ক ইউনিয়নে জাতির পিতা'র ১০১তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী (মুজিব বর্ষ, ২০২২)-তে প্রধান কার্যালয়সহ কারখানাসমূহে জাতীয় প্রোগামের সাথে সমন্বয় করে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের নিয়ে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

গ) মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক শোক দিবস উদযাপন:

মুজিব বর্ষ, ২০২২ উপলক্ষ্যে ১৫ আগষ্ট' ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক পালন করা সহ দোয়া মাহফিল ও কোরআন খতমের আয়োজন করা হয়।

ঘ) **মুজিব বর্ষ, ২০২২ উদযাপনের অংশ হিসেবে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস/২০২২ উদযাপন:**

মুজিব বর্ষ, ২০২২ উদযাপনের অংশ হিসেবে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস/২০২২ এ ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে ফ্লেভার্ড মিল্ক ও চকোলেট বার বিতরণ করা হয়।

ঙ) বিশেষ সাধারণ সভা:

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) এর বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২২ গত ১৩মে, ২০২২ খ্রি: প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিটির আহবায়ক জনাব রাশিদা মুস্তারিন (যুগ্ম নিবন্ধক) "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২২ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ভোটার ফলাফল ঘোষনা করেন। উক্ত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় সভাপতি পদে জনাব শেখ নাদির হোসেন সমগ্র বাংলাদেশ নির্বাচনী অঞ্চলে নির্বাচিত হন, সহ-সভাপতি হিসেবে শামসুল আরেফীন সহ আরও ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য নির্বাচিত হয়।

১০.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থসংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি: (মিল্কভিটা) তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে শুদ্ধাচার চর্চা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সিটিজেন চার্টার, উদ্ভাবনী চর্চা, তথ্য অধিকারসহ অন্যান্য সকল প্যারামিটার অত্যন্ত সুন্দর ও সফলভাবে পরিচালননা করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন দুগ্ধ উৎপাদন মুখী সমবায় সমিতি গঠন, দুগ্ধ সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২০০টি নতুন দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রায় ৪০০০ জন নতুন জনগোষ্ঠীকে দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে সদস্যদের জন্য নতুন আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

১০.১০ মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত চলমান প্রকল্প গুলোর সংক্ষিপ্তসার (Synopsis):

নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি
চলমান প্রকল্প :			
১.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০,৫৯৩.২৩	১ম সংশোধিত ডিপিপি গত০২/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প	৪৭৯৪.০০	পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ৩০ শে জুন ২০২১

নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি
			পর্যন্ত। কিন্তু কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০ শে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।
৩.	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প	৩৫৪৪৯.৬৮	পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবিত মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
নতুন প্রকল্প :			
১.	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাতউন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প	২৬৯৭৩.০০	অর্থের ধরন নির্ধারণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটার গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প	৩৩,০৫২.৮৪	প্রকল্পের অর্থায়ন ও জনবলের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২/০৮/২০১৮ইং তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসেনসিয়াল ড্রাগস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ২৫৭ নং ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩.	৩০ তলা বিশিষ্ঠ দুগ্ধ ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৪৬৫৯৪.৭৩	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ২৫৫ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
৪.	৫টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন	১৪৩৫২৯.৭৫	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ২৫৬ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
৫.	গুণগত মান সম্পন্ন দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেল ফার্ম স্থাপন শীর্ষক পাইলট প্রকল্প	৪৯৯৪.০৮	ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ২৫৮ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
৬.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডেল খামার স্থাপনের পাইলট প্রকল্প	৪৯৯০.৯৬	ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ২৫৯ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

১০.১১ উপসংহার:

সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক কর্মকান্ড আরো সুদৃঢ় করবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করা হবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৪১টি জেলায় কর্মযোগ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারা দেশব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে এক দিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে। মিল্কভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র্য বিমোচণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক অসামান্য সেতুবন্ধন।

১০.১৩ স্থির চিত্রে মিল্কভিটার কার্যক্রম পরিক্রমা

চিত্র: ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদযাপনের অংশ হিসেবে তেজগাঁও আর্দশ স্কুল এন্ড কলেজ এর শিক্ষার্থীদের মাঝে ফ্লেভার্ড মিল্ক ও চকোলেট বার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিত্র: বঙ্গাবন্ধু’র জন্মদিন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত এবং কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন

চিত্র: বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২২ এ রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে মিল্কভিটা ফ্লেভার্ড মিল্ক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত অনষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

চিত্র: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে “বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২২” উদযাপনের অংশ হিসেবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে মিল্কভিটা ব্রান্ডের ফ্লেভার মিল্ক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়

চিত্র: বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২২

চিত্র: মিল্ক ইউনিয়নের ইফতার মাহফিল আয়োজন

চিত্র: চিত্রবিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০২২ উদযাপন

চিত্র: চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশদের জন্য মিল্কভিটার সৌজন্যে ছাতা বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

www.bncfrd.org

প্রারম্ভিকা:

যুদ্ধবিধ্বস্থ স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতির অভূতপূর্ব সফলতাকে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য সরকার আইআরডিপি (বর্তমানে বিআরডিবি)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীতে আইআরডিপি কর্তৃক পরিচালিত থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা টিসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আইআরডিপি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৩ সালের ২৮'শে আগস্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলদেশের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোকে সমবায়ের মাধ্যমে পুনঃগঠন ও পুনঃবাসন করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের যাত্রা শুরু। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য গ্রাম বাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন মানুষদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তায় ভূমিকা পালন করে আসছে।

জন্মলগ্ন সমবায় ফেডারেশন ৪৬৬টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ) এর সমবায়ীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, পুঁজিগঠন, ক্ষুদ্র ঋণ দাদন, আদায়, প্রচার ও প্রকাশনা, জনগণকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা। এছাড়াও সমবায়ীদের সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও সমাধান এর কথা সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নজরে এনে তা সমাধানের ব্যাপারে বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ইউসিসিএগুলোর এপেক্স বডি হিসেবে বলিষ্ঠ ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১১.২ রূপকল্প (Vision):

দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

১১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

পল্লীর কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-নির্ভর আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিসিএ গঠন ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ।

১১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় এবং পেশাভিত্তিক বিশেষ সমবায় গঠনে সহায়তা করে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা;
- জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে, বিশেষ করে কৃষি ও শিল্পে উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;
- দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সদস্যদেরকে নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমবায় সমিতিগুলির যৌথ মূলধন গড়ে তুলতে সহায়তা করা;
- সমবায় আন্দোলনকে সার্থক ও সার্বজনীন রূপদান করবার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আঞ্চলিক সভা করা;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;

- সমবায়ের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর গবেষণা, সেমিনার এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও গতিশীল করা;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবায়ের স্বার্থে আলোচনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা করা; এবং
- দেশে বিদেশে সমবায়ের স্বার্থে প্রচার ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশনা করা। সভ্য সমবায় সমিতিগুলির স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার 'সার্ভিস' ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা।

১১.৫ অভিলক্ষ্য সাংগঠনিক কাঠামো:

ক) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সংগঠিত, নিবন্ধিত ও পরিচালিত হয়;

খ) ফেডারেশনের অংগ সংগঠনগুলো হচ্ছে "জেলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন" ও সমগ্র দেশের উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি.;

গ) সভ্য উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)-এর প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও ১০জন পরিচালকসহ মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ফেডারেশন পরিচালিত হয়;

ঘ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে;

ঙ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ) একটি সংবিধিবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। যার নিজস্ব অবকাঠামো, দক্ষ জনবল, নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিআরডিবি'র প্রেষণে নিয়োজিত ৩জন কর্মকর্তা কর্মরত এবং প্রতিটি গ্রামে নিবন্ধিত প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) এর র্নিবাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে;

চ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ) এর ২২০০ জন কর্মচারী রয়েছে;

ছ) উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ;

জ) ৪৭৯টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)-এর শেয়ার সঞ্চয়সহ মূলধনের পরিমান ৫৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা;

ঝ) সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালন পর্ষদের সদস্য;

এবং

ঞ) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন আন্তর্জাতিক কৃষি উৎপাদক সংস্থা (আইএফএপি) ও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ)-এর সদস্য ছিল।

১১.৬ বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি:

সমবায় অধিদপ্তর র্কতৃক গঠিত নির্বাচন কমিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২৯.১০.২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও সহ-সভাপতিসহ ১০জন পরিচালক চূড়ান্তভাবে র্নিবাচিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	নাম	পদরে নাম	ইউসসিএি/জেলা
১.	জনাব বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল	সভাপতি	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মনির	সহ-সভাপতি	পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী
৩.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	পরিচালক	বিরামপুর, দিনাজপুর
৪.	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান	পরিচালক	বগুড়া সদর, বগুড়া
৫.	জনাব এ এম শাহিন	পরিচালক	গোদাগাড়ী, রাজশাহী
৬.	জনাব শেখ কামরুজ্জামান	পরিচালক	ফকিরহাট, বাগেরহাট
৭.	জনাব এইচ এম হাসান আল মামুন (লিমন)	পরিচালক	নলছিটি , ঝালকাঠি
৮.	জনাব এস এম মিজানুর রহমান	পরিচালক	বোয়ালখালী , চট্টগ্রাম
৯.	জনাব কাজী খায়রুল আলম	পরিচালক	হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ (আন্জাব)	পরিচালক	হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ
১১.	জনাব তাজুল ইসলাম	পরিচালক	সিরাজদীখান, মুন্সীগঞ্জ
১২.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	পরিচালক	মেলান্দহ, জামালপুর

১১.৭ ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভায় গৃহীত পদক্ষেপ:

কৃষক সমবায়ীদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে:

- ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মাসিক কার্যভাতা ও পরিচালকদের বৈঠকি ভাতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের মুখপত্র আজকের সমবায় পত্রিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ওয়েব সাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় তৈরি করা হয়েছে;
- ইউসিসিএ'র ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণের সিলিং সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনের লক্ষে সমবায় বাজার স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- যে সব উপজেলায় ইউসিসিএ ভবন নেই সে সব এলাকায় ইউসিসিএ ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণের বিষয়ে বিআরডিবি'র ৪৭তম বোর্ড সভায় মন্ত্রণালয় হতে স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- ইউসিসিএ'র সভাপতিদের নাম ও মোবাইল নম্বর সমবায় ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক সমবায়ী সংস্থা আইসিএ, আইএফএপি'র সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে;
- ২২ দিলকুশা সমবায় ফেডারেশন ভবন ফেডারেশনের নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বেদখল এর হাত থেকে রক্ষার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

- উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিতে ইউসিসিএ'র সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তকরণে মন্ত্রণালয় উপজেলা আইন সংশোধনের সময় সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করবেন এ মর্মে ফেডারেশনকে অবহিত করেন;

- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) সংশোধনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত পত্র মোতাবেক-পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে ৫বছরে উন্নীতকরণ এবং অবসর প্রথা বাতিলকরণের সুপারিশ প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় আইন/১৮ খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা প্রক্রিয়াধীন;

- আবর্তক কৃষি ঋণ খাতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- যে সকল ইউসিসিএ'র এফডিআর এর ওপর লিয়েন আরোপিত আছে, এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হলে তারা বিআরডিবি, সমবায় ফেডারেশন ও সোনালী ব্যাংক ত্রি-পক্ষিয় বৈঠকের প্রস্তাব করেন যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- ইউসিসিএ কর্মচারীদের চাকুরীবিধি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫০ কোটি টাকা স্যালারী সাপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রাজস্বভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

১১.৮ জাতীয় দিবস, বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ পালন:

(ক) ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন:

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় সমবায় ফেডারেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে দিনের কর্মসুচী শুরু হয়। পরবর্তীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস' ২১:

৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ও জাতীয় সমবায় পুরষ্কার' প্রদান সভা বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি। বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং সমবায় ইউনিয়নের সম্মানিত সভাপতি ও মিল্ক ভিটার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাদির হোসেন লিপু। সভায় সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।

(গ) বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫২তম সভা অনুষ্ঠিত:

৩ এপ্রিল রোজ রবিবার ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র পরিচালনা পর্ষদের ৫২তম সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম এমপি। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্রাচার্য্য এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। সভা পরিচালনা করেন বিআরডিবি'র সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু। বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি জনাব খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(ঘ) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যক্রর করার লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা:

২৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যক্রর করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মশালা সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হল (৯ম তলায়) অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সমবায় অধিদপ্তরের সম্মানিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি জনাব খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল। এ সময় সংশ্লিষ্ট র্কমকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(ঙ) বিআরডিবি ও সমবায় ফেডারেশনের দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত:

২৬ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের দ্বি-পাক্ষিক সভা বিআরডিবি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবি'র সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু। বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি জনাব খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল, সহ-সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান মনির, পরিচালক যথাক্রমে জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান, মোঃ মনিরুজ্জামান জুয়েল, জনাব এ এম শাহিন, জনাব মোঃ কামুরুজ্জামান, জনাব এইচ এম হাসান আল মামুন লিমন, জনাব মোঃ এস এম মিজানুর রহমান, জনাব আব্দুল ওয়াহেদ আঞ্জাব সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিআরডিবি'র সম্মানিত পরিচালকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১১.৯.২২ দিলকুশা সমবায় ফেডারেশন ভবন:

২২নং দিলকুশাস্থ সমবায় ফেডারেশন ভবন নিয়ে সৃষ্ট কাগজপত্রের মাধ্যমে এর মালিকানা দাবী করে স্পেক্ট্রা হাউজিং কোম্পানীর উচ্ছেদ মামলা করে নং-১১৪/০৯ যার জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। বিআরডিবি হতে ০৭.১১.২০১৭ খ্রি. তারিখে ভবনের বিষয়ে সহকারী কমিশনার, ডেমরা সার্কেলে পত্র প্রেরণ করে। ১৯৮৩ সালের আগে বিআরডিবি ভবনটি ব্যবহার করে আসছিল। বিআরডিবি ৫ কাওরান বাজারে নিজস্ব ভবন হওয়ায় বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সালে সমবায় ফেডারেশনকে ব্যবহারের জন্য ভবনটি দিয়ে যায়। তখন থেকে সমবায় ফেডারেশন ভবনটি ব্যবহার করে আসছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ভবনটি সমবায় ফেডারেশনের নামে স্থায়ী বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১১.১০ বিআরডিবি'র বোর্ড সদস্য:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র নতুন আইনের ফলে পরিচালনা পর্ষদে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের ৫জন প্রতিনিধির স্থলে পদাধিকার মাননীয় সভাপতি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

১১.১১ উপ-কমিটির সভা:

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দরপত্র, ক্রয় ও মুদ্রন উপ-কমিটি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও অপসারণ উপ-কমিটি, আইন বিষয়ক উপ-কমিটি, অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা উপ-কমিটি আইন ও ভবন বিষয়ক সংক্রান্ত উপ কমিটি সভায় মিলিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন।

১১.১২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- প্রতিটি ইউসিসিএকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি/নিজস্ব তহবিল হিসাবে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা অনুদান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে;
- প্রতিটি প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতির (কেএসএস) স্থায়ী অফিস নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে;
- ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বেদখল এর হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে;
- ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত খালি জায়গায় স্থায়ীভাবে মার্কেটসহ ভবন নির্মাণের সহযোগিতা করা হবে;
- ইউসিসিএতে শুন্য পদে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে;
- সমবায়ীদের নিয়মিত উঠোন বৈঠক, মাসিক সভাসহ প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতিতে (কেএসএস) শিক্ষিত যুবকদের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ইউসিসিএগুলোকে সক্রিয় ও গতিশীল করা হবে;
- ঋণ দাদনের পূর্বে সুবিধাভোগী সমবায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিতে ইউসিসিএ'র সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তভূর্ক্তির ব্যবস্থা করা হবে;
- যে সব উপজেলায় ইউসিসিএ'র নিজস্ব ভবন নেই সেই সব এলাকায় ভবনের ব্যবস্থা করা হবে;
- ফেডারেশন, বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তরের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় সমবায়ীদের নিয়ে আঞ্চলিক মত বিনিময় সভা করা হবে;
- সমবায় ফেডারেশনের নিজস্ব তত্বাবধানে মন্ত্রণালয়, সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির সমন্বয়ে ইউসিসিএ'র সভাপতি, ম্যানেজার ও কৃষক সমবায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- সমবায় ফেডারেশনের নিয়মিত মাসিক 'আজকের সমবায়' পত্রিকা ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে;
- ইউসিসিএ সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও কর্মচারীদের ''সমবায় ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লাতে পর্যায়ক্রমে সকল সভাপতিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- সরকার কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (ইনোভেশন) বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়েজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- নতুন প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) কে গঠন এবং অকার্যকর সমিতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পায় সেই লক্ষ্যে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- আশাতীত উৎপানের জন্য পূর্বের ন্যায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বীজে, আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের ডিলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;
- জাতীয় সমবায় দিবসে উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক সমবায় র‌্যালী, মেলা, সমবায় নিবন্ধন, সমবায়ীদের পুরষ্কৃত করা, সভা, সেমিনার, লিফলেট বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা করতে হবে;
- সমবায়ী কৃষক ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে ঋণের সুদের হারের পার্থক্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে;
- হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যাকবলিত কৃষক সমবায়ীদের সুদ মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- অকার্যকর প্রাথমিক সমবায় সমিতি (কেএসএস)গুলোকে কিভাবে কার্যকর ও নিয়মিত করা যায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে;
- নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য আরো ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হবে;
- ইউসিসিএগুলোর বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে;
- সমবায়ীরা যাতে ৫% সুদে ঋণ নিতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- ইউসিসিএতে জনবল নিয়োগ জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা করা হবে;
- ইউসিসিএ লিঃ'র এফডিআর এর উপর সোনালী/জনতা ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত লিয়েন প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে;
- প্রতিটি ইউসিসিএতে পূর্বের ন্যায় ম্যানেজার কমিশন পুন: প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে;
- কৃষক সমবায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ ব্যবস্থা করা হবে;

- ইউসিসিএর'র মাধ্যমে গভীর/অগভীর নলকূপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে;
- প্রতিটি জেলায় "জেলা ফেডারেশন"কে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করা হবে;
- প্রতিটি ইউসিসিএকে ডিজিটাল করতে ডাটাবেজের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে;
- সমবায় ফেডারেশন প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)কে স্ব-নির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

১১.১২ উপসংহার:

সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সমবায় ফেডারেশন সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরো গতিশীলভাবে কাজ করবে। সমবায় ফেডারেশন আধুনিক কম্পিউটারাইজ করা হলে সমবায়ীদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরো সহজ হবে।

১১.১৩ স্থির চিত্রে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিক্রমা

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

চিত্র: ফেডারেশনের ব্যাবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২১ এর মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ

চিত্র: ফেডারেশনের নির্বাচন

চিত্র: ফেডারেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি ও নির্বাহী সচিব কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন

গণমাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়নে পুরস্কার পেলেন শেখ হাসিনা

যুগান্তর

পল্লী উন্নয়নে পুরস্কার পেলেন শেখ হাসিনা

যুগান্তর ডেস্ক
২৯ মে ২০২২, ১৭:০৩:৫৪ | অনলাইন সংস্করণ

পল্লী উন্নয়নে ভূমিকার জন্য সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক- সিরডাপের সম্মাননা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোববার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'আজিজুল হক পল্লী উন্নয়ন পদক ২০২১' তুলে দেন সিরডাপের মহাপরিচালক ডা. চেরদসাক ভিরাপা।

পুরস্কারটি দেশবাসীকে উৎসর্গ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি মনে করি এটা আমার বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্য। আমি তাদের জন্য এ পদক উৎসর্গ করছি। এ পদক প্রাপ্তির জন্য আমাকে মনোনয়ন করা মানে বাংলাদেশকে মনোনয়ন করা।

সরকারপ্রধান বলেন, পল্লী উন্নয়নটা. অর্থাৎ গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করতে পারলে দেশের উন্নয়ন হয়। সেটাই আমরা বিশ্বাস করি। দেশের উন্নয়ন করতে হলে একেবারে তৃণমূলের মানুষকে বাদ দিয়ে কখনও উন্নয়ন হতে পারে না। আজকে আমাদের

উন্নয়ন কার্যক্রম তৃণমূলকে ঘিরে। যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব, আমাদের ডিজিটাল সেন্টার প্রথমে কিন্তু সেই চর কুকরিমুকরি থেকে শুরু করি। অর্থাৎ একেবারে রিমোট এলাকা সেখানে আমরা শুরু করি।

গ্রামের মানুষকে সাবলম্বী করতে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সরকার 'প্রায় শতভাগ মানুষের জন্য' সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বাসস্থান এগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা, আমাদের এখন যত মানুষ গৃহহীন আছে অর্থাৎ ভূমিহীন-গৃহহীন, তাদেরকে আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি। যাতে একটা ঘর পেলে সেটাই মানুষের কর্মসংস্থান হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সহায়তার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এগুলো আমরা দিচ্ছি, সেটাও মানুষের আর্ত সামাজিক কাজে লাগে। এগুলো সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা, নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ফসল। যার সুফল দেশের মানুষ পাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এবং প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন এ অনুষ্ঠানে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও দাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সিরডাপ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে কাজ করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৫টি দেশ এর সদস্য।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৮ এপ্রিল, ২০২২ ১৮:৪৩

মহিলা সমবায় সমিতির তৈরি শাড়ি ও উত্তরীয় প্রধানমন্ত্রীকে হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে শাড়ি ও উত্তরীয় তুলে দিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। যশোরের মণিরামপুরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যরা এ শাড়ি ও উত্তরীয় তৈরি করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপহার তুলে দেওয়া হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার নিয়ে রচিত 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায় : একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান' বইটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সমবায় সমিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনা তুলে ধরতে সমবায় অধিদপ্তর গবেষণা গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছে। বইটিতে সমবায় আন্দোলনের অনেক দুর্লভ ও ঐতিহাসিক দলিল এবং তথ্য স্থান পেয়েছে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য জানান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের প্রতিটি উপজেলায় 'বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা তৃণমূলের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

WALTON
Smart Fridge
NANO
HEALTHCARE
ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক

বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ হচ্ছে ১০ উপজেলায়

50 Bangladesh বিজয় থেকে অর্জনে

অগ্রাধিকার পাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা

এসব গ্রামে শহরের সুবিধা পাবেন ৫০ হাজার মানুষ

উবায়দুল্লাহ বাদল

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' করতে যাচ্ছে সরকার। গ্রামের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ উদ্যোগ নিয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প'-এর আওতায় এসব মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা করবে সমবায় অধিদফতর। প্রাথমিকভাবে এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] দেশের ৯ জেলার ১০টি গ্রামের মোট ৫০ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। ৪৯ কোটি ৯৩ লাখ টাকার প্রকল্পটি ১৬ আগস্ট অনুমোদন দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সমবায় অধিদফতরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মো. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। তিনি গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'সরকার বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায়ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন, আইলবিহীন চাষাবাদ, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, আধুনিক মৎস্যচাষ, গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে ৯ জেলার ১০টি গ্রামে এই বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের ধারণাকে সামনে রেখে প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। প্রক্রিয়া শেষে শিগগিরই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।' জানা গেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে তার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়ে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সমবায় অধিদফতর। বঙ্গবন্ধুর সমবায় গ্রাম ধারণা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' ধারণায় গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। গত বছর নভেম্বরে '৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০' উপলক্ষে এসব মডেল গ্রাম গড়ে তোলার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই নির্দেশের পর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এই মডেল গ্রাম তৈরির উদ্যোগ নেয়। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯ জেলার ১০ উপজেলার ১০টি গ্রামের গড়ে পাঁচ হাজার জন করে

বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ

মোট ৫০ হাজার মানুষ প্রকল্পটির উপকারভোগী হবেন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ, সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, যশোরের মণিরামপুর, রংপুরের মিঠাপুকুর, বরিশালের গৌরনদী ও মুলাদী উপজেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। এর মাধ্যমে গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানির ব্যবহার, যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য-শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে সব সেবা সহজলভ্য করা হবে। ২০২৪ সালের জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক ও সমবায় অধিদফতরের যুগ্ম নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। কারণ দেশের উন্নয়নের বড় অংশ হচ্ছে গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী আগেও বলেছিলেন, শহরের সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে ১০টি গ্রামকে মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলব। সফল হলে দেশব্যাপী বড় আকারে প্রকল্প নেওয়া হবে।' প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা জানান, এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে এসব গ্রামের কৃষি খাতে ২৫ শতাংশ উৎপাদন বাড়ানো হবে। মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব গ্রামের ১০ হাজার লোককে দক্ষভাবে গড়ে তুলে করা হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০টি সমবায় সমিতি গঠনসহ প্রায় ৫ হাজার ৬০০ বর্গফুটের ১০টি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সমবায় সংগঠিত করা, কৃষি উৎপাদনের যান্ত্রিক ও উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করা, ১০টি গ্রামে দুটি এক একর পুকুরে মৎস্য চাষ ও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুটি গরু পালন মডেলের মাধ্যমে আধুনিক ও উত্তম পদ্ধতির প্রচলন, গ্রামীণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্জাগরণ ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার কমানোর লক্ষ্যে কাজ করা হবে। কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার, কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস, সভাকক্ষ, কম্পিউটার কেন্দ্র ও ডিজিটাল সেন্টার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জনপ্রতিনিধি, সরকারি দফতর ও সমবায় সমিতির সমন্বয়ে কাজ চলবে। উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি সেবা দেওয়া হবে গ্রামের জনগণকে। প্রকল্প কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, উপজেলার বিভিন্ন দফতর ও উপকারভোগীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি কাজ করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্রামের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনের সৃষ্টি হবে। তখন গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের ঢল কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সময়
মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর ২০২২, আশ্বিন ১৪২৯
সর্বশেষ LIVE

সম্পূর্ণ নিউজ সময়

বাংলাদেশ

২১ টা ২ মিনিট, ৩ অক্টোবর ২০২১

'প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা হবে'

মাস্টার প্ল্যান করে প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

এহসান জুয়েল

২ মিনিটে পড়ুন

10/4/22, 10:57 AM 'প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা হবে...

সময়
মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর ২০২২, আশ্বিন ১৪২৯
সর্বশেষ LIVE

রোববার (৩ অক্টোম্বর) তেজগাঁও দুগ্ধভবনে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়নের (মিল্কভিটা) ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, মিল্কভিটার উন্নয়নে মন্ত্রণালয় সব সময় তৎপর রয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির পিতার হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানের সংকট সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণে মিল্ক ইউনিয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়। জাতির পিতার মতো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল বলেই দেশটা স্বাধীন হয়েছে, বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নে বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

আরও পড়ুন: শোকজের প্রতিক্রিয়ায় যা বললেন মেয়র জাহাঙ্গীর

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, কোথায় সংকট আছে চিহ্নিত করে সমাধান করতে হবে। শক্ত হাতে প্রতিহত করে গুজব ও ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত থেকে মিল্কভিটাকে এগিয়ে নিতে হবে। যারা মুক্তিযোদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করে না তারাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মিল্কভিটার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, শিশুপুষ্টির চাহিদা ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশে দুগ্ধজাতপণ্য উৎপাদন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রতিষ্ঠানটি। এ দেশের বাঙালিরা যাতে মেধাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্যই সমবায়ভিত্তিক মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটিডের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমান এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, মিল্কভিটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমর চান বনিকসহ সমবায়ী নেতারা।

প্রথম আলো

বাংলাদেশ

দেশে আরও দুটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। ২৮ এপ্রিল, ঢাকা ছবি : পিআইডি

দেশে আরও দুটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হবে জামালপুরে এবং আরেকটি রংপুরে। জামালপুরের একাডেমির নাম হবে শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর।। আর রংপুরেরটির নাম হবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর।

আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই দুটি একাডেমি করার জন্য আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলে দেশে মোট চারটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি হবে। বর্তমানে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এবং বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) রয়েছে। এ ছাড়া যশোরের আরেকটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি করার পরিকল্পনা আছে সরকারের।

আরও দুটি আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দুটি একাডেমিও বার্ড ও আরডিএর আদলেই পরিচালিত হবে।

একাডেমি পরিচালনায় একটি বোর্ড থাকবে। ২১ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকবেন পদাধিকারবলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন পদাধিকারবলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব। আর বোর্ডের সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন একাডেমির মহাপরিচালক। মহাপরিচালক হবেন যুগ্ম সচিব বা তার ওপরের পর্যায়ের কেউ। চার মাসে একবার বোর্ডের সভা হবে।

এই একাডেমির কাজ হবে মূলত সক্ষমতা তৈরি করা। পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা করা হবে। এ ছাড়া পল্লী উন্নয়ন বা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে ডিপ্লোমাও করা যাবে এখানে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, সার্টিফিকেট কোর্সেরও সুযোগ থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত থাকবে। এ ছাড়া প্রফেশনাল প্রশিক্ষণও দেবে এই একাডেমি।

এ ছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২২-এর খসড়াও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আগেও একটি ছিল, তবে এত সুনির্দিষ্ট ছিল না। এই নীতিমালার প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে করা হলেও মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয় এ-সংক্রান্ত কাজের নেতৃত্বে থাকবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২২ প্রথম আলো

DHAKA POST

প্রচ্ছদ / জাতীয়

প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে এসএফডিএফ-জিএনআইএনের সমঝোতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
৩০ মার্চ ২০২২, ০৩:৫৯ পিএম

Subscribe to notification

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের (জিএআইএন) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও সব স্তরের ভোক্তাদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণে অবদান রাখতে কাজ করবে সংস্থা দুটি। বুধবার সচিবালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

এসএফডিএফের পক্ষে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকির হোসেন আকন্দ এবং জিএএইএনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী ড. লরেন্স হাদ্দাদ সমঝোতায় সই করেন। অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতায় সই শেষে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, নাগরিকদের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব নীতির ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সমঝোতা পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমান এবং বিআরডিবির মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জিএআইএনেরের কান্ট্রি ডিরেক্টর (বাংলাদেশ) ডা. রুদাবা খন্দকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এসএইচআর/আরএইচ

সম্পূর্ণ নিউজ সময়

বাংলাদেশ

১৭ টা ২১ মিনিট, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১

'কৃষি উৎপাদনে আরডিএ'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে'

কৃষি গবেষণায় উদ্ভাবিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

মহানগর ডেস্ক

২ মিনিটে পড়ুন

10/4/22, 11:05 AM 'কৃষি উৎপাদনে আরডিএ'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে'

সময়
মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর ২০২২, আশ্বিন ১৪২৯
সর্বশেষ LIVE

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষি নিয়ে আরও বেশি গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানান তিনি।

বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া'র ৩১তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং আমরা আজ তার সুফল পাচ্ছি। এখন মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে, কেউ আর এখন না খেয়ে থাকে না। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সফল রাষ্ট্রনীতি এবং আরডিএ বগুড়ার মত প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা কাজের সাফল্যের মধ্য দিয়ে।'

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

আরও পড়ুন: ইভ্যালির সম্পত্তি নিয়ে যে নির্দেশনা হাইকোর্টের

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিলে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশে রূপান্তর হবে, আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, 'বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, পৃথিবী শোষক আর শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত। শোষিত, নির্যাতিত ও মেহনতি মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধু। শোষিতদের শোষণমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ২২৭ ডলার, যেখানে ভারতের আয় এক হাজার ৯৪৭ ডলার ও পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় এক হাজার ২০০ ডলার। পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক দিক থেকেই এগিয়ে আছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিরা পাবেন ১ কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ: স্বপন ভট্টাচার্য

যুগান্তর

ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিরা পাবেন ১ কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ: স্বপন ভট্টাচার্য

যশোর ব্যুরো

১৭ আগস্ট ২০২১, ১৫:১৬:১৩ | অনলাইন সংস্করণ

ছবি: যুগান্তর

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এমপি বলেছেন, ফুলের রাজধানীখ্যাত যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী এলাকায় করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের মধ্যে ৪ শতাংশ সুদে এক কোটি টাকার প্রণোদনা ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, রক্তস্নাত জাতীয় শোক দিবসকে স্মরণ করে ফুলের রাজধানী গদখালীর ফুলচাষিদের জন্য ৫ কোটি টাকা সিডমানি দিয়ে বঙ্গমাতা পল্লী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্মৃতিকে স্মরণে রাখতে দেশজুড়ে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি উপজেলায় সমিতি গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৪৬তম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার রাত ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, বঙ্গমাতা জাতির মুক্তির জন্য এক অদৃশ্য শক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন, নেপথ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমৃত্যু জীবনসঙ্গী হিসেবে পরম মমতায় বঙ্গবন্ধুকে আগলে রেখেছেন এই মহীয়সী নারী। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তার অবদান স্মরণীয় করে রাখতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সংবিধানের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল— একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেখানে ধর্মীয় উগ্রতা থাকবে না, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল— মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করা, ধর্মীয় ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করে সবাইকে একটি প্ল্যাটফরমে আনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সেই অসমাপ্ত কাজটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঝিকরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মুকুলের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন যশোর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম মনির, ঝিকরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুছা মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধকালে ঝিকরগাছা থানা ছাত্রলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা মাস্টার এনামুল কবির ও সাংবাদিক আবুল কাশেম।

অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম মনির বলেন, ইতিহাসের জঘন্যতম, নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে। এদিন গোটা বাঙালি জাতিকে কলঙ্কিত করেছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল কিছু বিপথগামী সদস্য। সেদিন রাতে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ঐতিহাসিক ভবনে ঘাতকের নির্মম বুলেট বিদ্ধ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বুক। সপরিবারে হত্যা করা হয় জাতির পিতাকে।

তিনি আরও বলেন, ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করলেও তার স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে কাজ করে যাচ্ছেন তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। ডিজিটাল ইন্টারনেটের আওতায় এসেছে

ক্ষতিগ্রস্থ ফুলচাষিদের জন্য প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্যের কাছে ৪ শতাংশ সুদে আরও ঋণ সুবিধা দাবি করে ঝিকরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগ। প্রতিমন্ত্রী এ সময় ৪ শতাংশ সুদে সিড মানি হিসেবে ৫ কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করবেন বলে জানান।

উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা এনামুল হক মনির সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় আরও অংশ নেন নাভারণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহাজান আলী, শংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, নাভারণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বুলি, নির্বাসখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক সাংবাদিক এম.আলমগীর প্রমুখ।

ভোরের ডাক শুক্রবার • ২৭ মে ২০২২ • ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ • ২৫ শওয়াল ১৪৪৩

গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় তিন দিনব্যাপী দশম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য -ভোরের ডাক

প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা সম্ভব নয় : প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

স্টাফ রিপোর্টার : প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেছেন, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকার কৃষকের সরকার। সরকার শুধু কৃষকের বন্ধুই নয়, দরদীও। কৃষকের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় তিন দিনব্যাপী দশম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষকদের ধান কাটার জন্যে কম্বাইন্ড হারভেস্টর কেনার ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সব চেয়ে বড় সুবিধা হলো, যেসব কৃষি উদ্যোক্তা অথবা কৃষক সমিতি হারভেস্টর কেনে, তাদের মোট দামের অর্ধেক ভর্তুকি দেয় সরকার। হাওরে এটা ৭০ শতাংশ।

মেলায় কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ও প্রচারে সফল হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র মহাপরিচালক খলিল আহমেদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড.মনজুরুল আলম, আরডিএ এর পরিচালক ড. ফেরদৌস হোসেন খান এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ লি:, ঢাকা এর পরিচালক কাজী ছারোয়ার উদ্দীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলম।

ভোরের ডাক বৃহস্পতিবার • ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ • ১৬ পৌষ ১৪২৮ • ২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩

পল্লির জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে হবে

-প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

eb

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বিআরডিবি'র গৌরব সমুন্নত রাখার জন্য পল্লির জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে হবে। এ কাজ বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তৎপর থাকতে হবে। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাঠ পর্যায়ের উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে উপ-পরিচালক সম্মেলন-২০২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র অবদান অসামান্য উল্লেখ করে প্রতিমমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের ৬২% পল্লীর জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য পণ্যভিত্তিক পল্লী বা জীবিকায়ন শিল্প পল্লী এবং আয় উৎসারি সম্পদ হস্তান্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবির সুপ্রিয় কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।